দুরভাষিণী

কাহিনী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নাট্যরূপ

সলিল সেন

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১২

প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ
আষাঢ় : ১৩৬৫
মূল্য : ২.০০

প্রচ্ছদ : মণীন্দ্র মিত্র

মুদ্রক : রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড
৯০, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-১৩

নিবেদন

"অকথিতা" শারদীয়া "গণবার্তায়" প্রথম প্রকাশের কিছুদিন বাদেই নিজেরা অভিনয় ক'রব মনে করে গল্পটির নাট্যরূপ দিয়েছিলাম। নানা কারণে সে অভিনয় হয়নি। তবে মূল গল্পাশ্রয়ী সেই নাট্যরূপ নরেনবাবুর খুবই ভাল লেগেছিল।

নতুন ব্যবস্থাপনায় রঙ্‌মহল থিয়েটার খোলবার সময় কর্তৃপক্ষ নরেনবাবুর "দূরভাষিণী" গল্পটি মঞ্চস্থ করবেন ঠিক করে এর মঞ্চস্বত্ব কিনে নেন। "দূর-ভাষিণী" "অকথিতা"-র উপন্যাস-নাম।

কর্তৃপক্ষ খবর পাঠালেন—'পাণ্ডুলিপি নিয়ে আসুন'। পড়া হ'ল—পছন্দ হ'ল। তবু "বীণা-কমলা" দুজনের জীবনেই হতাশা ও ব্যর্থতা তাঁদের মনঃপূত হ'ল না। 'অন্ততঃ বীণার জীবনে কিছুটা আশ্বাস থাক—কিছু সাধারণ সাফল্যের পরিণতি থাক।'

নতুন করে আবার লেখা হ'ল,—মূল গল্প থেকে পরিণতি খানিকটা পৃথক হ'ল এই নতুন নাট্যরূপে। নাটক মহলায় পড়ল।

ঘোষণা অনুযায়ী পাঁচদিন বাকী ছিল—'রঙ্‌মহল' উদ্বোধনের। এমনি সময় ব্যবসায়িক কারণে রঙমহলের শিল্পীগোষ্ঠীতে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে গেল। কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাতে নাটকটি পরিচালনার ভার পেলাম। নতুন শিল্পীগোষ্ঠী ও মঞ্চকুশলীদের আপ্রাণ চেষ্টায় পাঁচদিনের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে পূর্বঘোষিত দিনে নাটকটি সুষ্ঠুভাবেই অভিনীত হ'ল।

শ্রীজিতেন বসু, শ্রীবিঠলভাই মানসাটা, শ্রীহেমন্ত ব্যানার্জী, শ্রীনলিন ব্যানার্জী, শ্রীনেপাল নাগের অকৃত্রিম সহানুভূতির কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। এঁদের উৎসাহ ভিন্ন ওই অবস্থায় নাটক মঞ্চস্থ করা কিছুতেই সম্ভব হ'ত না।

শ্রীবদ্যিনাথ চক্রবর্তী দর্শকদের মধ্যে সাহিত্যিক শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। তাঁর মারফৎই 'এম সি সরকারে'-র শ্রীসুপ্রিয় সরকারের সঙ্গে পরিচয় হয়। আলাপ হবার দিনই সুপ্রিয়বাবু নাটকটি ছাপবেন বলে কথা দেন। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি কথা রেখেছেন—তাঁকে ধন্যবাদ।

"দূরভাষিণী"-র নতুন নাট্যরূপ অনুমোদন করে এবং নাটকের জন্য গল্পের পরিণতি পরিবর্তন করবার স্বাধীনতা দিয়ে লেখক হিসেবে শ্রীনরেন মিত্র যে ঔদার্য দেখিয়েছেন তার তুলনা দুর্লভ—তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। ইতি।

স্নানযাত্রা

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

সলিল সেন

এই লেখকের অন্যান্য নাটক

নতুন ইহুদী

মোচোর

— চরিত্রলিপি —

পুরুষ

মৃন্ময় নন্দী	...	খবরের কাগজের অফিসের জুনিয়র রিপোর্টার
কল্যাণ মিত্র	...	ঐ সাব এডিটার
পরেশ রায়	...	ঐ ঐ
নকুল সেন	...	ঐ কার্টুনিস্ট
গিরীন বসুমল্লিক	...	বীণার বাবা
মহেশ মুখার্জি	...	কমলার বাবা
বিমল মুখার্জি	...	ঐ দাদা (আর্টিস্ট)
বিনয় ব্যানার্জি	...	কমলার স্বামী
কীর্তিময় গুহ	...	এড্‌ভোকেট (সুস্মিতার বাবা)
জগন্নাথ	...	খবরের কাগজের অফিসের বেহারা

বৃদ্ধ, ঘুগনিওয়ালা, পথচারী প্রভৃতি

স্ত্রী

বীণা বসুমল্লিক	...	টেলিফোন অপারেটার
কমলা ব্যানার্জি	...	ঐ
লতা	...	ঐ
মিস্‌ চ্যাটার্জি	...	ঐ (উচ্চ-কর্মচারী)
অন্নপূর্ণা	...	বীণার মা
যোগমায়া	...	কমলার মা
কাত্যায়নী	...	বিনয়ের মা
সুস্মিতা	...	কীর্তিবাবুর কন্যা

টেলিফোন অপারেটরগণ প্রভৃতি

রঙ্‌মহলে প্রথম অভিনয় রজনী—শনিবার ৩১শে জুলাই ১৯৫৪

সন্ধ্যা ৬॥টায়

কাহিনী	শ্রী নরেন্দ্রনাথ মিত্র।
নাট্যরূপ ও পরিচালনা	,, সলিল সেন।
গীতিকার	,, শৈলেন রায়।
সংগীত	,, নচিকেতা ঘোষ।
নৃত্য	,, অতীনলাল।
মঞ্চশিল্পী	,, মণীন্দ্র দাস। (নানুবাবু)
স্মারক	,, মণীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বিমল ঘোষ।
মঞ্চাধ্যক্ষ	,, নিখিল রায়।
ব্যবস্থাপনায়	,, নেপাল নাগ।
মঞ্চ-আভ্যন্তরিক ব্যবস্থাপনায়	,, মনীন্দ্র রায় ও অমূল্য নন্দী।
আলোক সম্পাতে	,, প্রকাশ ব্যানার্জি, অভয় দাস, পঞ্চানন চ্যাটার্জি, বিজয় চ্যাটার্জি, লালমোহন চ্যাটার্জি, দুর্গা বসাক, ক্ষুদিরাম দাস, পুলিন দত্ত ও গোপাল চ্যাটার্জি।
দৃশ্যপট সংযোজনায়	,, কালিপদ সোম, বাদল ঘোষ, ধীরেন মিত্র, অনাদি ঘোষ, আশুতোষ দাস, ভবতারণ দত্ত ও পঞ্চানন মণ্ডল।
সাজসজ্জায়	,, ওংকার মিশ্র, তারক দাস।
রূপসজ্জায়	,, সেখ মেহেবুব।
যন্ত্রী সঙ্ঘে	,, হরিদাস মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু ঘোষ (ত্রিগুণ), কার্তিক মল্লিক (ভোলা), নারায়ণ বসাক, ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী, শেখর রায়, বংশীধর রায়, কানাই দাস ও মিহির ভট্টাচার্য।

শব্দ প্রেক্ষণে ,, প্রভাত হাজরা।

প্রেক্ষাগৃহ তত্ত্বাবধানে ,, প্রভাত বোস ও বোকাবাবু।

প্রথম অভিনয় রজনীর শিল্পীবৃন্দ

মৃন্ময় নন্দী শ্রী দীপক মুখার্জি।

কল্যাণ মিত্র ,, প্রশান্ত কুমার।

পরেশ রায় ,, জীবেন বোস।

নকুল সেন ,, জহর রায়।

গিরীন বসুমল্লিক ,, নীতিশ মুখার্জি।

মহেশ মুখার্জি ,, আদিত্য ঘোষ।

বিমল মুখার্জি ,, রবীণ মজুমদার।

বিনয় ব্যানার্জি ,, বিমান ব্যানার্জি।

কীর্তিময় গুহ ,, সৌরেন ঘোষ।

জগন্নাথ ,, দেবী নিয়োগী।

বৃদ্ধ ,, হরিধন মুখার্জি।

ঘুগনিওয়ালা ,, কার্তিক সরকার।

পথচারী ,, বলীন সোম।

বেহারা , কাশীনাথবাবু।

বীণা বসুমল্লিক শ্রীমতী প্রণতি ঘোষ।

কমলা ব্যানার্জি ,, শিপ্রা মিত্র।

লতা ,, তপতী ঘোষ।

মিস্ চ্যাটার্জি ,, গীতা সিং।

অন্নপূর্ণা ,, ইরা চক্রবর্তী।

যোগমায়া ,, বাণী গাঙ্গুলী।

কাত্যায়নী ,, সন্ধ্যা দেবী।

সুস্মীতা ,, জয়শ্রী সেন।

টেলিফোন অপারেটরগণ ,, ভক্তি মৈত্র, রীণা চ্যাটার্জি, মঞ্জু দেবী, মালা গাঙ্গুলী ইত্যাদি।

প্রথম দৃশ্য

[খবরের কাগজের অফিস্—Sub-editorদের ঘর। রাত্রি প্রায় ১২টা। দুটি পাশাপাশি টেবিলে কল্যাণবাবু ও পরেশবাবু কপি লিখে চলেছেন। পরেশের বাঁ হাতের আঙুল দুটির মধ্যে ধরা আছে আধখানা পোড়া সিগারেট, তা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

একটি বেয়ারা এসে কল্যাণবাবুর টেবিলে একটা শ্লিপ ও পরেশবাবুর টেবিলে একটা শ্লিপ রেখে গেল। শ্লিপগুলি টেলি-প্রিন্টারের খবরের টুকরো, পরেশবাবু মুখ তুলে শ্লিপটা দেখেই হাঁকলেন—]

পরেশ—এই জগন্নাথ, জগন্নাথ—দুৎ—এই দেখুন কল্যাণবাবু লিখ-ছিলাম ইন্দোনেশিয়া এনে চাপিয়ে দিল কতকগুলো ইয়ে। অনিলবাবু কি করে টের পায় বলুন তো—যে আগের কাজ প্রায় সেরে ফেলেছি। ইন্দোনেশিয়ার ধান্দা শেষ করে এনেছি ভাবছি একটু আড্ডা দেব—না, অমনি ইলেক্‌সান চাপিয়ে দিল—ব্যস্—যাক্ যাক্ ইন্দোনেশিয়া গোল্লায়! আর মুড্ থাকে—বলুন তো? (লিখিতে লিখিতে) হ্যাঁ, মশাই সোয়ে-কার্ণ লিখব না সোকার্ণ লিখব?

কল্যাণ—সুকর্ণ লিখুন, তাতে বরং একটা ভারতীয় প্রভাব খুঁজে পাওয়া যাবে, (নিজের শ্লিপ দেখিয়া)—আরে এই তো আপনার শ্লিপ—ইন্দোনেশিয়ার কারেকসান—আর ঐ ইলেক্‌সানটা আমায় দিন বদলা-বদলি হয়ে গেছে—আমিই ইলেক্‌সান লিখছি।

পরেশ—দিন, দিন, হে° হে°—(নিতে নিতে) তাই বলুন। (শ্লিপ পড়িয়া) ওঃ চমৎকার—চমৎকার—শেষটা আর লিখতে হবে না—ফাস্ট ক্লাস, অনিলবাবু লোকটা ভালই বলতে হয়।

(জগন্নাথের প্রবেশ)

জগন্নাথ—ডাকছিলেন?

পরেশ—নাঃ—আমি ডাকিনি—

কল্যাণ—এক গ্লাস জল দিও তো হে—(জগন্নাথ চলিয়া যাইতেছিল)

পরেশ—হ্যাঁ, আর ঐ সঙ্গে দুই কাপ চা—

(মৃন্ময়ের প্রবেশ ও জগন্নাথের প্রস্থান)

আরে আসুন—আসুন মৃন্ময়বাবু। কই, আপনার রিপোর্ট কই? দাঙ্গা-টাঙ্গা বাধলো কোথাও?

মৃন্ময়—ভীষণ—

পরেশ—কোথায়?

মৃন্ময়—বউবাজারে—

(দাঙ্গার কথায় কল্যাণের দৃষ্টি সেদিকে পড়িয়াছিল)

পরেশ—দিন্ দিন্। দিন তাহলে ঝট্ করে heading করে দিই।

(হাত হইতে রিপোর্টটা ছিনাইয়া লইল)

মৃন্ময়—(হাসিয়া)—পড়ুন। আসছি,—

(বলিয়া টেলিফোনের ঘরের দিকে গেল)

পরেশ—(চক্ষুর ইঙ্গিতে কল্যাণকে) দেখলেন?

কল্যাণ—(মুখ তুলিয়া) কি?

পরেশ—দেখলেন না? আসতে না আসতেই অমনি টেলিফোনের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

কল্যাণ—সে তো অনেকদিন থেকেই দেখে আসছি।

পরেশ—ছাই দেখছেন, রসের উৎসটি কোথায়, সে সন্ধান রাখেন কিছু?

কল্যাণ—রসের উৎস?

পরেশ—হুঁ-হুঁ। টেলিফোন অফিসে মৃন্ময়বাবুর একটি প্রিয়া আছেন।

কল্যাণ—আচ্ছা?

পরেশ—আপনি তো গল্প-টল্প লেখেন—লিখুন না এদের নিয়ে একটা গল্প—

কল্যাণ—তা গল্প হতে পারে বৈকি! এক অফিসে কর্মব্যস্ত এক সাংবাদিক—আরেক অফিসে কর্মক্লান্ত ফোন অপারেটর, মাঝে মাঝে নিষিদ্ধ সংলাপের ছিটে। বেশ গল্প হতে পারে।

(মৃন্ময় টেলিফোন সারিয়া এ ঘরের মধ্যে দিয়া যাইতেছিল)

পরেশ—আরে মশাই, চললেন যে, রিপোর্টটা বুঝি দিয়ে যান;—কই, দাঙ্গা কোথায় এর মধ্যে?

কল্যাণ—(আড়চোখে চাহিয়া) বউবাজারের দাঙ্গা কি কাগজে থাকে

হে? সে থাকে বুকের মধ্যে।

পরেশ—(বুঝিয়া) ও হো-হো-হো (মৃন্ময়ের দিকে তাকাইয়া) খুব রসিকতা করেছেন তো! (কল্যাণের দিকে তাকাতেই)

কল্যাণ—এই দেখুন—পরেশবাবু পর্যন্ত রসিকতা বুঝে ফেলেছেন!

পরেশ—আহা-হা আবার আমার পিছনে লাগছেন কেন স্যার। মৃন্ময়-বাবু থাকতে আমাকে কেন? ধরন-ধারণটা দেখছেন তো? যাকে বলে রসে একেবারে টইটুম্বুর—

(মৃন্ময় যাইতে উদ্যত)

কল্যাণ—আরে চলে যাচ্ছেন যে, ও মৃন্ময়বাবু বসুন—বসুন—

মৃন্ময়—নাঃ দাদা, অনেক কাজ—শেষ করতে রাত ভোর হয়ে যাবে।

পরেশ—আরে কাজ তো আছেই—বসুন, বসুন—গল্প করা যাক্—

(হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইল)

কল্যাণ—হাঁ মশাই আপনার তো অনেকরকম অভিজ্ঞতার কথা শুনি, কোন টেলিফোন অপারেটরের সঙ্গে আলাপ-টালাপ কিছু আছে?

মৃন্ময়—আলাপ থাকবে কি করে বলুন তো?

কল্যাণ—কি করে তা জানিনে, অনুমান হয়—

মৃন্ময়—কি দেখে এমন অনুমান হোল?

কল্যাণ—কতকগুলো লক্ষণ দেখে, যেমন ফোনের কাছে যেতে আপনার অদ্ভুত উৎসাহ। তারপর কি অসীম মমতার সঙ্গেই না ফোনের হাতল ধরেন আপনি—দেখে মনে হয় হাতল থেকে "ল"টা খসে গেছে।

পরেশ—হাতটি কেবল ধরে আছেন স্যার—হাতটি কেবল ধরে আছেন।—

মৃন্ময়—(হাসিয়া) আপনাদের চোখে কিছুই এড়ায় না দেখছি।—

কল্যাণ—তাহলে কবে আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন বলুন?

মৃন্ময় ভারি গরজ দেখছি, আলাপ করে কি করবেন শুনি? উদ্দেশ্যটা কি?

কল্যাণ—তা যদি বলেন খুবই সাধু উদ্দেশ্য। একটি গল্প লিখব।

মৃন্ময়—সেই কথা বলুন বিজনেস্।—তা কত পার্সেণ্ট কমিশন দেবেন শুনি?

পরেশ—গল্পে আপনার অংশ যতটুকু ঠিক তত পার্সেণ্ট্।

মৃন্ময়—O. K.—দাঁড়ান—

(টেলিফোন ঘরে মৃন্ময় চলিয়া গেল। পরেশ ও কল্যাণের চোখে চোখে ইঙ্গিত খেলিয়া গেল)

কল্যাণ—ভোজটা পাকছে তাহলে?

পরেশ—শিগগীরই,—

কল্যাণ—কিন্তু এতকাল তো জানতুম বিয়েতেই মৃন্ময়ের রীতিমত আপত্তি—

পরেশ—তখন তো টেলিফোন প্রিয়ার আবির্ভাব হয়নি?

কল্যাণ—মেয়েটি নিশ্চয় খুব সুন্দরী।

পরেশ—কিসে বুঝলেন?

কল্যাণ—বউ সম্বন্ধে মৃন্ময়ের যে রকম খুঁতখুঁতি—সুন্দরী না হোলে ওর পছন্দই হবে না। বলে, সুন্দরী না হোলে শাঁখা-সিন্দুর মানায় না।

পরেশ—আরে রেখে দিন মশাই—বলে ব্লাইন্ড গড্, যার সঙ্গে যার মজে মন—

(জগন্নাথ চা দিয়া গেল)

পরেশ—ওঃ ফাস্টো-কেলাস্। জগন্নাথ হচ্ছে প্রকৃত রসিক।

জগন্নাথ—আজ্ঞে?

পরেশ—না, চিনি দিয়েছ তো—

(জগন্নাথের ঘাড় নাড়িয়া প্রস্থান)

আচ্ছা মৃন্ময়ের ব্যাপারটা কি মনে হয় আপনার?

(মৃন্ময় আসিতেছিল)

কল্যাণ—স্ স্ স্ স্—(পরেশ সংযত হইল) এই যে মৃন্ময়বাবু, নিন্, আপনার চা নিন।

মৃন্ময়—কে খাওয়াচ্ছেন আপনি তো? এমন উদার চরিত না হোলে কি লেখক হওয়া যায়!

পরেশ—একজন উদার চরিত আর একজনের উদর চরিত।

কল্যাণ—দেখছেন তো পরেশবাবুও কি রকম সাহিত্যিক হয়ে উঠছেন।

পরেশ—আহাহা—আবার আমার কথা কেন?

কল্যাণ—সেই ভালো পরেশবাবুর কথা থাক। আপনার কথাটা বলুন মৃন্ময়বাবু।—

মৃন্ময়—আমার কথা মানেই তো আপনার সেই গল্পের কথা। হবে-হবে—

কল্যাণ—কি হবে মৃন্ময়বাবু?

মৃন্ময়—দেখা—সাক্ষাৎ—সন্দর্শন।

কল্যাণ—appointment পাকা করে এলেন বুঝি!

মৃন্ময়—না না পাকা এখনো হয়নি। পেলাম না ফোনে, পাকা না হলেও হতে কতক্ষণ?

কল্যাণ—তিনি রাজী হবেন তো?

মৃন্ময়—রাজী হবেন না মানে, আপনার মত একজন সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপ করতে রাজী হবে না! যাকে বলে অধীর প্রতীক্ষার বসে থাকবে।

পরেশ—কোথায়?

মৃন্ময়—কোথায় মানে?

পরেশ—কোথায় বসে থাকবেন তাই জিজ্ঞেস করছি।

মৃন্ময়—যথারীতি ওয়েলিংটনের মোড়ে রেস্তোরায়।

পরেশ—রেস্তোরায়?

মৃন্ময়—সেই সুবিধে। বাড়ীতে জায়গার অভাব—

পরেশ—তাহলে কাল একটু সেজেগুজে আসতে হয়।

মৃন্ময়—আরে আপনি লাফাচ্ছেন কেন? দেখা আপনার সঙ্গে নয় এ'র সঙ্গে।

পরেশ—এ্যাঁ, আমি একেবারে বাদ, শেষ পর্যন্ত এই আপনাদের মনে ছিল মৃন্ময়বাবু। (মৃন্ময় হাসিতে লাগিল)

কল্যাণ—তাহলে গল্পের ভূমিকাটা আগে থাকতে কিছু বলে রাখুন মৃন্ময়বাবু।

পরেশ—তাই বলুন স্যার তাই শুনেই দিলটা ঠাণ্ডা করি—

মৃন্ময়—বিশেষত্ব কিছু নেই। একই গ্রামের মেয়ে কিন্তু পরিচয় ছিল না। কলকাতায় আসার সময়—স্টীমার ঘাটে প্রথম দেখা—দারুণ ভীড়ে বাপ, মা, ভাইবোনদের নিয়ে বিব্রত সেই সময় সাহায্য করেছিলাম। ভীড় ঠেলে তাদের বসবার জায়গা করে দিয়েছিলাম। ট্রেনেও এক কামরাতেই রাত কাটাচ্ছিলাম—ওদের বসিয়ে নিজেই দাঁড়িয়ে আছি দেখে গিরীন-বাবু মানে ওর বাবা—আমায় ডেকে তাঁদের ট্রাঙ্কটার ওপর বসালেন—ওর মা একটা তালপাখা বার করে—

পরেশ—হাওয়া করতে লাগলেন বুঝি?

মৃন্ময়—নাঃ মেয়ের হাতে দিলেন।

পরেশ—ওঃ তারপর মেয়ে কি বললেন?

মৃন্ময়—ওঁর মেয়ে? না উনি মুখ খোলেননি তবে পাখা বন্ধ করেননি।

পরেশ—তারপর?

মৃন্ময়—তারপর আর কিছু নেই—

পরেশ—সে কি? ব্যস্—আর কিচ্ছু নেই—

মৃন্ময়—এ্যাঁ-হ্যাঁ রাত্রিতে সবাই ঢুলতে লাগলো ঘুমে, উনিও একবার তন্দ্রার মাঝে গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়েছিলেন।

পরেশ—ধরে ফেললেন বোধ হয়?

মৃন্ময়—না, ঘুম ওঁর ভেঙে গেল। নিজেকে সামলে আস্তে উঠে গিয়ে কোন রকমে মায়ের ওপাশে একটু জায়গা করে শুয়ে পড়লো।—

পরেশ—শুয়ে পড়লো?

মৃন্ময়—হ্যাঁ শুয়ে পড়লো—

পরেশ—তারপর?

মৃন্ময়—তারপর ঘুমিয়ে পড়লো—

পরেশ—এ্যাঁ ঘুমিয়ে পড়লো?

মৃন্ময়—হ্যাঁ—

পরেশ—ওঃ—অগত্যা আপনিও ঘুমুলেন তো (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ)

মৃন্ময়—নাঃ ঘুম আর হোল কই? বসে-বসে শুধু ভাবতে লাগলাম—বেশ চুল আছে তো মেয়েটির মাথায়—খোঁপা বাঁধার ভঙ্গীটিও ভালো—সাধারণতঃ নারকেল তেলের গন্ধ আমার ভাল লাগে না—কিন্তু সেদিন ভাল লেগেছিল।

পরেশ—মাঝে মাঝে অমন হয় বুঝেছেন, মাঝে মাঝে অমন হয়—

মৃন্ময়—আপনারও হয় নাকি!

পরেশ—না না আমার নয়—আপনার কথা বলুন!

মৃন্ময়—আমার কথা মানে—সেই আলাপের সুরু—যদিও কথাবার্তা সেদিন কিছুই হয়নি।

কল্যাণ—তারপর দীর্ঘদিনের সাহচর্যে যদি একটু রকমফের হয়েই থাকে—যদি কোন বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় কি জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাত্রে মৃন্ময়-বাবু তার হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিয়েই থাকেন—

মৃন্ময়—তাহলেও তাকে ঠিক পাণিগ্রহণের ভূমিকা বলা চলে না।

কল্যাণ—এ্যাঁ বলেন কি এত কাণ্ডের পরেও ভূমিকাটুকু পর্যন্ত তৈরী হয় না।

মৃন্ময়—আপনারা যা ভাবছেন তা নয়।

পবেশ—সে কি মশাই। আপনার মতলবখানা কি? রোমান্সটাকে ট্রাজেডি না কমেডি—কিসে দাঁড় করাতে চান?

মৃন্ময়—(হাসিয়া কল্যাণের দিকে চাহিয়া)—আপনারা গল্প লিখিয়েরা গল্পের ভবিষ্যত পরিণতি নিয়ে বড্ড বেশী মাথা ঘামান—আমি রিপোর্টার বর্তমান নিয়েই সন্তুষ্ট।

কল্যাণ—কিন্তু মৃন্ময়বাবু, আমাদের তো শুধু বর্তমান নিয়ে তুষ্ট থাকলেই চলবে না। ভবিষ্যতের দিকে গল্পটাকে তো এগিয়ে দিতে হবে। (মৃন্ময়ের প্রতি) কোথায় চললেন?

মৃন্ময়—আপনার গল্পটাকে এগিয়ে দিতে। দেখি আর একবার ফোন

করে appointmentটা সত্যি পাকা করা যায় কিনা—

পরেশ—হ্যাঁ—হ্যাঁ স্যার এগিয়ে দিন, আরো এগিয়ে যান, ধাক্কা দিয়ে পারেন, কনুই গুঁতিয়ে পারেন—এগিয়ে যাওয়াটাই হোল সার কথা।

কল্যাণ—আস্তে—আস্তে—

দ্বিতীয় দৃশ্য

টেলিফোন অফিস (রাত্রি)

[কর্মব্যস্ত সুইচবোর্ড রুম—বোর্ডে একটার পর একটা আলো জ্বলে উঠছে। মেয়েরা নাম্বার জেনে নিয়ে কর্ডগুলো প্লাগ করে দিচ্ছে]

১ম মেয়ে—নাম্বার প্লীজ—South

২য় মেয়ে—নাম্বার প্লীজ—South

৩য় মেয়ে—নাম্বার প্লীজ—South

৪র্থ মেয়ে—সরি এনগেজড্—

১ম মেয়ে—নাম্বার প্লীজ—South

২য় মেয়ে—নো রিপ্লাই—

৩য় মেয়ে—নাম্বার প্লীজ—South

১ম মেয়ে—নাম্বার প্লীজ—South!

৪র্থ মেয়ে—নাম্বার প্লীজ—South

[ঘড়িতে ১০-৫৫ মিঃ—২য় ব্যাচের একটি-দুটি মেয়ে এসে ডিউটী রিলিভ করবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো—লতা এসে ঢুকেছে এমন সময়]

ক্লার্ক-ইন-চার্জ—Yes ধরুন দেখছি—[Bell ক্রিং ক্রিং বাজলো]

(লতা এসে সুপারভাইজারের টেবিলের সামনে দাঁড়াতেই) বীণা বসু মল্লিক কোথায় রে লতা? (লতা নিরুত্তর। অন্য মেয়েদের দিকে তাকিয়েছিল) এই লতা, বীণা কোথায় রে ওর ফোন এসেছে—

লতা—(সপ্রতিভ হয়ে)—বীণাদির ফোন? কে করছে কে?

ক্লার্ক-ইন-চার্জ—নাম বলছে মৃন্ময় নন্দী (একটু হাসিলেন)

লতা—(চোখে মুখে কৌতুক)—ওঃ তাই নাকি? দিন দিন আমাকে দিন—

(কনেক্‌সন্‌ সুপারভাইজারের টেবিলের ফোনে এসে গেল—লতা ফোন তুলে সকৌতুকে বললে।)

লতা—হ্যালো—হ্যাঁ আমিই বীণা—

(কমলা এসে দাঁড়িয়েছে লতার পাশে)

কমলা—এই লতা—কি কচ্ছিস্‌?

লতা—(ফোনের মাউথপিস্‌ হাত দিয়ে চেপে)—স্‌-স্‌-স্‌—প্লিজ—(মাউথপিস্‌ ছেড়ে দিয়ে)—এ্যাঁ—হ্যাঁ কালকের appointment মনে আছে মনে আছে রেস্টুরেন্ট? না পার্কে, পার্কে। হ্যাঁ-হ্যাঁ—আচ্ছা—আচ্ছা।

(লতা ফোন ছেড়েই কমলার দিকে চেয়ে হেসে ফেললো)

কমলা—(কপট্‌ রাগ দেখিয়ে)—বড্ড বেড়েছিস লতা—

লতা—বাড়াবাড়ি কি? বীণাদির রোমান্সটাকে একটু এগিয়ে দিলাম—

কমলা—দেখিস না বীণা এসে কেমন চিমটি দেবে?

লতা—ইস্‌—চিমটি অমনি দিলেই হল—

(বীণা ঢুকতেই লতা সেদিকে গিয়ে)

এই তো বীণাদি! (বীণার কাছে গিয়ে) বীণাদি, ভেরি লেট ভেরি লেট—সব রোমান্স ফাঁস।

বীণা—রোমান্স, কি হয়েছে বল তো?

লতা—আচ্ছা, মৃন্ময় নন্দী তোমার কে হয় বীণাদি?

বীণা—ওঃ ফোন করেছিলেন বুঝি—

লতা—এক ঝুড়ি সন্দেশ না খাওয়ালে একটি কথাও বলবো না।

বীণা—বেশ, বলিস না—

(বীণা সুপারভাইজারের টেবিলের দিকে আসছিল লতা দুহাতে বীণার হাত ধরে)

লতা—খুন করে ফেলবো—সব কথা বলবে তো বল?

বীণা—এই ছাড়, ছাড় কথা তো সব শুনেই ফেলেছিস।

লতা—কিছু শুনিনি, শুধু কালকের বিকেলের appointment ছাড়া—

বীণা—হুঃ।

লতা—বল না বীণাদি মৃন্ময় নন্দী কে?

বীণা—আমার দাদা।

লতা—এই-ই ছিঃ ছিঃ ছিঃ (জিব কেটে)—তাহলে আমি কি বলতে কি বললাম, দাদাকে বললাম—রেস্টুরেন্ট নয় পার্কে—ছিঃ ছিঃ—তুমি আর একবার ফোন করে নিও।

কমলা—(হেসে) দূর বোকা!

লতা—এ্যাঁ—?

কমলা—হ্যাঁ ও হোল বীণা বসু মল্লিক আর সে হোল মৃন্ময় নন্দী।

লতা—তাই বল—আমি ভাবলাম—

কমলা—তোকে আর ভাবতে হবে না, তুই থাম দেখি এবার—(বীণাকে) মেয়েটা মাঝে মাঝে এমন প্র্যাক্‌টিকাল জোক করে—জানতে পারলে ভদ্রলোক কি ভাববেন বল তো?

বীণা—না না ভাববে আবার কি?

লতা—ভাববে কেউ প্রক্সি দিয়েছে না?

কমলা—ফের ফাজলামো?

লতা—তবে সিরিয়াস্ হয়ে যাচ্ছি, সত্যি-সত্যি মৃন্ময় নন্দী কে বীণাদি?

বীণা—মৃন্ময়বাবু আমাদের গ্রামেরই লোক তবে গ্রামে থাকতে আলাপ ছিল না—কোলকাতা আসার সময় পথেই আলাপ হল—

লতা—তারপর—তারপর?

বীণা—তারপর যেমন লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। তাছাড়া আমাদের অনেক উপকার করেছেন উনি, আমার এ চাকরীও বলতে গেলে উনিই জুটিয়ে দিয়েছেন—

লতা—তারপর 'দেহি পদপল্লবম' বলে রাঙাপায়ে আপনাকে লুটিয়ে

দিয়েছেন—

কমলা—লতা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে—

লতা—আহা তাতে কি হয়েছে? আমরাও তো একটু বড় হয়েছি না কি বল বীণাদি?

বীণা—নিশ্চয়ই।

লতা—আচ্ছা বীণাদি, তুমি রোজ মৃন্ময়বাবুর সঙ্গে বেড়াতে যাও?

বীণা—যাই। তবে রোজ নয়—

লতা—তোমার বাবা-মা কিছু বলেন না—

বীণা —(মধুর লজ্জায়) তাঁরা হয় তো একটা আশা রাখেন—

লতা—এ্যাঁ—সব কিছু পাকা?

বীণা—(সলজ্জে) না সে রকম কিছু নয়—তবে আমাদের মধ্যে একটা বোঝাবুঝি আছে—

লতা—কনগ্র্যাচুলেস্‌ন, বীণাদি থাউসেন্ড কনগ্র্যাচুলেস্‌নস্—আচ্ছা ভদ্রলোক দেখতে কেমন?

বীণা—রাজপুত্রের মতন—

লতা—আহা—অমনি ঠাট্টা—

বীণা—ঠাট্টা কেন? একদিন যাস্ আলাপ করিয়ে দেব—

লতা—(কপট ভয়ে)—না না বাবা (পরে হেসে) হুঁ হুঁ—তাছাড়া আমাদের আর আলাপ করে লাভ কি বল কমলাদি? আমাদের 'আঙুর ফল মাত্রেই টক্'—

কমলা—ফের ফাজলামো।

লতা—আহা করলামই না হয় একটু ফাজলামি, আমরাও তো বড় হয়েছি বীণাদি।

কমলা—(বীণাকে) ওর সঙ্গে বকিস না তো—মাথা খারাপ করে দেবে।

লতা—আচ্ছা বাবা—আর বকবো না কিন্তু (হঠাৎ কারও আসার আভাস পেয়ে) ওই রে মিস চ্যাটার্জী—

(টক্ টক্ করিয়া মিস চ্যাটার্জীর প্রবেশ সঙ্গে সঙ্গে ডিউটী চেঞ্জের ঘন্টা—ঘড়িতে ১১টা বাজিল—বোর্ড তখন ততটা ব্যস্ত নয়

মিস চ্যাটার্জী টেবিলে এসে নোট নিতে লাগলো—লতা, সুরমা, বীণা অপর একটি মেয়ে বোর্ডে গেল—কমলা clerk-in-chargeএর টেবিলে—অন্য মেয়েরা সুইচরুম থেকে বেরিয়ে গেল)

মিস্ চ্যাটার্জী—হ্যালো—কন্ট্রোল ইয়েস্-কনেক্ট দা বাজার নাইট্ ডিউটী—সেকেণ্ড ব্যাচ—ইয়েস্ থ্যাঙ্ক য়ু—

(ফোন রাখার সঙ্গে সঙ্গে—এবার বোর্ডে আলো জ্বলছে আর তার সঙ্গে একটা বেলের আওয়াজ, কর্ড কনেকস্‌ন দিলে—বেলের আওয়াজ থামছে—বীণা সে-রকম একটা কনেকস্‌ন দিল)

বীণা—নাম্বার প্লীজ—South

(তারপর সুপারভাইজারের টেবিলে এসে সই করে গেল)

সুরমা—নাম্বার প্লীজ—South

(তারপর সুপারভাইজারের টেবিলে এসে সই করে গেল)

সুরমা—মিস্ চ্যাটার্জী—শরীরটা আজ—

মি-চ্যা—ফিলিং সিক্ এ্যাঁ—হোয়াই ডু য়ু কাম্ এট্ অল্—

(সুরমা থতমত খেয়ে বোর্ডে যায়)

মি-চ্যা—(বেরিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে কমলাকে) মিস্ ব্যানার্জী—মিস্ ব্যানার্জী সব দিকে নজর রেখ কেমন?

(মিস্ চ্যাটার্জী দরজার কাছ পর্যন্ত গেছেন লতা ছুটে কমলার কাছে এসে—মিস্ চ্যাটার্জীর উদ্দেশ্যে বলে)

লতা—ইচ্ছে করে গলাটা—

(বলেই গলা কাটার ভঙ্গী করেছে মাত্র অমনি মিস্ চ্যাটার্জী ফিরে এসেই লতাকে ঐ ভাবে দেখে বলে)

মি-চ্যা—হোয়াট্ লতা! (লতা ঘাবড়ে যায়)

কমলা—আমি ওকে ডেকেছিলাম—

মি-চ্যা—ওঃ (বলেই টেবিল থেকে একটা স্লিপ নিয়ে প্রস্থান)

লতা—(খুসী) ওহ্ হো এই জন্যেই তোমায় এত ভালবাসি কমলাদি—মনে হয় তুমি যেন খাস—

কমলা—দার্জিলিং-এর কমলা—

লতা—একযাক্‌টলি—নাগপুরের টোকো কমলা নও, একেবারে মিষ্টি কমলা লক্ষ্মী কমলা। তাই তোমায় কি ভালই যে বাসি—

কমলা—ইয়েস্‌—

লতা—মানে আমি যদি পুরুষ হতাম না—তোমায় একেবারে বিয়েই করে ফেলতাম—

কমলা—সরি এনগেজড—

লতা—এ্যাঁ—ওঃ—

কমলা—নট্‌ দা জংশন—বাট্‌ দা লাইন এনগেজড্‌।

লতা—এই রে আমার বোর্ডে—

(ছুটে গিয়ে কর্ড দিয়ে দিল—তারপর সুপারভাইজারের টেবিলে সই করে কমলার কাছে গেল)

সাহসের কথা বলছিলে না কমলাদি—শোন তবে সাহসের গল্প। আমি বা তুমি বিবাহিতা হলে কি পারতাম এরকম কুমারী সেজে রোজ অফিসে আসতে?

কমলা—(চমকে) এ্যাঁ (আশ্বস্ত হয়ে) মানে কি বলছিস?

লতা—বলছি যে আমাদের বিনতা, বিয়ের জন্যে সাতদিন ছুটি নিয়েছে না—সেটা একেবারে ধাপ্পা—

কমলা—বলছিস্‌ কি?

লতা—শোনই না—বিয়ে ওর অনেক আগেই হয়ে গেছে। এখন এই সাতটা দিন শুধু ঘাপটি মেরে বসে থেকে—এক্কেবারে মাথায় সিঁদুর দিয়ে অফিসে এসে হাজির হবে।

কমলা—তুই কি করে জানলি?

লতা—আমি আর কি জানবো—আমাদের তো নেমন্তন্ন করেনি, তবে গৌরী পরশু গিয়েছিল ব্যাপারখানা কি জানতে—ব্যাস্‌ সব ফাঁস—

কমলা—(দীর্ঘ নিঃশ্বাস)—কি করবে বল্‌—কর্তারা যে কুমারী না হলে চাকরী দিতে চাইতেন না। তাই শুধু বিনতা কেন, আগে অনেক মেয়েকেই বাধ্য হয়ে বিয়ে গোপন করে কুমারী সেজে চাকরী নিতে হোত। যাক্‌গে তুই এসব বুঝবি না—ইয়েস—

লতা—আহা তুমি যেন কত বোঝ। তোমার কবে বিয়ে হবে কমলাদি ?

কমলা—নো রিপ্লাই—না পাওয়া যাচ্ছে না—

(কাজ করতে করতে বোর্ডের সামনে হঠাৎ সুরমা অজ্ঞান হয়ে যেতেই বীণা চীৎকার করে উঠলো)

বীণা—কি হল, কি হল সুরমা—(গিয়ে সুরমাকে ধরল) (কমলাকে) কমলা...হেল্প্...হেল্প্...কমলা—

কমলা—(উঠে)—কি হল ?

বীণা—ফেণ্ট হয়ে গেছে—

লতা—এ্যাঁ মূর্ছা—জল, জল—ফেণ্ট হয়ে গেছে—

(বলতে বলতে লতা বেরিয়ে গেল—বীণা, কমলা ও অপর মেয়েটি ধরাধরি করে সুরমাকে সুপারভাইজারের টেবিলের কাছে আনতে না আনতেই লতা সহ আর মেয়েরা ওদের ঘিরে ফেললো—বোর্ডে আলো জ্বলছে)

১ম মেয়ে—কি করে হোল ? কি হল ?

বীণা—কাজ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেছে—

লতা—জল—জল জলটা নাও বীণাদি—

কমলা—হাওয়া ছেড়ে দাও—হাওযা ছেড়ে দাও—

বীণা—এই শরীর নিয়ে কদিন থেকে সমানে নাইট ডিউটী—

(মিস্ চ্যাটার্জীর প্রবেশ)

মি-চ্যা—কি হয়েছে ? কি হয়েছে ? হোয়াট মেকস্ য়ু র‍্যালি দেয়ার—ওঃ সেই পুরোনো ন্যাকামো ?

বীণা—কি বলছেন আপনি ?

মি-চ্যা— দ্যাট্। গো টু ইওর বোর্ড্‌স—গো টু ইওর বোর্ড্‌স—

লতা—সুরমা অজ্ঞান হয়ে গেছে।

মি-চ্যা—তা তোমরা এখানে কেন ? গো টু ইওর পোস্ট—

লতা—বাঃ-বাঃ—মানে মানে আমরা—

মি-চ্যা—কুইক্—গো টু ইওর পোস্ট—

(লতা ও অন্যান্য মেয়েরা নির্দিষ্ট কাজে চলে গেল)

কমলা—একটু ভাল বোধ করছ?

সুরমা—হ্যাঁ—

মি-চ্যা—মিস ব্যানার্জী—আই মিন্ কমলা—গো টু ইওর বোর্ড—বোর্ডে যাও—

কমলা—একটু সুস্থ করেনি—

মি-চ্যা—ফের মুখের ওপর কথা? বড্ড ইনডিসিপ্লিন্‌ড হয়ে উঠছ তুমি—ডিউটী আগে না এ সব আগে—

বীণা—মিস্ চ্যাটার্জী—আমি যাচ্ছি কমলার কাজে—

মি-চ্যা—নো নো কমলা তুমি যাও—

বীণা—কেন আমি গেলে—

মি-চ্যা—ডোণ্ট আরগু—কমলা—

কমলা—একটু পরে (বোর্ডের কর্ড দিয়ে এসে সুরমাকে সাহায্য করতে হাত লাগালো)।

মি-চ্যা—ইমপার্টিনেণ্ট। সুপিরিয়রের মুখের ওপর কথা। আমি তোমার নামে রিপোর্ট করবো—দেখি তোমার প্রোমশন কি করে হয়—

বীণা—মিস্ চ্যাটার্জী—প্লীজ

মি-চ্যা—হোয়াট্—

কমলা—(সুরমাকে)—শরীর খারাপ ছিল তো ছুটি চাইলে না কেন?

সুরমা—ছুটি কি পেতাম—

মি-চ্যা—না পেতো না অসুস্থ যারা, তারা কেন ডিউটী করতে আসে। সুস্থ মেয়ের অভাব নেই দেশে—

কমলা—মিস্ চ্যাটার্জী অনর্থক চটছেন আপনি। দয়া করে থামুন ওকে একটু সুস্থ হতে দিন—

মি-চ্যা—হোয়াট ডু ইউ মিন্ টু ডিকটেট মি, ইউ ইনডিসিপ্লিনড্ গার্লস্—

কমলা—মিস চ্যাটার্জী—(মিস্ চ্যাটার্জী থতমত) ডিসিপ্লিন সেন্স আমাদের যথেষ্ট আছে। অনর্থক রাগারাগি করবেন না।

তৃতীয় দৃশ্য

[বিনয়ের শোবার ঘর—সকালবেলা, বিনয় বিছানায় শুয়ে আছে কাত্যায়নীর প্রবেশ]

ক্যাত্যায়নী—ও বিনয় ও বিনয় এত বেলা পর্যন্ত তুই শুয়ে আছিস? এমনি করেই তোরা সংসারে অলক্ষ্মী ঢোকাচ্ছিস, বউয়ের আমলে যা খুসী হয় করিস। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে এসব অলুক্ষুণে কান্ড সহ্য করতে পারবো না—

(বিনয় উঠে বসলো)

যা দেখি এবার ঘর থেকে—গিয়ে মুখ হাত ধো—ততক্ষণ ঝাঁটপাট দিয়েনি—

বিনয়—থাক্ না মা, বউ এসে করবে এখন।

কাত্যায়নী—আর আদিখ্যেতা দেখাস্ নে বাপু এ কাজের জন্যে কে তাকে বলতে যাবে?

বিনয়—কেন তুমি বলবে?

কাত্যায়নী—আমি বললে সে শুনবে নাকি? আজকাল তো কথা কওয়াই দায় হয়েছে—কথা বলেছ কি যেন ফোস্কা পড়লো—অমনি মুখে মুখে তর্ক, আর তর্ক করলেই বা করছি কি। রোজগার করে যে বউ শাশুড়ী স্বামীকে খাওয়াচ্ছে তার মুখ, মুখ বুজেই সহ্য করতে হয়—

বিনয়—মা—

কাত্যায়নী—মুখ বড় করে আমার ওপরই চোটপাট্ করতে পারবি। সারাদিন ঘরে বসে কড়িকাট গুনবি—বৌএর রোজগার খাবি—আর মার ওপর তম্বি করবি, মা বাঁদী তো আছেই দশের মুখ শুনতে আর সংসারের ঘানি টানতে—

বিনয়—কে বলেছে তোমাকে সংসারের কাজ করতে?

কাত্যায়নী—বলছিস্ তুই—এভাবে বেকার হয়ে বসে থেকে। তাই আজ তোর সংসারে দুবেলা হেঁসেল ঠেলে নিজের বউএর মন যোগাতে হয়—

বিনয়—তা আমি কি করবো ?

কাত্যায়নী—তুই আর কি করবি ? আমারই দুর্ভোগ, মা ছেলের বিয়ে দেয় সুখের আশায়—সে সুখ তো খুব হয়েছে. এখন সোয়াস্তিতে থাকতে পারলে হয়। হাজার লোকের মুখে নিন্দে শুনে শুনে একটু শান্তি পর্যন্ত নেই—

বিনয়—আঃ থাম মা

কাত্যায়নী—আমি নয় থামলাম, কিন্তু ঘরের বউ যদি শাঁখা সিঁদুর না পরে কুমারী সেজে সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়—তবে পাড়ার লোকে থামবে না—তারা ছি ছি করবেই। এক একবার ভাবি বউমাকে বলি. যে বুঝে চল, কিন্তু যার ভরসায় বলব সেই ছেলেই আমার বেকার। কাজেই চোরের মার কিল খেয়ে কিল চুরি করা ছাড়া উপায় কি ?

(বিনয় রাগ করে ঘর থেকে গামছাটা নিয়ে বেরিয়ে যায়—"ধুত্তোর")

কাত্যায়নী—রাগই করিস্ আর যাই করিস্—লোকে যেমন দেখবে তেমনই তো বলবে, নেহাতই পরের কথার আঁচ সইতে পারি না—তাই বলি—

(দরজায় কমলা এসে দাঁড়াতেই)

এত দেরী হল কেন বউমা ?

কমলা—বেশী দেরী তো হয়নি, বড় জোর মিনিট্ দশেক. নকুলদার সঙ্গে পথে কথা বলতে হল বলে—

কাত্যায়নী—কার সঙ্গে কথা বলেছ ?

কমলা—নকুলদা মানে আমার দাদার বন্ধু—

কাত্যায়নী—দাদার বন্ধু ! তবে আর কি, সাতখুন মাপ—

কমলা—কি বলছেন আপনি ?

কাত্যায়নী—কি বলছি তা বুঝতে পারছো না ? বলছি এসব লক্ষণ ভাল নয় বৌমা—

কমলা—খারাপ লক্ষণই বা আপনি কোথায় দেখলেন মা ?

কাত্যায়নী—খারাপ লক্ষণ নয়—এয়োতী হয়ে সিঁথির সিঁদুর তুলে বাইরে বেরুনো সুলক্ষণ বলতে চাও ?

কমলা—কিন্তু বাড়ীতে এসে তো রোজই সিঁদুর পরি—কেবল অফিস যাবার সময়ই—

কাত্যায়নী—তাই তো বলছি—কিসে সংসারের অকল্যাণ—সে বোধও তোমার নেই—

কমলা—সে বোধ আমার আছে, আর কি করে যে আপনাকে বোঝাব যে এ সংসারটা আমারও সংসার—তাও বুঝে পাই না—

কাত্যায়নী—বলে বোঝাতে হোত না বৌমা—বলে বোঝাতে হোত না যদি দেখতাম যে অফিসের চেয়ে সংসারেই তোমার টান বেশী তাহলে—

কমলা—কিন্তু অফিসে যে যাই সে তো এই সংসারের জন্যেই যাই।

কাত্যায়নী—হ্যাঁ সব কিছু কৈফিয়তই অফিসেব দোহাই দিযেই সেরে যেতে পার—

কমলা— কি অন্যায় কৈফিয়ত আমি দিয়েছি বলুন ?

কাত্যায়নী—অন্যায় নয় ? এই সিঁদুর না পরা, দাদার বন্ধুদের সংগে পথে পথে গল্প করা—এত বারটান্ সব কিছুই বুঝি তোমার অফিসের জন্যেই—

(কাত্যায়নীর প্রস্থান)

কমলা—মা—

(গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বিনয়ের প্রবেশ)

বিনয়—কি হোল ? এত চটে গেছ কেন ?

কমলা—শুনলে না—মা অনর্থক কতগুলো মনগড়া কথা বলে গেলেন—

বিনয়—মার কথায় রাগ করে কি হবে বল! সেকেলে দিনের মানুষ তাছাড়া সংসারে খেটে খেটে একটু খিট্‌খিটে হয়ে গেছেন, মাকে একটু খুসী করে চললেই পার—

কমলা—কিন্তু কিসে যে উনি খুসী হবেন সেটাই তো বুঝে পাই না—

বিনয়—তুমি চাকরী ছেড়ে দাও কমলা, ঘর গেরস্থালী কর তাতেই মা খুসী হবেন।

কমলা—আমিও তাই ভাবছি—রোজ রোজ এই খিটিমিটি আমার ভাল

লাগে না—

বিনয়—সেই ভাল তোমার আর কষ্ট করে দরকার নেই—যা হয় হবে।

কমলা—কিন্তু এখনই চাকরী ছেড়ে দিলে—চলবে কি করে বল তো? তোমার আগে একটা কিছু জুটুক—

বিনয়—ও একরকম ভাবে চলে যাবে। আগে তো শুধু আমার আয়েই চলতো—

কমলা—চলতো আর কোথায়? কি ভাবে যে চালাতাম তাতো আমার অজানা নেই। তারপর তোমার এখন আয়ের স্থিরতা নেই—এ অবস্থায় আমার চাকরীর টাকা ছাড়া—সংসার এখন সত্যি চলবে না—

বিনয়—বুঝেছি চাকরী তুমি ছাড়তে পারবে না—

কমলা—আপাততঃ তা সম্ভব নয়—

বিনয়—কেন? তোমার কি ধারণা যে তুমি রোজগার না করলে—এ সংসারে তোমার দুটি ভাত জুটবে না?

কমলা—জুটবে না কেন জুটবে, ভাত তো কুকুর বেড়ালেরও জোটে। কিন্তু সংসারে অনটন সুরু হলে তোমার মা যখন আবার অলক্ষ্মী বৌ—অলক্ষ্মী বৌ বলে খোঁটা দিতে থাকবেন তখন সে ভাত আর গলা দিয়ে নামতে চাইবে না। যে শান্তির কথা তুমি এখন ভাবছো—তখন সে শান্তিও থাকবে না—এ স্বাচ্ছন্দ্যও থাকবে না—

বিনয়—কিন্তু অন্য স্ত্রীরা সামান্য দুঃখ কষ্ট হলেও স্বামীর রোজগারেই স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে—তাতেই তাদের তৃপ্তি।

কমলা—আমিও তো তাই ছিলাম। তুমিই তো আমায় রোজগার করতে পাঠিয়েছ—

বিনয়—ভুল করেছিলাম। তখন বুঝিনি যে টাকা টাকা করে তোমার মন এমন শক্ত হয়ে যাবে। টাকা রোজগার করতে গিয়ে তোমার হাতে কড়া পড়েছে কমলা। আমি তা চাইনে, আমি একটি স্ত্রী চাই আমার ইচ্ছাই যার ইচ্ছে। যে সর্বসত্তা দিয়ে আমার অনুরাগিণী হবে।

I want a woman a womanly woman.

কমলা—কিন্তু চাইলেই তো তাই পাওয়া যায় না—চাইলেই তো তাই দেওয়া যায় না—মেয়েরাও আগে মানুষ তারপর মেয়ে মানুষ—

বিনয়—বুঝতে পারলাম না কথাটা,

কমলা—মেয়েদের সম্মান দিতে শেখ—

(কাত্যায়নীর প্রবেশ)

কাত্যায়নী—ও বিনয় চা-টা খাবি? নাকি সকাল থেকে বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেই হবে—

বিনয়—যাচ্ছি—

(কাত্যায়নীর প্রস্থান)

(কমলাকে) কি বলছিলে?

কমলা—কিচ্ছু বলিনি যাও চা খাও গিয়ে—

বিনয়—না, কথাটার আমি শেষ করে যেতে চাই।

কমলা—ব্যস্ত কেন, সেজন্য তো সারাদিন পড়ে আছে—যাও মাকে আর আটকে রেখ না—আমি যাচ্ছি—

(বিনয়ের প্রস্থান। কমলা সিঁদুরের কৌটা খুলিয়া সিঁথিতে সিঁদুর দিল। দরজায় টক টক আওয়াজ)

—কে? (বাইরে গেল। পরমুহূর্তে নকুলসহ প্রবেশ)

কি ব্যাপার নকুলদা—আজই এসে হাজির দিলেন? আর বুঝি তর সইলো না?

নকুল—কি করে তর সইবে বল? এই বছর দুয়েক আগেই তোমার বিয়েতে পাল্লা দিয়ে লুচি মাংস খেলাম। সেই তুমি আজ হঠাৎ কুমারী বনে গেলে—দেখে তো আমি তাজ্জব, আমি 'নকুল সেন' সহজে অবাক হই না—সেই আমি পর্যন্ত—

কমলা— অবাক তো?

নকুল—শুধু অবাক, প্রায় হতবাক হবার অবস্থা, কোন মতে জিজ্ঞাসা করলাম কি ব্যাপার? তুমি বললে, বাড়ীতে আসবেন বলবো, ব্যস! আমিও কি রকম কি বুঝলাম জানি না—বাসে উঠে রওনা হলাম হঠাৎ মনে হল এই রে! আমি 'নকুল সেন' ঘাবড়ে গেছি—

কমলা—সে কি ?

নকুল—হ্যাঁ, না ঘাবড়ালে ব্যাপারটা না শুনে—মা নিশ্চিন্ত হয়ে বাসে উঠে রওনা দিলাম। যাক্ বেশী দূর যেতে হয়নি বাস থেকে নেমে রেস্টুরেণ্টে দুকাপ চা খেয়ে বুদ্ধি পরিষ্কার করে তোমার খবরটা নিতে এসেছি। কিন্তু এসে আবার দেখছি পট পরিবর্তন। বধূ বেশ, সিঁথিতে সিঁদুর—মানে এবার বল তো ব্যাপারটা কি ? কন্‌ভেনসন্ ছেড়েছো ? ধর্ম পালটেছো ?

কমলা—না ওসব কিচ্ছু না। ধর্ম নিয়েছি—মানে টেলিফোনে কাজ নিয়েছি। তখন কুমারী মেয়ে ছাড়া চাকরী দিত না, তাই ও'রই পরামর্শে চাকরী নেওয়ার সময় কুমারী পরিচয় দিয়ে চাকরীতে ঢুকেছি। তাই কুমারী সেজেই অফিসে যাই—শুধু আমি নই—আমার মত আরও দুচারজন আছে—

নকুল—বাঃ তোমার তো টেলিফোন অফিসের সঙ্গে নিঃখরচায় একটা মস্ত কৌতুক করে চলেছো—আচ্ছা তোমাদের কি আজীবন confirmed কুমারী থাকতে হবে ?

কমলা—তা কেন হবে ? এরপর একবার দিন সাতেকের ছুটি নিয়ে বিয়ে হয়ে গেছে বলে—বধূ সেজে অফিসে গিয়ে উঠলে আর ঠেকাচ্ছে কে ?

নকুল—দিন সাতেকের ছুটি নিয়ে বলবে বিয়ে হয়ে গেছে ব্যস্ বিয়ে হয়ে গেল হুঁ-হুঁ-হুঁ সত্যি ব্যাপারটা এত মজার যে শুনে কেবলই হাসি পাচ্ছে। আচ্ছা ধর তোমার বিনয়বাবু অফিসে গিয়ে বললেন কমলা আমার বউ—টেলিফোনের কর্তারা কি করবেন ?

কমলা—তাঁরা বিশ্বাসই করবেন না।

নকুল—এই বিষয়বস্তুর কিন্তু একটা ভারী সুন্দর কার্টুন হতে পারে। ধর এক ভদ্রলোক তোমাদের অফিসে গিয়ে বলছেন "এ আমার বৌ" আর কর্তারা রুখে বলছেন "কভি নেহি" (হাসলো)। আচ্ছা, চলি—

কমলা—সেকি ও'র সঙ্গে দেখা করে যান—চা খেয়ে যান—

নকুল—না চা খাব না—যে খবর খাইয়েছ, আগে তাই হজম করি। আচ্ছা তোমার দাদা বিমলরাও বোধ হয় এসব জানে না?

কমলা—চাকরী করি জানে তবে এত ঘোর প্যাঁচ আছে জানে না—গিয়ে আবার দাদাকে বলবেন না যেন—

নকুল—বললেও তার ভারী মনে থাকবে। সে যাক।

(বিনয়ের প্রবেশ)

কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না—এই বধূবেশের চাইতে ও কুমারীবেশেই তোমাকে মানিয়েছিল ভাল—

কমলা—কি বলছেন যা তা—

নকুল—হ্যাঁ সাদা সিঁথিতেই তোমাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল বেশী—

(ঘরের টেবিলে রাখা গ্লাসটাকে ফেলে দিতে নকুল তাকিয়ে বিনয়কে দেখল)

বিনয়—(পেছনে গিয়ে) হুঁ-হুঁ-হুঁ—

কমলা— কি হল?

বিনয়—এই এটা ধাক্কা লেগে—

কমলা—আমি দেখছি. নকুলদা আমার স্বামী—(স্বামীকে)—নকুলদা—

নকুল—দেখেই চিনেছি—ভাল আছেন?

বিনয়—হ্যাঁ বসুন।

নকুল—আজ আর বসবো না মশাই—কাগজের স্পেশাল নাম্বার বেরুচ্ছে—রোজ নাইট ডিউটী দিতে হচ্ছে। অন্য একদিন আসব—চলি? চলি কমলা—

(নকুলের প্রস্থান)

কমলা—নকুলদা এমন মজা করে কথা বলতে পারে—শুনলে হাসতে হাসতে তোমার পেটে খিল ধরে যাবে—

বিনয়—(গম্ভীর হয়ে) ওর সঙ্গে তোমার কতদিনের আলাপ?

কমলা—অনেক দিনের আলাপ—দাদার বন্ধু—ছোটবেলা থেকেই ঘনিষ্ঠতা, কেন?

বিনয়—উঃ—না—কিছু না—এমনি—

কমলা—কথাটা এড়িয়ে যেও না—কি বলতে চাইছিলে বল ?

বিনয়—আমি অত্যন্ত অসুখী বোধ করছি কমলা—।

কমলা—কেন ? আমি তো তোমায় সুখী করতে নিজের সব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়েছি।

বিনয়—তবু, তোমার অসঙ্গত ব্যবহার আমার অসহ্য লাগছে—

কমলা—ভুল কথা, তুমি অসুখী হচ্ছ নিজের মনের বিকারে, নিজের হীনতার জন্যে—

বিনয়—হয় তো ঠিক—হয় তো সত্যি এ আমার মনের ভুল—তবু তবু আমি চাই যে তুমি—

কমলা—থামলে কেন ? বল—হুকুম কর

(কাত্যায়নী পেছনে এসে দাঁড়াল)

বিনয়—হুকুম ! হুকুম নয়...তবু আমি দেখতে চাই যে—মা যে ভাবে বলেছেন—আজ থেকে তুমি সেই ভাবেই চলছো—

কমলা—হঠাৎ তোমার এ খেয়াল কেন ?

বিনয়—আমায় একটু শান্তিতে থাকতে দাও কমলা—আমায় একটু শান্তিতে থাকতে দাও—

[বিনয় রুদ্ধ আক্রোশে বেরিয়ে গেল—কমলা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল]

চতুর্থ দৃশ্য। সময় সন্ধ্যার পূর্বে

[পার্কের একাংশ, নেপথ্য থেকে রেডিওর গান ভেসে আসছে, একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক তাঁর প্রায় গ্রাম্য স্ত্রীকে শহুরে করবার জন্য নতুন একজোড়া হাইহিল জুতো পরিয়ে হাঁটাচ্ছিলেন। স্ত্রীটি এই অস্বস্তি-কর চেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে পার্কের বেঞ্চিতে বসে পড়লো স্বামীটি সবে তার স্ত্রীর পা থেকে জুতো জোড়া খুলে নিয়ে—কোঁচার খুঁট দিয়ে মুছতে যাবে—এমন সময় সান্ধ্য ভ্রমণকারী একজন বৃদ্ধ এসে ঢুকলেন এবং অযাচিত ভাবে এগিয়ে এসে স্বামীটিকে প্রশ্ন করলেন]

(বৃদ্ধের প্রবেশ)

বৃদ্ধ—আরে শ্যামল না—

ভদ্র—আজ্ঞে না—আমি অমল—

বৃদ্ধ—ওহো—তুমি তো মৃত্যুঞ্জয়বাবুর বাড়ীতে থাক—

ভদ্র—আজ্ঞে হ্যাঁ—

বৃদ্ধ—বেড়াতে বেরিয়েছ বুঝি? স্বাস্থ্য উদ্ধার—বেশ—বেশ—

(স্বামী এবং স্ত্রীটি এই অহেতুক আলাপ করবার চেষ্টা এড়াতে পার্ক থেকে বেরিয়ে গেল। বৃদ্ধও যথারীতি বেড়াতে বেড়াতে পার্কের অপরদিকে চলে গেল। এমন সময় বীণা বসুমল্লিক এসে সেই বেঞ্চিতে বসল—বসে বীণা চিনাবাদাম খেতে সুরু করল, খানিক বাদে একবার তার হাত ঘড়ির দিকে তাকাল ও একবার নেপথ্যের দিকে তাকাল। আবার চিনাবাদাম খেতে আরম্ভ করল। এমন সময় সেই বৃদ্ধ বেড়াতে বেড়াতে এসে বীণাকে অতিক্রম করে অপরদিকে চলে গেলেন। পরক্ষণেই কিন্তু ফিরে এসে বীণাকে প্রশ্ন করলেন)

বৃদ্ধ—খুকী! তুমি ৩।২এ বাঞ্ছারাম লেনে থাক না?

বীণা—হ্যাঁ—কেন বলুন তো?

বৃদ্ধ—তোমাকে ঐ বাড়ী থেকে মাঝে মাঝে বেরুতে দেখি কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম।

বীণা—আপনি— ?

বৃদ্ধ—আমার নাম রসময় ঢোল। এই তোমাদের বাড়ীর কাছাকাছিই থাকি। (প্রস্থান)

(পুনঃ প্রবেশ)

বৃদ্ধ—বেড়াতে এসেছ বুঝি ?

বীণা—হ্যাঁ—

বৃদ্ধ—ও—তা বেড়ানো ভালো—বয়স কালে আমাদের মত আর বাতে ধরবে না—(প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ) একা-একা—

বীণা—হুঁ—(চিনাবাদাম খেল)

বৃদ্ধ—ও বাদামভাজা খাচ্ছ বুঝি ? খাওয়া ভাল—ওতে ভিটামিন 'এ' থেকে 'জেড' পর্যন্ত আছে।

(বীণা বিরক্ত হয়ে বেঞ্চি থেকে উঠে পড়লো ও বৃদ্ধ দ্রুত পা চালিয়ে চলে গেলেন)

[বেঞ্চির প্রায় পিছন দিক দিয়ে মৃন্ময় ও কল্যাণের প্রবেশ। বীণা প্রথমে তাদের দেখতে পায়নি—তারপর হঠাৎ দেখতে পেয়ে অপ্রতিভ হয়ে বাদামের ঠোঙাটাকে আড়াল করে মৃন্ময়কে বলল]

বীণা—এই বুঝি তোমার পাঁচটা ? পার্কের মধ্যে এ রকম একা একা চুপচাপ বসে থাকা যায়—

মৃন্ময়—একেবারে চুপচাপ ? চিনাবাদাম চিবুবার শব্দ কিন্তু আমরা আধমাইল দূর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম। না দাদা ? আপনি শোনেননি চিনাবাদাম চিবুবার শব্দ ?

(বীণা হাতে ধরা ঠোঙাটিকে ফেলে দিতেই) আহাহা—বাদামগুলি তাই বলে ফেলে দিলে কেন ? আমরাও না হয় ভাগ পেতাম।

বীণা—(লজ্জা পাওয়া ভাবটা কাটিয়ে) ভাগ চাওতো আবার কেনা যাবে, ওতে আর বাদাম নেই শুধু খোসা।

মৃন্ময়—তা হলে আর ভেবে লাভ কি! শোন! এ'রই কথা বলে-

ছিলাম। কাজ করেন আমাদের সঙ্গে আর একটি অকাজও করেন—গল্প লেখেন—এ'র নাম ......

কল্যাণ—কল্যাণ মিত্র, (হাত জোড় করে নমস্কার করল)

বীণা—(প্রতি নমস্কারে) আমি আপনার গল্পের নিয়মিত পাঠিকা—

মৃন্ময়—আর বলেছি তো সেই গল্পের উপাদান সংগ্রহ করতেই ও'র আসা। দাদা! ইনি শ্রীমতী বীণা বসুমল্লিক।

বীণা—ফোন অপারেটার—

মৃন্ময়—আ-হা-হা বড় রুক্ষ শোনাচ্ছে যে। তার চেয়ে বল দূর-ভাষিণী—

বীণা—সর্বনাশ—অতবড় কথাটা শোনাবে রূঢ়ভাষিণী

মৃন্ময়—তবে বল—দূরভাষ গৃহের অধিবাসিনী—

বীণা—ওরে বাবা—এতো আরও শক্ত হল, থাক্ সে কথা—মৃন্ময়-বাবুর কাছে শুনেছি টেলিফোন অফিস আর অপারেটরের সম্বন্ধে আপনার নাকি খুব কৌতূহল আছে।

কল্যাণ—হ্যাঁ ঐ কথাই হচ্ছিল বটে—

বীণা—আপনি নাকি আমাদের নিয়ে গল্প লিখতে চান, কিন্তু যা ভেবেছেন ব্যাপারটা অত সহজ নয়, আমাদের নিয়ে লিখতে আপনাকে বেশ কিছুদিন ফোন অপারেটরী করতে হবে।

কল্যাণ—তাই নাকি, রক্ষে করুন, তাহলে—কাজ নেই আমার গল্প লিখে—তার চেয়ে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দুদণ্ড গল্প করতে পারলেই আমি খুসী হব।

মৃন্ময়—ও কি দাদা—এসব তো কথা ছিল না। গল্প লেখার নাম করে ভেতরে ভেতরে বুঝি—

কল্যাণ—আঃ মৃন্ময়বাবু—অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন, আপনার সঙ্গে আমার কোথায় তুলনা—রূপে বলুন—গুণে বলুন, দৈর্ঘ্যে বলুন—প্রস্থে বলুন—সব বিষয়ে আপনি যোগ্যতর—

মৃন্ময়—দেখুন দিকি—আমার রূপ গুণ নিয়ে পড়লেন কেন? এসেছেন নায়িকার সন্ধানে—তাকে দেখুন—

কল্যাণ—বটেই তো—

মৃন্ময়—কিন্তু চোখের সামনে যাকে দেখছেন—নায়িকার চেহারা এরকম হলে কি আপনার চলবে? এই রকম রঙ—এই রকম চেহারা—

কল্যাণ—আঃ—ও কি হচ্ছে মৃন্ময়বাবু—

মৃন্ময়—জানতুম আপনার পছন্দ হবে না—অবিশ্যি আপনি তো আর রিপোর্টার নন যে যা দেখছেন তাই লিখতে হবে। কলমের এক খোঁচায় আপনার নায়িকাকে আপনি অতুল রূপ-লাবণ্যবতী করে তুলতে পারেন। তার গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌর, চোখের রঙ কাজল কালো, যত খুসী লিখুন না—আপনাদের হাতে তো যাদু কাঠিই আছে।

কল্যাণ—সে জন্যে আমায় বিশেষ খাটতে হবে না—কবি কালিদাস তাঁর মেঘদূতের নায়িকার বর্ণনায় লিখেছেন......

"তন্বী শ্যামা......

(ঘুগ্‌নিওয়ালার প্রবেশ)

ঘুগ্‌নিওয়ালা—চাই—ঘু-গ্‌-নি—

মৃন্ময়—কোথায় কালিদাস—আর কোথায় ঘুগ্‌নি—

ঘুঃ ওয়ালা—আজ্ঞে—পাঁঠার ঘুগ্‌নি—

মৃন্ময়—পাঁঠার? আমি ভেবেছিলাম তোমার! যাও—নাঃ দিলে সব আবহাওয়াটা নষ্ট করে। চলুন ঐ রেস্টুরেন্টে যাই, চা ছাড়া এসব আলাপ আর মোটেই জমবে না!

বীণা—কেন জমবে না—সবাই তো আব তোমার মত চা-লোভী নয়—

মৃন্ময়—(বীণার দিকে তাকিয়ে) লোভী? আমার তো মনে হয় আমার মতন এমন নির্লোভ পুরুষ আর দুনিয়ায় নেই (কল্যাণকে) কি বলেন দাদা?

কল্যাণ—আমায় কেন এতে জড়াচ্ছেন বলুন তো?

মৃন্ময়—না-না বলুন না আপনার কি মনে হয়।

কল্যাণ—(বীণার দিকে তাকিয়ে) অন্য লোভের কথা তো জানি না তবে চায়ের লোভ আপনার কিছু আছে।

মৃন্ময়—আর সেই চা খাওয়ার লোভ দেখিয়েই আমাকে আপনি এতদূর নিয়ে এসেছেন।

বীণা—মানে ?

কল্যাণ—আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন এই শর্তে—ও'কে আমি এক বাটি চা খাওবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।

বীণা—মিছিমিছি চায়ের পয়সাটাই আপনার নষ্ট। আমাদের মত মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করে, আপনি কি সত্যিই কোন গল্পের খোরাক পাবেন, কি লাভ হবে আপনার ?

কল্যাণ—লাভ—! আচ্ছা, আপনারা কি সত্যিই বিশ্বাস করেন। লেখকেরা শুধু গল্পের প্লট কুড়িয়ে বেড়ান ?

বীণা—তবে ?

কল্যাণ—প্লট টলট্ কিছু নয়—আপনাবা যা চান, আমবাও তাই কুড়িয়ে বেড়াই। স্নেহ, প্রীতি—বন্ধুত্ব—

মৃন্ময়—আর গল্পের প্লটটুকু ? সেটুকু বুঝি উপরি পাওনা ?

কল্যাণ—(হেসে) ঠিক তাই।

বীণা—বাঁচলুম। আপনার বন্ধু যা ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন। আসুন না আর একদিন।

কল্যাণ—কোথায়—ঐ রেস্টুরেন্টে না পার্কে ?

বীণা—বাঃ আমরা বুঝি রেস্টুরেন্টে আর পার্কেই থাকি ? বাসা-টাসা কিছু নেই ? বাসায় আসুন—আসছে রোববার দুপুরে আমাদের বাসায় আপনার খাবার—

কল্যাণ—আসছে রোববার তো হবে না—

মৃন্ময়—ঘাবড়াচ্ছেন কেন দাদা—আমারও নেমন্তন্ন আছে।

কল্যাণ—না—সে জন্য নয়—এই রোববার মাপ করুন, অন্য একদিন অবশ্যই যাব।

বীণা—কথা দিচ্ছেন তো ?

কল্যাণ—কথা ? আপনি বড়—

বীণা—তা না হলে কি—ফোন অপারেটরী করতে পারতুম।

কল্যাণ—সে তো রং নাম্বার দিয়ে. . তাহলে আপনার ঠিকানাটা আমায় লিখে দিন। রাস্তার নম্বর ভুল করবার ক্ষমতা আমার অসাধারণ (ডাইরী বার করে বীণার দিকে এগিয়ে দিলেন। বীণা ডাইরী নিল)

বীণা—(লজ্জিত) বাঃ আমি কেন লিখবো ? বরং আমাদের খাতায় লেখকেরা অটোগ্রাফ দেবেন এই তো নিয়ম।

কল্যাণ—সে বিষম বিখ্যাত লেখকদের বেলায়—আমি. অখ্যাত লেখককে পাঠিকার স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হয়।

(বৃদ্ধের প্রবেশ)

বৃদ্ধ—(বীণাকে) এ'দের সঙ্গেই বেড়াতে এসেছো বুঝি ?

বীণা—(মুখ তুলে) হ্যাঁ।

বৃদ্ধ—ও-হ-হ শুনলুম কিনা একা একা—

বীণা—শুনুন

বৃদ্ধ—এ্যাঁ ?

বীণা—আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন ?

বৃদ্ধ—এ্যাঁ—না—

বীণা—তা হলে আসুন

বৃদ্ধ—ও-হ-হ—

মৃন্ময়—হ্যাঁ—

(বৃদ্ধের প্রস্থান—ডাইরীতে বীণা লিখিতে লাগিল মৃন্ময় হাসিতে লাগিল—কল্যাণও তাহার সহিত যোগ দিল)

পঞ্চম দৃশ্য

[বিনয়ের শোবার ঘর, বিনয় এলোমেলো ভাবে শুয়ে আছে, ঢং করে করে সাড়ে আটটা বাজলো, ঢাকনি দিয়ে ঢাকা থালা ও গ্লাস নিয়ে কমলা দরজা ঠেলে ঢুকলো।]

কমলা—উঁ এরি মধ্যে ৮॥টা বেজে গেল। রাত যেন হু হু করে এগিয়ে চলেছে।

(জলের গ্লাস ও ভাতের থালা দেয়লের কাছে এক দিকে নামিয়ে রাখলো, গ্লাসের জলে হাত ধুয়ে পিঁড়িটা পেতে দ্রুত বিছানার কাছে গেল)

ওঠো ওঠো অমন ভাবে শুয়ে পড়লে কেন? এই দেখ লক্ষ্মীটি একবারটি ওঠো আমি বিছানাটা চট করে ঝেড়ে-ঝুড়ে দি। এই, এই দ্যাখ আবার পাশ ফিরে শুলো—ওঠো লক্ষ্মীটি—

(হাত ধরিয়া টানিল।)

বিনয়—হঠাৎ এত হুড়োহুড়ি আরম্ভ করলে কেন?

কমলা—কি হবে মাকে কষ্ট দিয়ে—তার চেয়ে তোমাকেই একটু কষ্ট দিয়ে গেরস্থালীর সব কাজ গুছিয়ে রেখে যাচ্ছি—এইবার ওঠো

(কমলা বিনয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া ইজিচেয়ারে বসাইল—)

বিনয়—(ধরে ফেলে) আমাকে যে কষ্ট দিচ্ছ তার আসান হবে কি ক'রে—উ—

কমলা—এই দ্যাখ কি সুরু করলে আবার আঃ ছাড়!

(কমলা চটপট বিছানা গোছ-গাছ করে বালিশ প্রভৃতি ঠিক করে দিল। কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে বিছানার কাছে টুলের ওপর ঢেকে রাখতে রাখতে বললো)

শোন, খাবার ঢাকা রইল—জল গড়ান রইল—সকাল সকাল খেয়ো কিন্তু, আর বেশী রাত জেগো না লক্ষ্মীটি—

(আয়নার কাছে চুল বাঁধিতে বাঁধিতে গুণ্ গুণ্ করে গান গাইতে লাগলো)

বিনয়—কমলা, তোমার নাইট ডিউটি আর কতদিন চল্‌বে ?

কমলা—এ হপ্তাটা ভোর—

বিনয়—আজ আর নাই গেলে—

কমলা—কি যে বল ?

বিনয়—কেন ? শরীর খারাপের অজুহাতে ডুব মারো, আমি মেডিকেল সার্টিফিকেট যোগাড় করে দেব—

কমলা—না-না ওকি কথা—মিথ্যে অজুহাতে কেন ছুটি নেব। ওই করেই তোমার চাকরীটি তুমি খুইয়েছ—আমাকেও তেমনি চাকরীটি খোয়াতে বল নাকি ?

বিনয়—ঠিক কথা, আমি চাকরী খুইয়েছি কিন্তু সেতো তোমার কাছে কাছে থাকবার জন্যেই। অথচ আমার কাছে থাকতে তো তোমার এতটুকু উৎসাহ নেই—

কমলা—সে কি যতক্ষণ বাড়ীতে থাকি ততক্ষণ তো তোমার কাছেই থাকি—।

বিনয়—আমার কাছেই থাক ! ঘরের বউ হয়ে রাতের পর রাত কাটাচ্ছ বাইরে—আর—

কমলা—কি করবো বল না, আমার ও কি ভাল লাগে ? কিন্তু আমার ইচ্ছেতেই তো ডিউটির নিয়ম পালটাবে না—

বিনয়—ডিউটির নিয়ম ! ডিউটির নিয়ম হতে পারে কিন্তু বিবাহিত জীবনের পক্ষে এ ঘোর অনিয়ম—তুমি এ চাকরী ছেড়ে দাও।

কমলা—বেশ কথা বললে ? সংসারে টাকা আসবে কোথা থেকে ?

বিনয়—সংসারে টাকাটাই কি সব ? খাওয়া পরাটাই কি সবখানি ? তার চেয়ে কি দুজনের মনের শান্তি, দেহের স্বাচ্ছন্দ্য বেশী নয়, তুমি চাকরী ছেড়ে দাও কমলা—তুমি এ চাকরী ছেড়ে দাও—

কমলা—এই চাকরীর জন্যেই তো এত কথা, বেশ আমি আর যাব না। এইবার খুসী তো (বিনয়ের পাশে বসে পড়লো)

বিনয়—সত্যি—?

কমলা—সত্যি আজ থেকে কাজে ইস্তফা—

বিনয়—তবে নিশ্চয়ই খুসী। এই চাকরীর জন্যেই আমাকে তোমার এড়িয়ে চলতে হয়। এখন তার দরকার নেই — ঘরের বউ ঘরে থাকবে — এতেই আমি খুসী।

কমলা—দেখ, আর কিন্তু আমার কোন দায়িত্ব নেই। সংসারের সব ভার আজ থেকে তোমার, আমার দরকার মত আমি কেবল তোমার কাছেই চাইবো।

বিনয়—তাই চাইবে, তোমার টাকার দরকার হলে আমি যে ভাবে পারি তোমায় টাকা এনে দেব। আগের মত দুটো টিউসানি করবো, ইন্সিওরেন্সের দালালি করবো। তাতেও যদি না কুলোয় চুরি ডাকাতি বাট্‌পাড়ি করব্যো। তবু তুমি ঘরে থাক।

(কমলা উঠলো)

বিনয়—ও কি! আবার? চললে নাকি?

কমলা—হ্যাঁ —

বিনয়—কেন?

কমলা—তুমি চুরি-বাট্‌পাড়ি করবে কেন? আমাদের ভরণ-পোষণের জন্যে তো?

বিনয়—হ্যাঁ—তাই —

কমলা—আমি সম্মানের চাকরী করে টাকা রোজগার করলে তোমার অসম্মান বোধ হবে। আর তুমি অসম্মানের অন্ন এনে আমাদের খেতে দেবে, তাতে আমার আত্মসম্মানে বাধবে না — এটা তুমি কি করে ভাবলে? যাক্‌ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শুধু মিথ্যে পৌরুষের জেদ বজায় রাখতে তোমাকে কোন হীন কাজ করতে আমি দেব না, তাতে আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগবে বেশী।

বিনয়—তবু তুমি আজ যাবেই?

কমলা—হ্যাঁ যাব। নাইট্‌ ডিউটিতে কামাই করলে অফিসের ইম্প্রেসন খারাপ হবে (ঘাড় দেখে) ইস্‌স্‌ দেরী হয়ে গেল, মা চললাম— (বিনয়কে) চলি কেমন?

(দরজার দিকে এগুলো)

বিনয়—সিঁদুর পরলে না?

কমলা—নাঃ

বিনয়—সিঁদুর পরে যাও—

কমলা—অবুঝ হয়ো না। হঠাৎ এক কপাল সিঁদুর পরে গেলে লোকে হাসাহাসি করবে।

বিনয়—করুক হাসাহাসি—

কমলা—হাসাহাসি করতে দেবই বা কেন? বিয়ের অজুহাতে আজই ছুটির দরখাস্ত দেব—কদিন গা ঢাকা দিয়ে তোমার পাশে বসে থেকে তারপর হাতে শাঁখা আর মাথায় সিঁদুর নিয়ে অফিসে গিয়ে হাজির দেব।

বিনয়—তোমায় সিঁদুর আজ পরতেই হবে।

কমলা—কিন্তু আজই কেন?

বিনয়—আমি তোমার স্বামী—আমি বলছি বলে পরতে হবে।

কমলা—কিন্তু প্রথম চাকরী নিতে যাওয়ার ইন্টারভিউ-এর সময় তুমিই তো বলেছিলে কুমারী সেজে যেতে। সেদিন আমিই আপত্তি করেছিলাম কিন্তু তুমিই জোর করে পাঠিয়েছিলে—

বিনয়—সেদিনও আমিই বলেছিলাম, আজ আবার আমিই সিঁদুর পরতে বলছি। যদি যেতেই হয় ভদ্রলোকেব বৌ-এর মত সিঁদুর পরে যেতে হবে—

কমলা—কিন্তু তুমি বললেই আজ আমি হঠাৎ সিঁদুর পরে যেতে পারি না।

বিনয়—কি বললে? আমি তোমার স্বামী আমি বললেও তুমি সিঁদুর পরে যেতে পার না?

কমলা—না পারি না—সেখানে আমার সম্মানের প্রশ্ন জড়িত। লোকে আমাকে মিথ্যাচারিণী জানবে—সেই সঙ্গে সমস্ত কুমারী মেয়েকে সন্দেহ করবে। আমাকে কুমারী মেয়ের সম্মান বজায় রেখে যেতেই হবে—সবাই আমাকে সেখানে কুমারী বলে জানে—

(কাত্যায়নীর প্রবেশ)

কাত্যায়নী—জানে বৈকি বৌমা! কুমারী বলে না জানলে কি আর দাদার বন্ধু নকুলদা বাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যায়—

কমলা—মা! দোহাই আপনার আপনি এখান থেকে যান। আমাদের স্বামী স্ত্রীর কথার মধ্যে আপনি আসবেন না—

কাত্যায়নী—আসতে হোত না, তোমাদের কথা আমাকে উত্যক্ত করে বলেই আসতে হয়। লেখাপড়া না জানলেও কিসে কি হয়—সে আমিও বুঝি বৌমা—

(প্রস্থান)

কমলা—বোঝেন কিনা জানি না, কিন্তু ঘরে বাইরে এই ভাবে হাজারো রকম লড়াই করে সম্মান বাঁচিয়ে চলতে হলে বুঝতে পারতেন কিসে কি হয়। শোন যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে দুটি পায়ে পড়ি আজকের মত ছেড়ে দাও—

(চলে যেতে গেলে বিনয় রুখে দাঁড়াল)

বিনয়—না—

কমলা—তুমি কি জোর করবে?

বিনয়—দরকার হয় তাও করবো—

কমলা—জোর করে তুমি আমাকে নোয়াতে পারবে না।

বিনয়—কেন স্বাধীনতা পেয়ে গেছ বুঝি?

কমলা—ঠিক তাই। আর সেই স্বাধীনতা তুমি দয়া করে দাওনি—অক্ষম হয়েই দিয়েছ। আজ মিথ্যে ঈর্ষার বশে তুমি নিজেকে অসম্মানিত করছো—আমাকে অনর্থক সে-আগুনে জ্বালিও না—

(বিনয় হাতে সিঁদুর-কৌটা নিয়ে কমলার কাছে এগিয়ে গিয়ে)

বিনয়—সিঁদুর তোমাকে জোর করে পরিয়ে দেব।

কমলা—না আমি বলছি না, আজকে অন্তত আমাকে যেতে দাও—

বিনয়—কেন? আজও বুঝি অভিসার? সাদা সিঁথি বুঝি তোমার নকুলদার খুবই ভাল লেগেছে?

কমলা—ছিঃ ছিঃ ছিঃ—কি বলছ তুমি? তুমিই না প্রথমদিন গদগদ

হয়ে বলেছিলে, 'কমলা তোমার সঙ্গে কথা বলে মনে হচ্ছে যেন অবিবাহিতার সঙ্গে পূর্ব-প্রণয়'—সাদা সিঁথি সেদিন তোমারও ভাল লেগেছিল—

বিনয়—কিন্তু আজ আর ভাল লাগছে না।

কমলা—আজ আর কিছুই ভাল নেই—আজ বুঝি সবই দোষ—না— ?

বিনয়—নিশ্চয় দোষ। সিঁদুর প-র্-বে কিনা ?

কমলা—না কক্ষনো না—

বিনয়—পরবে না। (ধরল) তোমাকে আমি জোর করে পরিয়ে দেব—

কমলা—(জোর করতে করতে) না—যতক্ষণ না তুমি আমার কাছে অনুতপ্ত হচ্ছ—যতক্ষণ তুমি নকুলদার সম্বন্ধে ধারণা না বদলাচ্ছ—তত-ক্ষণ কিছুতেই না......

বিনয়—(রেগে) না—না—না— (জোর করে সিঁদুর পরাতে যেতেই—কমলা সঙ্গে সঙ্গে মেজেতে পড়ে গেল ও তার মাথা ঠুকে গেল)

কমলা—ওঃ—

বিনয়—(রুখে—) এত তেজ! সিঁদুর তোমাকে পরাতে পারি কিনা—দেখ—এখনো বল পরবে কি না।

(রাগে মেঝেতে মাথা ঠুকে দিতে লাগল)

(কাত্যায়নীর প্রবেশ)

কাত্যায়নী—কি করছিস্ কি—এই বিনয় ছাড় ছাড়—এ যে রক্ত।

বিনয়—এ্যাঁ—রক্ত—রক্ত—

কমলা—(মুখ তুলে) হ্যাঁ—রক্ত! তোমার হাত থেকে সিঁদুর নিয়ে তোমাকে অবলম্বন করেছিলাম। নিজের রক্ত দিয়ে অসম্মানের চিহ্ন-টুকু ধুয়ে দিয়ে গেলাম। সিঁদুরের রংটাকেই তুমি বড় সম্মান দিলে—মানুষটাকে সম্মান দিতে পারলে না। (অপমানে—কান্নায়—ক্ষোভে—ভেঙে পড়ল)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(বীণাদের ঘর)

[সামান্য কিছু আসবাব, একটি সেকেলে খাট্ একটি কোণে গোটা দুই ট্রাঙ্ক, কোণে কাগজের ওপর কিছু বই। গিরীনবাবু বাঁ হাতে একটি মিষ্টির হাঁড়ি—কনুইয়ে ঝোলান একটি ব্যাগ, তাতে কোন মালপত্তর আছে, ডান হাতের আঙুলে ধরা একটি আধসেরি দই-এর ভাঁড়—দই-এর ভাঁড় ও মিষ্টির হাঁড়ি ট্রাঙ্কের ওপর নামাতে নামাতে—]

গিরীন—ওরে ও বীণা—মঞ্জু।—আঃ কোথায় গেল—এদিকে যে দেরী হয়ে গেল। আঃ নিয়ে যাওনা এগুলো—সবাই মিলে রান্নাঘরে বসে করে কি— ? (গিরীন-গৃহিণীর প্রবেশ)
তখন থেকে চেঁচিয়ে গলা ভাঙ্ছি—

গৃহিণী—তা শুনতে না পেলে আমি কি করবো ?

গিরীন—আহা তুমি না শুনতে পার—কিন্তু ঐ হাবাতের গুষ্ঠি গেল কোথায় ?

গৃহিণী—ওদের খাইয়ে দাইয়ে বিষ্টুবাবুদের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি।

গিরীন—সঙ্গে কি বীণা মঞ্জুকেও পাঠিয়েছ ?

গৃহিণী—বীণা রান্না করছে—মঞ্জুও ওখানে আছে—কেন সবাই মিলে তোমার করবেটা কি শুনি ?

গিরীন—করার কথা হচ্ছে না—বলি, ছেলেপিলের খোঁজ নেব না ? এই নাও, এই থলিতে কটি ভাল বেগুন আছে নিয়ে এলাম। আর ঐ ওখানে মিষ্টি—দই। ধন—জন—যৌবনের গর্ব করতে নেই—কিন্তু রীতি নীতি—মান মর্যাদা হলো আলাদা জিনিস, গৌর নগরের বসু-মল্লিকদের রেওয়াজই আলাদা। ঘরোয়া ভাত খেতে বললেও শেষ পাতে মিষ্টি—কিন্তু ঐ মনোমোহন নন্দীর বেটা মৃন্ময় কি এই রীতিটুকু বুঝতে পারবে ? সে হয়তো মনে মনে দর কষবে কটাকা খাওয়ালে ?

গৃহিণী—এই সমস্ত গোঁয়োবুদ্ধির জের টেনে টেনেই তো নিজের আর কিছু হল না।

গিরীন— না হোক্—বংশ মর্যাদাতো আছে, না সেটাও ভুলবো?

গৃহিণী—ভুলতে তো বলছিনে, বলতে বারণ করছি। এই কথা যদি মৃন্ময় শোনে—যে কি ভাববে?

গিরীন—কি আবার ভাববে? ভাববেটা কি? তিন পুরুষ আগেও ঐ নন্দীরা গাড়ু গামছা বইত—কিন্তু এখন দিনকাল বদলে যাওয়ায় —সবাই তা ভুলেছে।

গৃহিণী—তা তুমিও সে কথা ভোল না। ছেলেটি এম. এ. পাস, দেখতে শুনতে ভাল—পরোপকারী। এ সব দেখেও তুমি এই বাজে কথাগুলো ভুলতে পার না?

গিরীন—ভুলেছি বই কি, ওর সম্বন্ধে আমার একটা ভাল ধারণা আছে। তা নয়তো বাসার মেয়েদের সঙ্গে এত সহজভাবে মিশতে দিয়েছি। এই যে বীণা ওর সঙ্গে অসঙ্কোচে মেলামেশা করে কখনও বারণ করেছি? করুক না মেলামেশা; যখনকার যা হালচাল সেই রকমই ত হবে—

গৃহিণী—এতই যখন বোঝ, তখন মৃন্ময়ের কাছে বীণার বিয়ের কথাটা পেড়েই দেখ না, ছেলে হিসেবে মৃন্ময় খারাপ নয়—

গিরীন—না না, ছেলে হিসেবে তো ভালই। তাছাড়া বীণার চাকরীও তো ওই যোগাড় করে দিয়েছে,—মনটাও ভাল তেমন আপত্তি করার কিছু নেই তবে বংশটা বড়ই নীচু—

গৃহিণী—তুমি যেমন—শহরে বন্দরে আজকাল এক জাতের সঙ্গে আর এক জাতের বিয়ে হচ্ছে। আর তুমি বসলে কায়েতের মধ্যে উঁচু নীচু বিচার করতে! ওরাতো কায়েত না অন্য কিছু?

গিরীন—না না কায়েত তো একশো বার—

গৃহিণী—তবে আর দেরী করো না আজই কথাটা পেড়ে ফেল—

গিরীন—বলছ যখন, কথাটা পাড়তে আর দোষ কি? কিন্তু বীণার রোজগার ছাড়া, কেরোসিন আলকাত্‌রার খাতা লিখে আমি কি এই গুষ্টিকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো? সংসারের বেশীর ভাগ খরচতো বীণার টাকাতেই চলে,—

গৃহিণী—তাই বলে মেয়ে কি চিরকাল আইবুড়ো থেকে তোমাকে খাওয়াবে? পুরুষ হয়ে অতই যদি ভয়, আমাকে নামিয়ে দাও চাকরীতে। কিন্তু মেয়ের বিয়ে তুমি না দিয়ে পারবে না।

গিরীন—যাঃ শালা, না হয় ডাল ভাত খেয়ে থাকবো, না হয় এক-বেলা খাব। তবু বীণা তো সুখী হোক্, ওতো সুখে শান্তিতে ঘর করুক। খেটে খেটে যা হাল হয়েছে মেয়েটার।

(মৃন্ময়ের প্রবেশ)

গৃহিণী—এসো বাবা—এসো—এসো—

মৃন্ময়—খেটে খেটে কি বলছিলেন মেসোমশাই?

গিরীন—ওই বীণার কথা বলছিলাম, যে খেটে খেটেই মেয়েটা গেল। সকাল থেকে তো রাঁধছেই—

মৃন্ময়—এখনো রাঁধছে নাকি? তাহলে তো আমি একটু তাড়া-তাড়িই এসে পড়েছি—কি বলেন?

গৃহিণী—না—না—ঠিকই এসেছ। তুমি বস, আমি বীণাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—(মিষ্টি প্রভৃতি নিয়ে যেতে যেতে)

গিরীন—মৃন্ময়ের জন্য দুটো মিষ্টি বীণাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও—

(গৃহিণী সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে চলে গেলেন।)

মৃন্ময়—এই দেখুন দেখি আবার মিষ্টি কেন?

গিরীন—আহা খাওই না—এখুনি ত আর ভাত খাচ্ছ না। অবিশ্যি ভাত খেলেও তার আগে দুটো মিষ্টি আর কি এমন—এ্যাঁ? আর—তুমি তো শুনেছি মিষ্টি খেতে খুব ভালবাস—

মৃন্ময়—তা বাসি—

গিরীন—ওই মিষ্টি খেতে ভালবাসা একটা বনেদী বংশের লক্ষণ। তবে বুঝেছ মৃন্ময়, ওই ওসব বংশটংশ আমি মানি না। কায়েতের আবার ছোট বড় কি? তাছাড়া "দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মমায়ত্তং হি পৌরুষ"—একথাই সার কথা কি বল?

মৃন্ময়—তাতো ঠিকই—

গিরীন—আর এতে আমার কোন সন্দেহ নেই যে বীণা তোমার হাতে

পড়ে সুখী হবে। যদিও পাঁচজনে আমায় দশ রকম বলছে—তা আমি বলি কি,—এই পাঁচজন যখন পাঁচ কথা বলতে সুরু করেছে, তখন সামনের বৈশাখে কাজটা চুকিয়ে ফেলা যাক্। হাঁড়ির খবর তো তোমার জানতে বাকি নেই—দিতে থুতে কিছুই পারবো না বাবা—শুধু শাঁখা আর সিঁদুর—

মৃন্ময়—কার বিয়ের কথা বলছেন আপনি?

গিরীন—কেন? তোমার আর বীণার বিয়ের কথা—

মৃন্ময়—এসব কি বলছেন আপনি? আমি তো বিয়ের কথা কোন-দিন ভাবিনি। তা ছাড়া আমার এই অল্প রোজগারে বিয়ে করা সম্ভবই নয়—

গিরীন—তোমার রোজগার যদি আর না বাড়ে তাহলে—?

মৃন্ময়—বিয়ে করা সম্ভব নয়। আর একটু আলাপ পরিচয় হলেই বিয়ে করতে হবে কেন? মনের দিক থেকেও আমি প্রস্তুত নই,—

গিরীন—এ সব কথার মানে কি?

মৃন্ময়—সেটাই তো আমার জিজ্ঞাস্য—বিয়ের কথা উঠলো কিসে?

গিরীন—দেখ কথাটা উঠতো না। তবে গৌর নগরের লোকের তো অভাব নেই কলকাতায়, তারা এসে তোমার আর বীণার নিত্যি নতুন ঘনিষ্ঠতার কথা আমায় শুনিয়েছে। কবে তোমরা রাতের শোয়ে সাহেব পাড়াব সিনেমা হাউস্ থেকে বেরিয়েছ—কবে এক সঙ্গে তোমরা রেস্তরাঁয় ঢুকছিলে—কবে পার্কে বেড়াচ্ছিলে—এই সব কথা শুনেই আমি বিয়ের কথাটা বলেছিলাম। আমি তো ভেবেছিলাম তোমাদের ভেতর একটা বোঝাবুঝি আছে—

মৃন্ময়—সে জন্যেই ওকে বিয়ে করতে হবে?

গিরীন—বিয়ে করতে হবে না? তুমি ভেবেছ কি? বিয়ে থা করবে না, দায়িত্ব নেবে না—অমনি সর্বনাশ করবে মেয়েটার! প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তোমাদের সর্বদা একসঙ্গে লোকে ঘুরতে দেখেছে—ওর আর কারও সঙ্গে বিয়ে হবে বলে তুমি ভাবতে পার?

(বীণা আস্তে আস্তে জলের গ্লাস ও হাতের থালা নামিয়ে রাখলো)

মৃন্ময়—কিন্তু সে তো আমার ভাববার কথা নয়—

গিরীন—ভাববার কথা নয়? হারামজাদা—নফরের বেটা নফর, যেমন বংশে জন্ম, তেমন তো প্রবৃত্তি হবে। বেরোও—বেরোও—তুমি আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও—

মৃন্ময়—খবরদার, মুখ খারাপ করবেন না। নেহাতই আপনি বীণার বাবা তা নয়তো—অনেক দেখেছি—কিন্তু আপনাদের মত এত বড় অকৃতজ্ঞ আর দেখিনি। কতগুলো মিথ্যে অপবাদ দিয়ে ব্ল্যাক মেইল করবেন জানলে—

বীণা—জানলে কি করতে?

মৃন্ময়—তুমি এর মধ্যে কেন?

বীণা—কেন? তুমি আমার বাবাকে অপমান করবে আর—

মৃন্ময়—তোমার বাবা যে আমাদের দুজনকেই অপমান করলেন সেটা তো দেখলে না? পাঁচজনের একটা মিথ্যে ফিরিস্তি দিয়ে—

বীণা—সে ফিরিস্তির সব কি মিথ্যে?

মৃন্ময়—তা মিথ্যে নয়। কিন্তু সেই সহজ মেলামেশার যে মানে তোমার বাবা করতে চান—সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যে—। তুমিই বলতো তোমার সঙ্গে এ ধরনের আলাপ কখনও আমি করেছি কি? কিম্বা এমন কোন আচরণ করেছি কি যার জন্য নীতির দিক থেকেও এ দায়িত্ব আমার ওপর আসতে পারে?

বীণা—না—নিশ্চয়ই নীতির দিক থেকে কোন দায় তোমার নেই। হয়তো তোমার সহজ ব্যবহারই—কিন্তু তাই বলে বাবাকে অপমান না করলেও চলতো—!

মৃন্ময়—তিনি যদি নিজে যেচে অপমান হতে চান—তার জন্যে আমি কি করতে পারি? বিয়ের কথা পাড়বার কি দরকার ছিল তাঁর? সব সময় কি মানুষের মন সব কথার জন্যে তৈরী থাকে?

বীণা—থাকে না বুঝি?

মৃন্ময়—থাকেই তো না—

বীণা—বুঝলাম!

মৃন্ময়—বেশ, আমিও বুঝেছি! যে ব্যাপারটা সব সাজানো। সেই স্টীমারে দেখা হওয়ার দিন সাহায্য চাওয়ার সময় থেকেই বাপ-মেয়ে মতলব পাকিয়ে রেখেছিলে?

বীণা—মতলব? সেই রকম যদি মনে করে থাক তবে তাই, তাহলে তোমার সাহায্য করার পেছনেও মতলব ছিল বল?

গিরীন—বীণা!

মৃন্ময়—বাঃ চমৎকার, কোর্টে গিয়ে আরও পাঁচখানা কি কি সব বলবে বাপের সঙ্গে পরামর্শ করে রেখেছো তো? তবে এও জেনো যে এ ধরনের ফিরিস্তি দিয়েও কাউকে মোটেই আইনে আটকানো যায় না, জোর করে বিয়ে দেওয়ানো যায় না।

গিরীন—মৃন্ময়!

বীণা—ছিঃ, ছিঃ—বেশ তো, যাতে আটকানো যায়, সেই চেষ্টাই দেখবো।

মৃন্ময়—তাও তোমরা পার। তোমাদের অসাধ্য কোন কাজ নেই।

(দরজার দিকে চলতে লাগল)

বীণা—হ্যাঁ আমার অসাধ্য কোন কাজ নেই। (কাঁপতে থাকে)

গিরীন—বীণা!

বীণা—আমার অসাধ্য কোন কাজ নেই—

(মৃন্ময় খাবারের থালা মাড়িয়ে চলে গেল)

গিরীন—বীণা!! আমি ঠিক, আমি ঠিক (মেয়েকে ধরলেন)

বীণা—(বাপকে ধরে) তুমি ঠিকই করেছ বাবা—তুমি ঠিকই করেছ—ভুল যত শীগ্‌গির ভাঙে ততই ভাল—

(চোখের জল লুকুতে বাপের বুকে মুখ লুকুলো)

সপ্তম দৃশ্য
(কমলার ঘর)

[যোগমায়া ঘরের জিনিসপত্র গুছোচ্ছিলেন—নিজের মনে বলছিলেন —ঘড়িটা দেখে]

যোগমায়া—রাত দশটা হয়ে গেল—এখনো এরা ফেরার নাম করছে না ? (বাইরে টক্ টক্ করে আওয়াজ শোনা গেল)
ছিঃ ছিঃ ছিঃ এতক্ষণে ফেরার সময় হলো—এই রোগা শরীর নিয়ে। (বলতে বলতে গিয়ে দরজা খুলে—বিমল ও কমলার সঙ্গে আবার ভেতরে আসেন)
হ্যাঁরে বিমল, তুই কি বল দেখি! তোর কি কোনদিন আক্কেল বুদ্ধি হবে না ? সেই সন্ধ্যে থেকে রাত দশটা পর্যন্ত জ্বরো মেয়েটাকে নিয়ে হিম লাগিয়ে বেড়ালি ?

বিমল—বাঃ জ্বর কোথায় ওর, ওতো বললো "আমাব জ্বর নেই"

কমলা—ঠিকই তো জ্বর কোথায় দাদা ? শুধু শুধু অসুখ অসুখ বাই আমার ভাল লাগে না—

বিমল—শুনলে তো ?

যোগমায়া—ও তো অসুখে ভুগে ভুগে জেদী হয়েই গেছে, কিন্তু তাই বলে তুইও ওর কথামত—

বিমল—ওর কথামত কেন ? আমার ভাল লাগছিল না; ছবি আঁকার মুড্ পাচ্ছিলাম না তাই—

যোগমায়া—ছবি আঁকতে যে তোর কিসের মুড্—কি মাথা মুণ্ডু দরকার তাও তো বুঝে পাই না। মুড্ নেই করে মাঝখান থেকে ভাল চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে সংসারে যেটুকু সাহায্য করছিলি সেটুকুও বন্ধ করলি। এ দিকে তোর বাবা বুড়ো বয়স পর্যন্ত পরিশ্রম করছেন —একদিন বিশ্রাম পর্যন্ত নেই। সংসারটা কি করে চলে তুই একবার দেখতে পাস না ? বোনকে হাওয়া না খাইয়ে একটু ওষুধ খাওয়াবার বন্দোবস্ত কর্ দিকি।

বিমল—ওঃ সেই কথা—আজই ছবিটা শেষ করবো (প্রস্থানোদ্যত)

যোগমায়া—আবার যাচ্ছিস কোথায়?

বিমল—নকুলের ওখান থেকে একটা বড় ক্যানভাস নিয়ে আসছি......
(প্রস্থান)

কমলা—মা, কেন তুমি দাদাকে অমন করে বল্লে বল তো? আমি নিজের ইচ্ছেয় দাদার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম—

যোগমায়া—খুব ভাল করেছিলি, নে এবার শুয়ে পড় দিকি—

(কমলা শুতে যাবে—মহেশবাবুর প্রবেশ)

কমলা—মা, বাবা এসেছেন।

যোগমায়া—(মাথায় কাপড় একটু টেনে, মহেশের দিকে ফিরলেন—বগলে একটা ভারী লেজার দেখে ধরতে ধরতে) এ কি?

মহেশ—এটা একটা পার্ট টাইম, আজই নতুন জুটিয়েছি—বাড়ীতে এনে এনে কাজটা সারতে হবে।

যোগমায়া—সারাক্ষণ যদি কাজই কর তা হলে বিশ্রাম করবে কখন? এত কাজ তুমি আর নিও না—

মহেশ—এ কাজটা নিতেই হবে। টাকার জন্যে ত বটেই—তা ছাড়া ভদ্রলোক বিমলের খুব গুণমুগ্ধ—বললেন, "আপনার ছেলের মত এত অল্প বয়সে এত দরদ দিয়ে কেউ বুদ্ধের ছবি আঁকতে পারেনি"—হুঁ-হুঁ-হুঁ—এত আনন্দ হল এই প্রশংসাটা শুনে—, বিমল কোথায়?

যোগমায়া—বাইরে গেছে—ক্যানভাস্ আনতে—

মহেশ—এত রাত্তিরে কেন?

যোগমায়া—রাত্তির কোথায়! এই তো তোমার ছেলে মেয়ে বেড়িয়ে ফিরলো।

মহেশ—সে কি—জ্বর নিয়েই!

কমলা—আজ জ্বর ছিল না বাবা—

মহেশ—না—না মা, অনিয়ম করো না তা হলে তো অসুখ সারবে না। খাওয়া দাওয়া ঠিক মত করছে তো?

যোগমায়া—কোথায় আর খাচ্ছে—আজ তো দুধও খায়নি।

কমলা—তা দাওনা এনে—আমি কি খাবনা বলেছি ?

যোগমায়া—দাও না এনে, যেন কত বাধ্য ! সমস্ত দিন অবুঝের মত করে ও—(মা বেরিয়ে যান লেজারটা রেখে)

মহেশ—ছিঃ মা, এ রকম করলে তো অসুখ সারবে না......ভাল হয়ে উঠতে হবে তো ?

কমলা—ভাল হয়ে উঠে লাভ কি ?

মহেশ—ভাল হয়ে উঠবে, সব গন্ডগোল মিটে যাবে......আবার তোমরা সংসার পাতবে।

কমলা—সে আর হবে না বাবা।

মহেশ—কেন হবে না, নিশ্চয়ই হবে। তোমার নিজের ঘরে ফিরে যাবে—

কমলা—তোমার কথা যে রাখলো না—আমার চিঠির যে উত্তর দিল না—এত সাধাসাধি যে শুনলো না—শুধু যে নিজের জেদ বজায় রাখলো—তার সঙ্গে কি ক'রে আবার বনিবনা হবে ? শত ইচ্ছে থাকলেও স্বামীর ঘর করা হবে না।

মহেশ—হবে—হবে— মা।

কমলা—না—বাবা—না, আমি তোমার কাছেই থাকবো—ভাল হয়ে উঠেও আমি তোমার কাছেই থাকবো—

(কমলা বাবার গায়ে মাথা রাখলো)

মহেশ—(মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে) ছিঃ মা কেঁদনা—শরীর খারাপ হবে।

(বীণার প্রবেশ)

বীণা—কি হল, আদুরে মেয়ে বাবার কাছে আদর খাচ্ছে বুঝি ?

কমলা—(সামলে নিয়ে) আয় বীণা আয়—

মহেশ—এত রাতে কেন মা ?

বীণা—দুটো দশটার ডিউটি মেসোমশাই—তাই একটু দেরী হয়ে গেল—

মহেশ—ডাঃ সেনের কাছে গিয়েছিলে ?

বীণা—হ্যাঁ গিয়েছিলাম—দেখা পাইনি—

মহেশ—ও দেখা পাওনি—আচ্ছা যাক্—তোমাদের অফিসের খবর কি বল ? ওর ছুটি মিললো ?

বীণা—ছুটি মিললো—কিন্তু মাইনে পাবে না।

মহেশ—ওঃ তা হ'লে ওর চিকিৎসার খরচও তো—

বীণা—সে কথা অফিস্ ভাবতে রাজী নয়। তা ছাড়া ওর—চাকরীটা আপাততঃ বজায় রাখার জন্যে—মাইনের দিকটা আর তদ্বির করলাম না—

মহেশ—কেন ? চাকরী নিয়ে কি হ'ল আবার ?

বীণা—বিনয়বাবু অফিসে গিয়ে জানিয়েছেন যে কমলা বিবাহিতা। সাহেব তো রেগেই আগুন, কেন কমলা মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিল—অফিসে গেলে সে কৈফিয়ৎ আগে দিতে হবে। অনেক কষ্টে বলে ক'রে কমলার চাকরী আমরা বজায় রাখতে পেরেছি—ওকি—মেসোমশাই—কি হল আপনার ?

কমলা—বাবা !

মহেশ—কিছু হয়নি তো—কিছু হয়নি মা—দুঃখ সহ্য কর কমলা—দুঃখ সহ্য কর—(প্রস্থান)

বীণা—কমলা মেসোমশাইকে বলে কি অন্যায় করলুম ?

কমলা—না—না, ঠিকই করেছিস, গোপন রেখেই বা কি হ'ত ?

(যোগমায়া দুধ নিয়ে এলেন)

কমলা—সত্যি সত্যি দুধ কেন আনলে মা ? বলেছি না আমার খেতে ভাল লাগে না।

যোগমায়া—(বীণাকে) কদিন থেকেই এরকম করছে—

বীণা—এরকম করছিস্ কেন বল দিকি ? ওষুধ এসব না খেলে জ্বর সারবে কি করে ?

কমলা—সারবে সারবে তোর ডাক্তারী ছাড়াই সারবে।

যোগমায়া—সারাবার ইচ্ছে কি ওর আছে মা। শ্বশুর বাড়ী থেকে ফাটা কপাল নিয়ে যখন ফিরলো, তখন ওর—কতটুকুই—না জ্বর, সে জ্বর তো আজ ও না সারবার কথা নয়। কিন্তু সেই জ্বরের ওপর কি অনিয়মটাই ও ক'রলে মা, বৃষ্টিতে, ভিজে শেষ রাত্রে নেয়ে নিউমোনিয়া বাধালে এখন তো ডাক্তার বলছে প্লুরিসি—

কমলা—বীণা তো জানে সে কথা।

যোগমায়া—পার তো খাওয়াও—আর না হয় ফেলে দিক—

(দুধ খেল)

বীণা—কমলা, এরকম অবুঝের মত করলে আমি আর আসবো না কিন্তু।

কমলা—ওঃ খালি ওই এক ভয় দেখাতে শিখেছ......দে দে খাচ্ছি

(দুধ খেল)

বীণা—এই ত লক্ষ্মী মেয়ে—

(উঠতে যাবে—বিমলের প্রবেশ)

বিমল—এই যে কমলা এটা নিয়ে এলাম—ওঃ বীণাও আছ? হুঁ-হুঁ —একটা ছবি আঁকবো—

বীণা—অর্ডার পেয়েছেন বুঝি?

বিমল—অর্ডার না তো—এমনি ছবি আঁকবো। টাকা পয়সার সম্বন্ধ তো, শেষ হলে, বিক্রি হলে তারপর।

বীণা—আমি কিন্তু আপনার হয়ে একটা ভাল অর্ডার নিয়েছি। এক ভদ্রলোকের গল্পের বই-এর ছবি এ'কে দিতে হবে। কমার্শিয়াল কাজ—আগাম টাকা পাবেন—শেষ হলেও টাকা পাবেন—কদিন দু-তিন ঘণ্টা খাটলেই—

(যোগমায়া জল নিয়ে ঢুকলেন)

বিমল—না-না, ও কাজ করতে আমার ভাল লাগে না।

যোগমায়া—তা ভাল লাগবে কেন? ছবি এ'কে টাকা পেলে যে সংসারের সাশ্রয় হবে, তা তো ভাল লাগবে না। ভাল লাগবে—স্টুডিওতে

বসে হাত কামড়াতে আর জবরো বোনটাকে নিয়ে হিমের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে—

বীণা—কি বলছেন মাসীমা ?

যোগমায়া—ওকেই জিজ্ঞাসা করো (প্রস্থান)

বিমল—(বীণাকে) মা আমার ওপর চটে গেছেন বীণা, কমলাকে নিয়ে আজ সন্ধ্যাবেলায় বেড়াতে বেরিয়ে, ফিরতে একটু রাত হয়ে গেছে কিনা।

বীণা—সেকি, কমলা ?

কমলা—দাদা এসব কথা না বলে তুমি যাও তো—তোমার ছবি আঁক গে—

বিমল—হ্যাঁ—যাই— (প্রস্থান)

বীণা—ছিঃ ছিঃ এরকম করলে ডাক্তারে তোর রোগ সারাবে কি করে ? ডাঃ সেন কি বলেছে জানিস ?

কমলা—কি ?

বীণা—তোর এই অসুখ—

কমলা—বল—

বীণা—(কথা ঘুরিয়ে) এমন করলে সারবে না—

কমলা—(হাসিয়া) চেপে গেলি (বীণা চুপ করে রইল) ওরে আমি জানি আমি জানি; তুই কি মনে করিস তুই না বললেই আমি বুঝি না ?

বীণা—ওরে না-না, তুই যা ভাবছিস তা নয়, তিনি শুধু বলেছেন—

কমলা—যে প্লুরিসি সহজে সারে না !

বীণা—হ্যাঁ—

কমলা—আর অযত্ন করলে তা টি. বি.-তে দাঁড়াতে পারে।

(যোগমায়ার প্রবেশ, শেষ কথাগুলি তার কানে গেল)

যোগমায়া—ওরে কি বলছিস, কি বলছিস তোরা ? বীণা ! এ কি সর্বনেশে কথা বলছিস তোরা ? টি. বি. ! কমলার টি. বি. হয়েছে ?

বীণা—না—না মাসীমা ! আপনি ভুল শুনেছেন—টি. বি. ওর হয়নি —আমি শুধু ওকে ভয় দেখাচ্ছিলাম—ও যদি সাবধানে না চলে—তবে ওর টি. বি. হতে পারে—তাই বলছিলুম !

যোগমায়া—ওরে আমার কাছে গোপন করিস না তোরা—ওরে আমার এই মেয়েটা বড় অভাগী, তাও যদি—

কমলা—দেখছিস তো বীণা, মা অনর্থক কাঁদছে......আমার এই অসুখ কি কারও অজানা ছিল? যেই তুই বল্লি অমনি কান্নাকাটি।

বীণা—না করার কি আছে? এই যদি বুঝেছিস তা হলে জ্বর গায়ে বেরিয়েছিলি কেন?

কমলা—দাদা আজ দশদিন ধরে একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করে পারছে না—ওর মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। আমি যদি বলি অসুখ, ও তো আরও মুষড়ে পড়বে। তাই বললুম, আমি ভাল হয়ে গেছি দাদা, ও খুসী হয়ে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইল। আর আমি যাব না?

বীণা—তোমাদের আর্ট কালচার তোমরাই বোঝ ভাই। কিন্তু এভাবে অনিয়ম করে যদি বাঁচতে না চাস, আর ডাকিস না। এভাবে হাসতে হাসতে চোখের ওপর তুই আত্মহত্যা করবি তা আমি দেখতে পারবো না; সত্যি তোরা আব আমাকে ডাকিস না। তোদের আর আমার ভাল লাগছে না।

(বীণার প্রস্থান)

যোগমায়া—বীণা রাগ করেই চলে গেল রে? তোর দুঃখটা একবারও বুঝলো না!

কমলা—কে কার দুঃখ বোঝে মা। ওর যে কত কষ্ট—কত দুঃখ সে এক আমি ছাড়া কেউ জানে না। যাকে ও মনের কথা খুলে বলতে পারে সেই আমি অসুখে পড়ে আছি, আর যার ওপর ওর সবচেয়ে বড় নির্ভর ছিল—যাকে ও সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস করতো সে ওকে যে আঘাত দিয়েছে—

(চোখের জল গোপন করিতে পিছন ফিরে রইল)

(মহেশবাবুর প্রবেশ)

মহেশ—শোন কমলা—একটা কথা বলি, তুমিও দাঁড়াও যোগমায়া। কমলাকে বলছি যে এত বড় একটা অসুখ তাই আর একবার যদি বিনয়কে—

কমলা—বাবা, ও চিন্তা তুমি মনেও স্থান দিও না, আমার জন্যে তুমি কারও কাছে করুণা প্রত্যাশী হয়ো না—

যোগমায়া—কার সঙ্গে কথা বলছ তুমি? ওদের একগুঁয়েমী তুমি জান না? চেন না নিজের ছেলেমেয়েদের?

(চোখের জল লুকুতে লুকুতে তিনি চলে যাচ্ছিলেন—বিমলের প্রবেশ)

বিমল—মানুষ নিজেকেই কি চেনে মা—যে তার ছেলেমেয়েদের চিনবে?

যোগমায়া—তুই তো আরও নিজেকে চিনিস না! নিজের বদখেয়ালে নিজের জীবন তো নষ্ট করেইছিস—আর ওরও জীবনটা নষ্ট করলি। জানিস ওর কি অসুখ করেছে?

বিমল—যে অসুখই করুক কিন্তু তোমরা ওকে আর বিরক্ত করতে পাববে না—

মহেশ—তবু যদি রোজগার করে বোনকে খাওয়াতে পারতিস তা হলেও এ বড়াইটা করা সাজতো......?

বিমল—খেতে না দিতে পারলেও কেউ ওকে অসম্মান করবে তা আমি সহ্য করবো না—

কমলা—দাদা! তুমি কেন এখানে এলে—তুমি যাও, তুমি যাও ছবি আঁক গে—

বিমল—এখন আর ছবি আঁকা হবে না কমলা—যতক্ষণ সমস্ত বাড়ীটা এই আবহাওয়া থেকে মুক্ত না হচ্ছে, যতক্ষণ তোর অসম্মানিত হওয়ার ভয় আছে, ততক্ষণ তোকে ছেড়ে স্টুডিওতে বসে ছবি আঁকতে পারবো না, ততক্ষণ আমার ছবি আঁকা অসম্ভব।

অষ্টম দৃশ্য

[বীণাদের বাড়ীর ঘর—গিরীনবাবুর গায়ে ফতুয়া, একটি পাঞ্জাবি গায়ে দেবেন—এইরূপ অবস্থা দেখে সহজেই অনুমান হয় যে তিনি বাইরে কোথাও যাবেন, ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তিনি ডাকছিলেন]

গিরীন—মঞ্জু মঞ্জু এই পাঞ্জাবিটাই তো? ওঃ হ্যাঁ। ওগো কোথায় গেলে? মঞ্জু, পানটা দিয়ে যেতে বললুম যে—বেরুতে এত দেরী হয়ে যাচ্ছে।—ওরে দিয়ে যা—

(দরজায় টক্ টক আওয়াজ)

কে?—কে? (জামা গায়ে দিতে দিতে) ভেতরে আসুন না—কি চাই?

(কল্যাণবাবুর প্রবেশ—হাতে ডাইরীর পাতা খোলা)

কল্যাণ—দেখুন, এইটাই কি বীণা বসুমল্লিকের বাড়ী?

গিরীন—তেতলা পর্যন্ত উঠে এসে—তারপর সন্দেহ হল নাকি?

কল্যাণ—আজ্ঞে না—মানে ঠিক কিনা—

গিরীন—হ্যাঁ ঠিকই এসেছেন, কাকে চাই?

কল্যাণ—বলছিলাম আমি বীণা দেবীর কাছেই এসেছি—বীণা বসু-মল্লিক—এইখানে—

গিরীন—কেন, তার কাছে কি দরকার আপনার?

কল্যাণ—(হেসে) আপনি?

গিরীন—আমি বীণার বাবা, আমার নাম গিরীন্দ্র বসুমল্লিক—

কল্যাণ—ওঃ (নমস্কার করে)—আমি সেইরকম অনুমান করছিলাম।

গিরীন—এর আবার অনুমানের কি আছে? আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না, সাক্ষী প্রমাণ চাই নাকি আপনার?

কল্যাণ—আজ্ঞে না—কিন্তু—

গিরীন—আপনি কোত্থেকে আসছেন? কি নাম আপনার?

কল্যাণ—নাম বললে তো চিনতে পারবেন না, আমি মৃন্ময়বাবুর বন্ধু—

গিরীন—কার বন্ধু? কে মৃন্ময়? চিনিনে তো—

কল্যাণ—চেনেন্ না? ওঃ, মানে আপনাদের খুব ঘনিষ্ঠ বলে জানতাম। আপনাদের বাসা খুঁজে দিয়েছে—বীণা দেবীর চাকরীর ব্যাপারে—মানে আমাদের অফিসের মৃন্ময়। অর্থাৎ আমরা একই অফিসে কাজ করি—সেই সুবাদে—

গিরীন—একই অফিসে কাজ করেন? তাতো করবেনই, রতনে রতন চেনে; যান—যান বীণা বাসায় নেই—দেখা হবে না তার সঙ্গে—যান্— যান্ বেরোন—

(বীণা পানের বাটা নিয়ে প্রবেশ করল)

বীণা—কি?—কে? ছিঃ ছিঃ কি সুরু করেছ বাবা—যে কাজে যাচ্ছিলে যাও তো। (একটু হেসে কল্যাণকে) আসুন—আসুন কল্যাণ-বাবু—এতদিন বাদে বুঝি মনে পড়লো?

কল্যাণ—মনে না পড়লেই বোধ হয় ভাল ছিল। এবার যাই—

বীণা—না—না সে কি হয়?

গিরীন—কি আশ্চর্য, সে কি বলছেন মশাই! দয়া করে এসেছেন যখন দোরগোড়া থেকে ফিরে যাবেন—তা কি হয়? গৌরনগরের বসু-মল্লিক বংশে সে রেওয়াজ মোটে নেই, আজই এখনই না হয় এ অবস্থা, ভাড়াটে বাড়ীতে থাকি, কেরানীগিরি করে খাই। মশাই, ধন জন যৌবনের কেউ বড়াই করতে পারে না—কিন্তু রীতি-নীতি মান-মর্যাদা আলাদা জিনিস, আসুন—আসুন না ভেতরে—

বীণা—বাবা তুমি যেখানে যাচ্ছিলে যাও না—

গিরীন—যাব—যাব যাওয়ার সময় যায়নি এখনো, ভদ্রলোক বাড়ীতে এলেন একটু আলাপ টালাপ করি —(কল্যাণ ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল) কোথায় বাড়ী আপনার? (বীণা ভেতরে গেল)

কল্যাণ—ফরিদপুরে—

গিরীন—ওঃ তাই বলুন, একই দেশের লোক—

কল্যাণ—আপনারাও কি ফরিদপুর—

গিরীন—না বরিশাল। তবে ফরিদপুরে অনেক আত্মীয়-স্বজন আছেন, তা এখন ফরিদপুরও যা বরিশালও তা সবই তো পাকিস্তান। তা দাঁড়িয়ে কেন বসে পড়ুন—পা তুলে ভাল করে উঠে বসুন না। মশাই, চেয়ার টেবিল টুল জলচৌকি, বসবার কি অভাব আছে বাড়ীতে? কিছুই আনতে পারিনি, যা এনেছি তাই নিয়েই গিন্নীর সঙ্গে নিত্য ঝগড়া। জিনিস রাখতে হলে আরও ঘর চাই, এত জিনিস কি এক ঘরে ধরে? আরে মশাই, তাই বলে বাপের আমলের জিনিস কি ফেলে দেব, কেউ দেয়?

(বীণার প্রবেশ)

কল্যাণ—তাতো বটেই—

গিরীন—বীণা, ভদ্রলোকের জন্যে একটু চা-টা কর, ও-কি বসে পড়লি যে—যা ভদ্রলোকের জন্যে একটু চা—টা—

বীণা—মঞ্জু নিয়ে আসবে খ'ন। বাবা, এ'র সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দি। জানো বাবা ইনি একজন লেখক, আমাদের টেলিফোনের কি হয় না হয় জানতে এসেছেন—

গিরীন—ও তাই বলুন। কাগজে সব লিখবেন বুঝি? লিখুন, ভালো করে' আচ্ছা করে' চুটিয়ে লিখুন তো; মশাই খাটতে খাটতে জান বেরিয়ে গেল মেয়েগুলোর, পাল পার্বণ নেই, ছুটীছাটা নেই। পি-টি স্টাফ, কোম্পানী-স্টাফে মাইনের অনেক তফাত—। কেবল বুঝেছেন। লিখুন, আপনাদের এ সব নিয়ে ইয়ে করা উচিত—

কল্যাণ—তাতো বটেই—

গিরীন—এই দ্যাখ! কই রে বীণা—চা-টা—

বীণা—তুমি ব্যস্ত হয়ো না বাবা—মঞ্জু ঠিক নিয়ে আসবে—

গিরীন—আচ্ছা, আচ্ছা। এসব চা-টার পাট আবার মঞ্জুর হাতে। এরই ছোটটি, মাঝখানে ছেলে একটি ছিল, দু বছর আগে টাইফয়েডে

শেষ হয়েছে।......যাক গে যে যাবার সে যাবে, বীণাই এখন আমার বড় ছেলে। বড় ছেলের বাড়া, এ রকম ম্যাট্রিক পাস কোন্ ছেলের কি সাধ্য আছে আজকালকার দিনে দেড়শো টাকা রোজগার করে? শুধু রোজগার নয় পাই ফার্দিংটি সংসারের জন্যে খরচ করে। আজকাল জমা-খরচের ভারও ওর হাতে ওই চালায়। নিজের হাতে থাকলেই খরচ বেশী—চির-কালের অভ্যাস—বাজারে গেলে ভালো মাছটুকু না এনে পারি না—দুটো বেশী তরকারী—আনতে ইচ্ছা করে। কিন্তু মার আমার সব পাই ফার্দিংএর হিসাব......হুঁ-হুঁ-হুঁ......কি রে বীণা চা কি হল—?

(বীণার প্রস্থান)

কল্যাণ—আপনি বর্তমানে কি কোন কাজকর্ম?

গিরীন—করছি বইকি, চাকরী করছি। কোনদিন চাকরী বাকরী করে খেতে হবে তা কি আর ভেবেছিলাম মশাই? কিন্তু সারাজীবন কাটিয়ে শেষে এসে ঠেকে গেলাম। ব্রজমাধব সাহার চালানী কারবার আছে না? আলকাতরা কেরোসিনের—সেইখানেই—

কল্যাণ—কি করতে হয়?

গিরীন—সব, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ কোনটাই বাদ যায় না। কেবল মাইনের বেলাতেই—যাক, ও সব কথা পরে হবে। শুনুন, যে জন্য আপনাকে আটকে রেখেছি, আচ্ছা এই মৃন্ময় নন্দী ছেলেটি কেমন?

কল্যাণ—(হেসে) সে তো আপনাদেরই জানবার কথা—শুনেছি আপনাদের অনেক উপকার-টুপকার—

গিরীন—হ্যাঁ তা করেছে, তাতো অস্বীকার করি না, বীণার চাকরী একরকম ওই যোগাড় করে দিয়েছে; কিন্তু চাকরী করে দিয়েছে বলে কি সবই আমাকে সহ্য করতে হবে? যে রক্ষক সেই ভক্ষক? বাপ হয়ে আপনি আমাকে এ সব সহ্য করতে বলেন? আমি তা পারবো না মশাই, না খেয়ে মরে গেলেও না।

কল্যাণ—ব্যাপারটা কি বলুন তো—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না—?

গিরীন—আমিও নয়। এতবড় অপমান করল আমায় ? আমি নিজে বলতাম না ওই বীণার মা'র জন্যেই বুঝেছেন না, আর ওই পাঁচজনের কু-কথায়। মশাই আমি একটা বনেদী ঘরের ছেলে—বংশের মান মর্যাদা মাথায় তুলে রেখে তোর কাছে নীচু করে বিয়ের প্রস্তাব করলুম। আর তুই নফরের বেটা নফর ন্যাকা সেজে গেলি, বললি বিয়ের কথা উঠ্‌ছে কোথা থেকে ?

কল্যাণ—কিন্তু আমার তো মনে হয়েছিল—

গিবীন—আমারও মনে হয়েছিল—কিন্তু ও বললে কি করে বিয়ের কথা উঠছে! শুনুন একবার কথা, যেমন বংশ তেমন তো হবে। বিয়ে থা করবে না, দায়িত্ব নেবে না অমনি অমনি সর্বনাশ করবে মেয়েটার ? উল্টে তর্ক, বলে তোমরা আমার বদনাম দিয়ে ব্ল্যাক মেইল করতে চাও ? শুনে রাগে লজ্জায় মশাই—, খুনই করে ফেলতাম আর একটু হলে। (অপমান স্মরণ হওয়াতে কেঁদে ফেললেন)

কল্যাণ—তারপর ?—

গিরীন—আমার সঙ্গে তো মুখ দেখাদেখি নেই তবে মেয়ের সঙ্গে হয় কি না বলতে পাববো না। এতবড় একটা কেচ্ছা হল তবু কি মেযের বেরুনো বারণ আছে, কোথায় যায়, কি করে।

(প্রস্থান)

(বীণার প্রবেশ—হাতে চা-র কাপ)

বীণা—এই নিন আপনার চা—

কল্যাণ—দেখুন একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ? কিছু মনে করবেন না—

বীণা—বলুন—

কল্যাণ—এইমাত্র আপনার বাবার কাছে শুনলুম যে মৃন্ময়ের সঙ্গে আপনাদের একটা বিরোধ হয়ে গেছে—

বীণা—শুনেছেন ?

কল্যাণ—হ্যাঁ—সেটা কি সম্পূর্ণ সত্যি ?

বীণা—সত্যি।

কল্যাণ—আমি ভাবছিলাম আমি যদি আজ না আসতাম—

বীণা—কেন ?

কল্যাণ—এই পরিণতি আমি কল্পনা করিনি তাই এই সংবাদটা আমাকেও বেশ বিচলিত করেছে—

বীণা—আপনাকেও বিচলিত করেছে—? (তার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল)

কল্যাণ—হ্যাঁ করেছে—কিন্তু আপনি হাসছেন যে—?

বীণা—না হেসে কি করবো বলুন? বিরহিনী রাধার মত হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ করে কাঁদবার অবকাশ কোথায়—?

কল্যাণ—আপনি কি বলতে চান, মৃন্ময়ের সঙ্গে বিবাধ বিরোধে আপনার সত্যিই কোন দুঃখ হয়নি—?

বীণা—দুঃখ! না কল্যাণবাবু—হা-হতাশের জন্যে প্রেম ছাড়াও অনেক কিছু আছে—। আজকালকার রাধিকাদেরও অনেক কাজ, শুধু রাঁধা আর চুল বাঁধা নয়।

কল্যাণ—হয়তো তাই হবে।

বীণা—হয়তো নয়—ঠিক তাই। অর্থের অভাবে যাদের শিক্ষালাভ শেষ হয় না জীবিকার দায়ে অফিসে অফিসে ছুটে বেড়াতে হয়, ছুটীর পর যাদের দু পয়সার চিনেবাদাম ছাড়া আহার্য জোটে না—চোখের সামনে যারা সহকর্মীকে বিনা ওষুধে বিনা পথ্যে মরতে দেখছে, তাদের জীবনে প্রেম আকস্মিক। প্রেমকে বাদ দিয়েই—তাদের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়—

কল্যাণ—(নিরুত্তর)

বীণা—চা খাওয়া হল ?

কল্যাণ—এ্যাঁ, হ্যাঁ...... ... ...

বীণা—এবার আমি বেরুব। চলুন পথে যেতে যেতে আমাদের আর একটি মেয়ের কাহিনী আপনাকে শোনাব—

কল্যাণ—বেশ, চলুন।

(গিরীনের প্রবেশ)

গিরীন—এই যে বীণা যাচ্ছিস কোথায় ?

বীণা—আমি একটু ঘুরে আসছি বাবা—

গিরীন—এই রাত্রে আবার কোথায় ঘুরে আসতে যাবে ? না এখন কোথাও যাবে না তুমি—

বীণা—তুমি যা ভাবছ তা নয়

গিরীন—আর মুখ তুলে কথা বলিস না—বিন্দুমাত্র যদি আত্মসম্মান বোধ থাকে—

বীণা—আত্মসম্মান বোধ দু-এক বিন্দু আছে বাবা। বলছি তো তুমি যা ভাবছ তা নয়—

গিরীন—তাহলে যাচ্ছিস কোথায় ?

বীণা—কমলাদের ওখানে।

গিরীন—কমলাদের ওখানে ! তার মানে আজও আবার টাকা নিয়ে যাচ্ছিস তো ?

বীণা—হ্যাঁ।

গিরীন—কতটাকা ?

বীণা—কুড়ি—

গিরীন—(চীৎকার করে) কু—ড়ি টাকা ? মাসের শেষে কুড়ি কুড়িটা টাকা তুই ওদের দিয়ে দিচ্ছিস ? আর সংসার কি করে চলবে ?

বীণা—সে আমি যোগাড় করব বাবা, তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

গিরীন—না তা ভাবতে হবে কেন ? যেন একা তোমার ওই কটি টাকাতেই সংসার চলে, যত ভাবনা যেন তুমিই ভাব। এই নিয়ে কত টাকা ধার দিলি ওদের ?

বীণা—জানি না—

গিরীন—তা জানবি কেন ? ভাই বোনের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে

অত দান ধ্যান চলবে না তোমার, আমি বলছি ও টাকা তুমি দিতে পারবে না—

বীণা—আমার রোজগার করা টাকা আমি যাকে ইচ্ছা তাকে দেব। তাতে কেউ যেন কোন কথা না বলতে আসে—

গিরীন—কি বললি তুই? তাত বলবিই, কোন দিন কি আর আক্কেল বুদ্ধি হবে? নইলে নিজের বাবাকে ওই কথা বললি?

(গিরীন বেরিয়ে গেল—কল্যাণও জুতো পায়ে দিয়ে যেতে গেল)

বীণা—দাঁড়ান

কল্যাণ—এসব দেখার ইচ্ছে আমার ছিল না—

বীণা—না দেখলে লিখবেন কি করে?

কল্যাণ—যা দেখলাম, তা লিখতে আর ইচ্ছে নেই—

বীণা—কেন?

কল্যাণ—আমার ডাইরীতে নাম সই করা দেখতে দেখতে যে মেয়েটি কল্পনায় এসেছিল বন্ধুকে সাহায্য করা নিয়ে, একজন অল্প পরিচিত লোকের সামনে নিজের বাবাকে সে এভাবে সমালোচনা করতে পারতো না—

বীণা—অবাক হয়ে গেছেন না?

কল্যাণ—হবারই কথা

বীণা—বাবার মুখের উপর নিজের রোজগারের গর্ব করলাম। কিন্তু জানেন সব সময় ধৈর্য থাকে না—মেজাজ ঠিক রাখা মুশকিল হয়। মানুষ এত হীন, এত স্বার্থপর হতে পারে যে দেখে ভয় লাগে। জানেন, ঐ কমলা কত সময়ে কত উপকার করেছে আমার, আর আজ ও অসুখে পড়েছে, ওর দাদার চাকরী নেই, এ সময়ে ওকে যদি না দেখি, দরকার মত যদি দু পাঁচ টাকা না দিতে পারি সেটাই কি খুব ভাল দেখায়?...... কিন্তু বাবার ধারণা কি জানেন? ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় আমি দুহাতে সব বিলিয়ে দিচ্ছি—যত মিথ্যে—যত বাজে কথা—।

(কান্না রোধ করতে মুখ ঢেকে বসে পড়লো)

নবম দৃশ্য

[সুপ্রভাত কাগজের অফিস, পরেশবাবু লুঙ্গি পরে ডিক্‌সানারী মাথায় দিয়ে টেবিলের উপর শুয়ে আছে জগন্নাথ পালকের ঝাড়ন দিয়ে ফার্নিচার প্রভৃতি পরিষ্কার করছে। অন্য টেবিলে কাগজপত্র সব এলো-মেলো ছড়ান]

(কল্যাণবাবুর প্রবেশ)

কল্যাণ—এই জগন্নাথ বন্ধ কর—ধুলো উড়িয়ে ঘরটাকে করছিস্‌ কি ? এতক্ষণ বাদে ঘর পরিষ্কার করার কথা মনে হ'ল বুঝি ? যা—যা আর পরিষ্কার করতে হবে না—

(জগন্নাথের প্রস্থান)

(কল্যাণ আপন মনে, টেবিলের ড্রয়ার খুঁজে কাগজপত্র কিছু একটা না পেয়ে বিরক্ত হয়ে)

এই জগন্নাথ—জগন্নাথ—জগন্নাথ

(জগন্নাথের প্রবেশ)

এই, টেবিল কে ঘাঁটাঘাঁটি করেছে ? সব ওলট্‌ পালট্‌ করে—কি কর তোমরা বলতে পার ?

পরেশ—(ঘুম ভেঙ্গে) কি আরম্ভ করলেন ভোরবেলায় ?

কল্যাণ—ভোর মানে ? কটা বাজে খেয়াল আছে ? যান উঠে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে বাড়ী যান—ঘড়িতে দশটা বেজেছে—

পরেশ—সে ত জানি—ঘুমিয়ে আছি বলে তো কান বন্ধ নেই—কটা বেজেছে ঠিকই শুনেছি। কিন্তু দশটার সময় কবে আপনি অফিসে আসেন বলুন তো ?

কল্যাণ—দরকার থাকলেই আসতে হয়।

পরেশ—আর আমি শত দরকার থাকলেও নাইট ডিউটি দিয়ে সাড়ে দশটা অব্দি শুয়ে থাকি। সাড়ে দশটা পর্যন্ত মানে রেগুলার অফিস আরম্ভের আগে আপনার চেঁচাবার কোন 'রাইট' নেই। আমি ঘুমুবো।

কল্যাণ—ঘুমোন না, আপনাকে বারণ করছে কে?

পরেশ—না আর ঘুমোতে দিলেন না, বলি ব্যাপারটা কি হয়েছে বলুন তো মশাই? কি খুঁজছেন?

কল্যাণ—একটা গল্পের খসড়া, কাল লিখেছিলুম অফিসে বসে,—কোথায় যে গেল!

পরেশ—ওঃ—গল্পের খসড়া—তা এইতো—এইতো আপনার গল্পের খসড়া—(ডিকসেনারীর তলা থেকে বার করে দিল)

(জগন্নাথের প্রস্থান)

কল্যাণ—কই দেখি? না মশাই মৃন্ময় আর বীণাকে নিয়ে যে গল্পটা ফাঁদিয়ে ছিলুম এটা তারই খসড়াখানা—

পরেশ—তা ওটাই লিখে ফেলুন না—

কল্যাণ—আর সম্ভব নয়—। সমস্তই গিরীনবাবুর দোষ, যদি মৃন্ময়কে আরও সময় দিতেন—মৃন্ময়ের সাধ্য ছিল নিজের থেকে বিয়ের কথা না পাড়ার? কিন্তু তাড়াহুড়ো করে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভেঙে দিলেন গিরীনবাবু; স্বপ্নের রং ভাল করে লাগবার অবকাশ দিলেন না—

পরেশ—কিন্তু জানেন, মৃন্ময়ের এখনো ও দুর্বলতা আছে।

কল্যাণ—সম্ভব—।

পরেশ—যদিও আমার কাছে ওদের নামে অত্যন্ত নিন্দাও করেছে, তবু সেটা যে দুর্বলতার লক্ষণ তাও বুঝেছি—

কল্যাণ—কিন্তু যে ব্যবহার ও করেছে—যাক গে। ওদের নিয়ে আর গল্প লেখা চলেই না—ওকে মন থেকে তাড়াতেই হবে।

(মৃন্ময়ের প্রবেশ)

মৃন্ময়—আরে মশাই, কাকে তাড়াতে চাইছেন মন থেকে?

কল্যাণ—(মুহূর্তে স্তম্ভিত—তবু জোর দিয়েই বললো)—আপনাকে!

মৃন্ময়—এ্যাঁ! জেনে ফেলেছেন নাকি ব্যাপারটা সব?

কল্যাণ—কোন্ ব্যাপার?

মৃন্ময়—(ওই) যে, আমি সাড়ে-তিনশো টাকা মাইনের সরকারী চাকরী নিয়ে আপনাদের ছেড়ে যাচ্ছি—

কল্যাণ—থাই জোক্ত্......

পরেশ—কোথায় জোটালেন দাদা ?

কল্যাণ—দেড়শো থেকে একেবারে সাড়ে-তিনশো!

পরেশ—বাহাদুর ছেলে!

মৃন্ময়—আরও বাড়বে—

পরেশ—ধাপ্পা দিচ্ছেন না তো মশাই।

মৃন্ময়—কাজে জয়েন করেছি এক হপ্তা হল। আজ এখানকার কাজে ইস্তফা দিয়ে গেলুম।

পরেশ—সত্যি ? আমায় একটা জুটিয়ে দিন না মশাই। নিত্যি এ কলমপেষা আর ভাল লাগে না।

মৃন্ময়—(মুরুব্বীয়ানার সঙ্গে)—বেশতো, যাবেন না একদিন দেখা করতে—।

(প্রস্থানোদ্যত)

পরেশ—এই—এই সন্দেশ না খাইয়ে কোথা যান ?

মৃন্ময়—মাইনের টাকাটা হাতে আসুক আগে। এই সুট কাচাতেই তো সব খরচ হয়ে গেল। অফিসে যাবার ট্যাক্সি ভাড়াটাও এখন ধার করে জোটাতে হচ্ছে।

পরেশ—তবে দিন একটা সিগারেট—।

মৃন্ময়—(প্যাকেটটা দিয়ে) নিন এই একটাই ছিল।

পরেশ—(সিগারেট বার করে) তবে রেখে দিন—কাল অফিসে ঢোকাবার সময় ফুঁকবেন—।

(মৃন্ময় সিগারেটটি নিতে হাত বাড়াতেই—পরেশ সিগারেটটি ধরিয়ে ফেলল—। মৃন্ময় পরেশের কাণ্ড দেখে হাসতে হাসতে প্রস্থান করতেই—ঝড়ের গতিতে নকুলের প্রবেশ—)

নকুল—কল্যাণদা একবার বলুন না 'বস্'কে বিমলের কথাটা। অত ভাল একটা আর্টিস্ট 'রট্' করবে।

পরেশ—কে ভাল আর্টিস্ট মশাই ?

নকুল—আর, আপনি কজনকে চেনেন বলুন তো ?

পরেশ—তা যারা নাম করেছে তাদের সবাইকেই চিনি।

নকুল—নাম করলে দুনিয়ার লোক চেনে। আর চেনে কাগজের কার্টুনিস্ট হলে। প্রত্যেক দিন আঁক, আর তলায় দেগে দেগে নাম সই কর—'শ্রীনকুল'—'শ্রীনকুল'—

পরেশ—হ্যাঁ—সেই রকম ভাবেই আপনাকে চিনি— কিন্তু বিমল বলে কাউকে তো—

নকুল—আপনি চেনেন না—কল্যাণদা চেনেন।

কল্যাণ—না নকুল, কই আমি তো চিনিনে—

নকুল—বাঃ—চেনেন না মানে— সেই যার বিখ্যাত ছবি 'সূর্যাস্ত' আর 'বুদ্ধ'—ছোট বড় সব আর্টিস্ট বলেছে যে অদ্ভূত ক্ষমতা আছে। ওই যে যাকে 'ওয়ালটার টম্‌শন্‌' চাকরী দিয়েছিল—কিন্তু ছক্‌ বাঁধা কাজ করতে বিরক্ত হয়ে ছেড়ে এসেছে। ওই যে বলেছিলাম না—এই বিমলের কথা বলেছিলাম না—?

কল্যাণ—হ্যাঁ বলেছিলে তাতো অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমি বলেছি যে তাকে আমি চিনি না—

নকুল—আপনি চেনেন না বলে 'বস' কে বলবেন না? পৃথিবীর কটা নতুন আর্টিস্টকে আপনি চেনেন? বলছি আমার কাছে থাকলে ও 'চাকরী করতে পারবে'—নয়তো বিমলকে কেউ কণ্ট্রোল করতে পারবে না। মুডি আর্টিস্ট! আচ্ছা আপনি না বললেন—বিমলের কাছে একদিন সমস্ত কাগজকে সেধে যেতে হবে। তা হয়ত আমি 'নকুল সেন' কখনও রিকোয়েস্ট করতাম না—আজ আপনাকে একটা কাজের জন্যে মুরুব্বি ধরছি বলে—ভাববেন না যে.........

পরেশ—নকুলবাবু নিজের তালেই আছেন যেটা বোল্ড করতে চান সেটার ওপর থেকে আর তুলি সরাতে চান না।

নকুল—আমি মিথ্যে বাড়িয়ে বলছি না। দিন রাত কেবল কার্টুন এঁকে বড়দের ছোট আর ছোটদের বড় করি বলে, ভাববেন না বিমলকে একটুও বাড়িয়ে বলছি।—কল্যাণদা তাহলে একবার বলবেন কিন্তু বিমলের কথাটা—।

কল্যাণ—নিশ্চয়—নিশ্চয় 'বস'কে বলবো—বলবো বই কি ভাই নিশ্চয়ই বলবো—বিমলবাবুর কথা—

নকুল—(খুসী হয়ে) পরেশবাবু, স্যার, পরেশবাবু, দাদা—একটা সিগারেট খান—(পরেশ হেসে হাত বাড়াতেই—নকুল বাক্সে সিগারেটটা রেখে—হাত জোড় করে বলে) একটাই আছে থাক (প্রস্থান)·

পরেশ—(চটে) বাবাঃ—নকুলবাবুর এই বিমলটি কে ?

কল্যাণ—তা বলতে পারবো না, তবে 'বস'কে একবার বলতেই হবে —"সূর্যাস্ত" আর "বন্ধ" চমৎকার ছবি হয়েছে, নাঃ নকুলই আমায় শেষে শিল্পী করে তুলবে দেখছি !

(কল্যাণবাবুর শেষ কথার ওপরেই জগন্নাথের প্রবেশ ও কল্যাণবাবুকে একটা স্লিপ্ দিল)

কল্যাণ—(শ্লিপ্ দেখে)—বীণা বসুমল্লিক ! কোথায় ?

জগন্নাথ—ভিজিটার্স রুমে—

পরেশ—কে ? টেলিফোনের সেই মেয়েটি ?

কল্যাণ—মনে তো হচ্ছে। (জগন্নাথকে) যা নিয়ে আয়

(জগন্নাথ প্রস্থানোদ্যত)

পরেশ—আ রে মশাই, করেন কি ? কোথায় আনতে বলছেন ?

(জগন্নাথ ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে)

কল্যাণ—কেন ? এখানে—এ ঘরে।

পরেশ—এই দেখুন—এই লুঙ্গি পরা অবস্থায় ! জামাটা দিন তাড়াতাড়ি।—(জামা গায় দিয়ে চেয়ারে বসতে বসতে) ফট্ করে যাকে তাকে—অফিস টাইমের আগে ডেকে বসেন—

(বীণা ও লতার প্রবেশ)

(হাতে চাঁদা তোলার—বাক্স। শাড়ীতে আঁটা স্বেচ্ছাসেবার ব্যাজ)

কল্যাণ—আসুন, আসুন, তারপর কি খবর ? ইনি ?

বীণা—ইনি, আমাদের কলীগ.........

পরেশ—এ্যাঁ! আসুন-আসুন—বসুন—বসুন। কোথায়ই বা বসতে দি—এই জগন্নাথ।

লতা—থাক্, থাক্, ব্যস্ত হতে হবে না, আমরা এই চেয়ারগুলো টেনে বসছি—

বীণা—আপনার কাছে এলাম এক আরজি নিয়ে—

কল্যাণ—হুকুম করুন।

বীণা—দেখুন, আমাদের এক বান্ধবীর টি. বি. ডেভালাপ করেছে—তারই চিকিৎসার জন্যে আমরা ফোন অফিসের মেয়েরা একটা জলসার আয়োজন করেছি—। খবরটা আপনাদের কাগজে একটু—

লতা—ভাল জায়গায় যাতে বেরোয়—

বীণা—সেটা আপনাকে করে দিতে হবে—

কল্যাণ—বেশ 'ডিটেলস'গুলো দেবেন। (পরেশকে) ইনি বীণা বসু আর (বীণাকে) ইনি পরেশবাবু আমাদের কলীগ।

পরেশ—নমস্কার—

বীণা—(পরেশকে) নমস্কার—আপনিও একটু দেখবেন—

পরেশ—নিশ্চয়ই—

বীণা—আর ঐ সঙ্গে কিছু টিকিট বিক্রির ভারও আপনাদের নিতে হবে।

কল্যাণ—সেটা ঠিক জুত করতে পারব?

পরেশ—হ্যাঁ—হ্যাঁ রেখে যান—রেখে যান—। ও হয়ে যাবে।

কল্যাণ—যক্ষ্মা নিবারণী সমিতির চাঁদা আদায়ের কৌটো নিয়ে বেরিয়েছেন দেখছি! আপনাদের কলীগটিকে কি হাসপাতালে দিয়েছেন নাকি?

বীণা—হাসপাতালে সিট কই? সিট খোঁজ করতে গিয়ে দেখি—সেখানে কমলার চেয়ে ঢের বেশী জরুরী কেস স্থানাভাবে ওয়েটিং লিস্টে পড়ে আছে—। তাই ভাবলাম যদি আমাদের চেষ্টায় কয়েকটা সিটও বাড়ে। সেই চেষ্টাই আমরা করছি—। (বলতে বলতে পরেশকে—টিকিট বই দিল)

কল্যাণ—আপনাদের উদ্দেশ্য মহৎ, তবে—

পরেশ—আমি কথা দিচ্ছি—ভাল করেই লিখে দেব আপনাদের কথাটা কাগজে—

বীণা—(কল্যাণকে) কমলাকে, মানে আমার সেই রুগ্না বান্ধবীটিকে যাবেন একদিন দেখতে? সে আবার আজকাল কবি হয়ে উঠেছে—। আমার মুখে আপনার কথা শুনে, আপনাকে কবিতা শোনাতে তার ভারি ইচ্ছে—যাবেন?

কল্যাণ—যাব—একটু সময় করে নিশ্চয় যাব একদিন।

বীণা—আমাদের নিয়ে আপনি গল্প লিখতে চেয়েছিলেন, তাই বলছি কমলার জীবন কাহিনী যদি শোনেন তাহলে দেখবেন অতবড় গল্পের উপাদান সহজে মেলে না।

কল্যাণ—আপনার বন্ধুকে আমার নমস্কার জানাবেন—। বলবেন, তিনি সুস্থ হয়ে উঠুন, সর্বান্তকরণে তাই কামনা করছি।

বীণা—বলবো। (রওনা হয়েই ফিরে কল্যাণকে বলে) আপনার বন্ধুর খবর কি?

কল্যাণ—মৃন্ময়বাবুর?

বীণা—হ্যাঁ—।

কল্যাণ—তিনি মোটা মাইনের চাক্‌রী পেয়েছেন—

বীণা—সে তো পুরোনো খবর। নাঃ জার্নালিস্ট হিসাবে আপনি দেখছি নেহাত 'ব্যাকডেটেড'।

কল্যাণ—এর পরেও খবর আছে নাকি?

বীণা—আছে বইকি। তিনি যে সুন্দরী কনে খুঁজছেন! বিয়ে করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন।—

কল্যাণ—তাই নাকি?

বীণা—(হাসলো)

(হাত তুলে নমস্কার করে বীণা ও লতা বেরিয়ে গেল)

কল্যাণ—(যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ কি মনে হওয়াতে হাতে ধরা গল্পের কপিটি ছিঁড়তে আরম্ভ করল)

পরেশ—(অতি বিস্ময়ে) ও কি করছেন?

কল্যাণ—বীণা আর মৃন্ময়কে নিয়ে যে রোমান্সটা ফেঁদেছিলুম; ওটার আর দরকার নেই—

পরেশ—(সহসা টেবিল চাপড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল) স্কাউণ্ড্রেল!—মৃন্ময়টা একটা স্কাউণ্ড্রেল—

কল্যাণ—আস্তে!

পরেশ—নাঃ আমি চেঁচিয়ে বলবো—মৃন্ময়টা স্কাউণ্ড্রেল, স্কাউণ্ড্রেল, স্কাউণ্ড্রেল—।

দশম দৃশ্য

[কীর্তিবাবুর বাড়ীর ড্রয়িংরুমে বর্ষা সঙ্গীতের সঙ্গে নেচে চলেছে সুস্মিতা—অর্গান বাজিয়ে গান গেয়ে যাচ্ছে অপর একটি মেয়ে]

(গান)

"আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদল দিনে
জানি নে জানি নে—কিছুতে কেন যে মন লাগে না"

(নাচের মাঝে দরজার পর্দা সরিয়ে কল্যাণ ঢুকলো হঠাৎ সব থেমে যেতেই অপ্রস্তুত কল্যাণ বলে)

কল্যাণ—ওঃ সরি—সরি!

(কল্যাণ বেরিয়ে যেতে যাবে, ডাক দিল সুস্মিতা)

সুস্মিতা—আরে কল্যাণদা! আসুন, আসুন—

কল্যাণ—না—না, তোমাদের নাচে বাধা পড়লো—

সুস্মিতা—নাচ কোথায় এতো রিহার্শাল, আমাদের কলেজের এ্যানুয়েল ফাংশান আছে কিনা তারই—

কল্যাণ—ওঃ রিহার্শাল, তা তুমি যে এত ভাল নাচতে শিখেছ তা তো জানতাম না—

সুস্মিতা—আমি যে গাইতে পারি ছবি আঁকতে, সেলাই করতে পারি, জানতেন?

কল্যাণ—না—

(কীর্তিবাবুর প্রবেশ)

কীর্তি—ও যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে অথচ ভাল রান্না করে এ খবরও নিশ্চয় তুমি জান না?

কল্যাণ—(হেসে) আজ্ঞে না, সত্যি অনেকদিন এদিকে আসিনি—

সুস্মিতা—তা আসবেন কেন? বড় সাহিত্যিক হয়ে গেছেন যে।

কল্যাণ—বটে? তা তুমিও তো কম বড় হওনি। দেখে তো প্রথমে চিনতেই পারিনি যে আমাদের সেই ছোট্ট রোগাটে সুস্মিতা এত সুন্দরী হয়েছে—

সুস্মিতা—(হেসে)—যাবেন না আসছি! আয় ভাই।

(সঙ্গিনী সহ প্রস্থান)

কল্যাণ—সুস্মিতা তো বেশ চটপটে হয়েছে কীর্তিকাকা।

কীর্তি—হেঃ-হেঃ-হেঃ। তা বোস।

কল্যাণ—(বসতে বসতে)—হঠাৎ এতদিন বাদে চিঠি লিখে ডেকে পাঠালেন ব্যাপারটা কি?

কীর্তি—আছে-আছে। আচ্ছা মৃন্ময় নন্দী বলে কাউকে চেন?

কল্যাণ—আজ্ঞে হ্যাঁ-চিনি, আমাদের অফিসের রিপোর্টার ছিল! এখন গবর্ণমেণ্টের কোন ডিপার্টমেণ্টে—

কীর্তি—হ্যাঁ ঠিক, আগে রিপোর্টারই ছিল—সেই জন্যই ভাবছিলাম কে খোঁজটা দিতে পারে—ভাবতে ভাবতে তোমার কথা মনে হল। তাই তোমাকে চিঠি দিয়ে পাঠালাম—

কল্যাণ—কিন্তু কি হয়েছে সেটা জানতে পারলে—

কীর্তি—হয়নি কিছু, মানে মৃন্ময়ের সঙ্গে সুস্মিতার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে—

কল্যাণ—ওঃ—

কীর্তি—ছেলেটি খুবই স্মার্ট চাকরীতে ঢুকতে না ঢুকতেই একটা লিফ্ট পেয়েছে।

কল্যাণ—হ্যাঁ—

কীর্তি—দেখতেও সুন্দর। সুস্মিতাকে ওদের খুবই পছন্দ বিশেষ করে মৃন্ময়ের। দেনা-পাওনার কথাও একরকম স্থির হয়ে গেছে।

কল্যাণ—তবে আর কি,—দিনক্ষণ একটা স্থির করে ফেলুন।

কীর্তি—দিন তারিখও ঠিক হয়েই যেতো বুঝলে; কিন্তু মৃন্ময়ের কাছ থেকে ঠিক পাকা কথা পাওয়া যাচ্ছে না।

কল্যাণ—ওঃ—

কীর্তি—ব্যাপারটা কি একটু খোঁজ নিতে থাক? তোমার সঙ্গে তো আলাপ আছে ছেলেটির?

কল্যাণ—হ্যাঁ—

কীর্তি—তাহলে দু-একদিনের মধ্যে যদি খবরটা জানতে পার বাবা—

কল্যাণ—আচ্ছা—(বলে উঠতে যেতেই—খাবার ও চা নিয়ে সুস্মিতার প্রবেশ)

সুস্মিতা—ও কি চল্লেন যে? বাঃ মিষ্টিমুখ না করেই চলে যাচ্ছেন যে বড়?

কল্যাণ—(হেসে)—যেতে আর পারলুম কই? যা লোভনীয় জিনিস সব সামনে ধরেছ!—রান্নার জন্যে একটা সার্টিফিকেট না নিয়ে কি ছাড়বে?

সুস্মিতা—আগে খেয়েই দেখুন-তারপর সার্টিফিকেটের কথা ভাববেন'খন।

কল্যাণ—খেতে হবে না পরিবেশন দেখেই বুঝেছি তুমি খুব ভাল রাঁধতে শিখেছ।

সুস্মিতা—তবে তো বড় মুশকিল হোল—!

কল্যাণ—কেন?

সুস্মিতা—কেন? না খেয়েই সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, না জেনেই হয়ত

আমাকে নিয়ে উপন্যাস ফেঁদে বসবেন—

কল্যাণ—হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তা কি করি বল? তুমি নিজেই যে আমার উপন্যাসে জড়িয়ে পড়ছো—

সুস্মিতা—না, না কল্যাণদা আমি নায়িকা হতে চাই না।

কল্যাণ—তা বল্লে আর শুনছে কে? আমি যখন এসেছি, তখন ঘটকালি করে হলেও তোমাকে আমার নায়কের সঙ্গে সাতপাক ঘুরিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ব।

(সকলে হেসে উঠল)

একাদশ দৃশ্য

মৃন্ময়ের অফিস চেম্বার

(টেলিফোন রিসিভার কানে দিয়ে মৃন্ময় বলছিল)

মৃন্ময়—আধঘণ্টা ধরে কেবলই লাইন এন্‌গেজড্‌—এ্যাঁ কি বলছেন? এই তো বললাম নাম্বার—Alipore............ আজ্ঞে হ্যাঁ—কে বীণা নাকি বীণা? হ্যালো—Alipore............ইস মিস্টার এস. এম. বোস দেয়ার? হি ইস অন লীভ? থ্যাংক য়ু......

(ফোন ছেড়ে দিয়েই আবার কি ভেবে ফোন তুলে)

হ্যালো! বীণা না কি? এ্যাঁ ওঃ নাঃ—পুট মি টু ক্লার্ক-ইন-চার্জ—হ্যালো মিস্, বীণা বসুমল্লিক ডিউটিতে আছেন? ওঃ এতক্ষণ ছিলেন, এখুনি বেরিয়েছেন? না—না—থাক—না এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম।

(ফোন ছেড়ে দিল, বেয়ারা এসে একটি কার্ড দিল—দেখে নিয়ে) বোলাও—(বেয়ারা বেরিয়ে গিয়েই কল্যাণকে পাঠিয়ে দিল, কল্যাণের প্রবেশ)

আরে দাদা যে আসুন—আসুন—। কি ব্যাপার?

(কল্যাণ বসতেই)

তারপর কি খবর বলুন?

কল্যাণ—আর খবর! আপনি তো কোন খোঁজই নিলেন না—

মৃন্ময়—বাঃ—বাঃ—বাঃ আমি দুদিন গিয়েছি আপনার দেখা পাই নি। আর এখানে বড্ড কাজের চাপ—এর চেয়ে কাগজের অফিস অনেক ভাল ছিল—এত টাইট ফিল্ করতাম না। থাক সে কথা—আপনি শিলপে চাকরীর কথা লিখেছেন যে?

কল্যাণ—কেন চাকরী কি আমরা করতে পারি না—?

মৃন্ময়—আসল কথাটা কি বলুন তো?

কল্যাণ—কীর্তিকাকা আর অপেক্ষা করতে চাইছেন না, আপনার মত পেলেই উনি দিন ঠিক করবেন।

মৃন্ময়—আপনার কাকা নাকি?

কল্যাণ—গ্রাম সম্পর্কে। পণ যৌতুকে সম্ভবতঃ কোন কার্পণ্য উনি করবেন না। আপনার নিজের যদি কিছু বলার থাকে—

মৃন্ময়—নিন্ সিগারেট ধরান (গোল্ড ফ্লেক-এর টিন এগিয়ে দিল)

কল্যাণ—(সিগারেট ধরাতে ধরাতে)—কি মশাই বলুন?

মৃন্ময়—টেলিফোন অপারেটরদের সম্বন্ধে আপনার বোধহয় আর কোন কৌতূহল নেই?

কল্যাণ—থাকবে না কেন—আছে—

মৃন্ময়—দেখা সাক্ষাৎ হয়?

কল্যাণ—(কপট বিস্ময়ে)—আমার সঙ্গে? কোথায়—নাঃ—আপনার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে নাকি?

মৃন্ময়—(লজ্জা পেয়ে)—না, না ওসব ব্যাপারের পর আর কোন ভদ্র-লোক যোগাযোগ রাখতে পারে?

কল্যাণ—তাতো বটেই, তাহলে আর ওসব চিন্তা করে—

মৃন্ময়—চিন্তা করি না, তবে আজই একটু আগে একটা ফোন করতে গিয়ে অনেকক্ষণ লাইন না পেয়ে, একটি অপারেটরের সঙ্গে ঝগড়া করে ক্লার্ক-ইন-চার্জ-এর কাছে কম্প্লেন করলাম—

কল্যাণ—তা ঠিকই করেছেন—

মৃন্ময়—মানে এই অপারেটরের গলাটা প্রথম থেকেই চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্য, বীণার কথা আমার মনেই পড়েনি। ও যে ব্যাঙ্ক-এক্সচেঞ্জে কবে বদলি হয়েছে তাও তো জানি না।

কল্যাণ—বাঃ বেশ মজার ঘটনা তো! তবে মন খারাপ করার কিছু নেই। ওতে তো আর চাকরী যাবে না, সত্যি ডিউটি নেগলেক্ট করে থাকলে হয়তো একটু বকা ঝকা বা সামান্য শাস্তি—

মৃন্ময়—সেই সামান্য অনিষ্টটুকুই বা আমি করি কেন? বীণা যাই করে থাকুক আমি চিরকালই ওর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

কল্যাণ—প্রেম বলে ভুল করবো না তো—?

মৃন্ময়—না। এ শুধুই হিতাকাঙ্ক্ষা। আর আশ্চর্য এই আকাঙ্ক্ষায় জ্বালা নেই, বরং এতদিনেব জ্বালার যেন নিবৃত্তি হোল।

কল্যাণ—হয়তো সাক্ষাৎ দেখা হলে আবার জ্বালার উৎপত্তিও হতে পারে—

মৃন্ময়—না—তাও হয়নি—

কল্যাণ—দেখা হয়েছিল নাকি?

মৃন্ময়—একদিন দুপুরে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়ে বাসে করে যাচ্ছিলাম—হঠাৎ চোখে পড়লো বীণা একা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে অফিসের দিকে। দেখে মনে হল খুব ক্লান্ত—কষ্ট হোল এই ভেবে যে মাসের শেষ বলে কি বাসের পয়সাটাও নেই ওর কাছে! ওকে একটা সুন্দর ছাতা প্রেজেণ্ট করেছিলাম কিছুদিন আগে—সম্পর্ক ছেদ হয়েছে বলে বোধ হয় সে ছাতাটাও আর ব্যবহার করে না। কি আশ্চর্য যে মানুষের মন—

কল্যাণ—সত্যি আশ্চর্য—

মৃন্ময়—তার চেয়েও আশ্চর্য যে বাস থেকে নেমে ছুটে গিয়ে ওই কথাটা জিজ্ঞেস করবার ভারী ইচ্ছে হয়েছিল। মাঝে মাঝে মন এমন ছেলেমানুষি করতে চায়,—(থেমে) তারপর আপনার কথা বলুন—

কল্যাণ—আমার কথা তো কীর্তিকাকার কথা—সহজভাবেই বলেছি—

মৃন্ময়—সব সহজ কথার কি সরল উত্তর দেওয়া যায় দাদা ?

কল্যাণ—তা যায় না ঠিকই, তবে আপনি রোববার কীর্তিকাকার বাড়ীর আমার নেমন্তন্নটা নষ্ট করলেন—

মৃন্ময়—পোলাও-মিষ্টির নেমন্তন্ন শীগগিরই আর একটা পাবেন দাদা—

কল্যাণ—কি রকম ?

মৃন্ময়—ওঃ থাক্‌গে।

কল্যাণ—থাকবে মানে ? ও হবে না—নেমন্তন্নের লোভ দেখিয়েছেন খাঁটি সংবাদ দিতেই হবে।

মৃন্ময়—কিন্তু সংবাদটা কি সুপাচ্য হবে ?

কল্যাণ—কি আশ্চর্য, সংবাদ যে সাহিত্য নয় সে বোধটুকু আমার আছে। নিন—আরম্ভ করুন—সবুর সইছে না মশাই—

মৃন্ময়—দু-চার মাস সবুর করতেই হবে। তখন দেখবেন যে বীণা দেবী আর বিমল মুখার্জিকে নিয়ে দিব্যি একটি গল্প খাড়া করতে পারবেন—

কল্যাণ—কোন্‌ বিমল মুখার্জি—বৃদ্ধ ?

মৃন্ময়—বৃদ্ধ কেন হবে—যুবক—আর্টিস্ট—

কল্যাণ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—সেই আমাদের বুদ্ধ, নকুলের বন্ধু—"বুদ্ধ" আর "সূর্যাস্ত" যার বিখ্যাত ছবি—

মৃন্ময়—তারই বাড়ীতে বীণা দেবীর এখন নিত্যি যাতায়াত—শুধু তাই নয়, তার জন্যে বীণা বাজার থেকে কাজ পর্যন্ত সংগ্রহ করে দেন, এরপর বাদবাকীটা অনুমান করে নিন্—

কল্যাণ—অনুমান তো করতে পাচ্ছি না—তবে প্রতিবাদ করছি—বীণা দেবীর মুখেই শুনেছি যে তাঁর কলীগের চিকিৎসার জন্যেই বীণা দেবী সেখানে যান, তাই মনে হয় না যে আর্টিস্টের সঙ্গে তাঁর খুব যোগাযোগ আছে।

মৃন্ময়—থামুন দাদা থামুন। কিসের জন্যে যে কে কোথায় যায়

সেটুকু বোঝবার বয়স আমার হয়েছে। গল্প কবিতা না লিখতে পারি—কিন্তু মেয়েদের চিনতে আর আমার বাকী নেই।

কল্যাণ—ঠিক বলেছেন, গল্প কবিতা যারা লেখে তারা মানুষকে গল্পের ভেতর দিয়ে দেখে, আসল মানুষের সন্ধান তারা রাখতে জানলে তো! আপানারা জীবন দিয়ে গল্প লেখেন—এসব ব্যাপারে আপনারাই খাঁটি জহুরী। কিন্তু আজই ঠিক এই কথাগুলো বলা কি আপনার উচিত হলো ?

মৃন্ময়—আমি না বললেও অন্য কেউ আপনাকে বলতো—

কল্যাণ—তবু আপনাদের একটা সহজ সম্বন্ধ তো ছিল—

মৃন্ময়—সে তো ওরা রাখেনি। ওর বাবা আগে অপমান করেছে তারপর করেছে ও—

কল্যাণ—তাহলেও একটা ব্যবহারিক ভদ্রতা তো আছে—

মৃন্ময়—সেটা অবিশ্যি আমি রাখতে পারিনি। কিন্তু মানুষের দুঃখ বা অভিমান বলে কি কিছুই থাকতে নেই দাদা। আমার দিক থেকে একবার ভাবুন তো, কি এমন অন্যায়টা আমি করেছিলাম যে ও একবার আসতেও পারলো না—নেহাত আমি বলেই ওকে আদর করে কাছে ডেকেছিলাম—যত্ন করে পড়িয়েছিলাম। জানি যে এমনিই হয়—তবু—ভেবে পাই না—যি কি করে সম্ভব হোল। একবার আসতেও পারলো না ? তবু যখন অন্য লোকের কাছে শুনলাম ও বিমল মুখার্জি'র কাজ যোগাড় করছে তখন মনে দুঃখ হলো যে বিমল মুখার্জি'র সঙ্গে আলাপ। করিয়ে দিলে আমিও তো তাকে কাজ যোগাড় করে দিতে পারতাম। বরঞ্চ ওদের সাহায্য করতে পারলে আমি সুখীই হতাম—কিন্তু সেই ব্যবহারিক সম্পর্কটাও ওরা রাখতে চায় না। যাক্‌গে,—আমার কি আমি আমার চাকরী নিয়েই বেশ আছি—সেই আমার **Jealous Mistress**—তর সেবা করে যাচ্ছি—আখেরে ফল লাভ হবেই।

কল্যাণ—ঠিক বলেছেন। তবে বিমলের সঙ্গে যদি সত্যি আলাপ করতে চান তবে—নকুলকে দিয়ে—

মৃন্ময়—আপনি দেখছি ক্ষেপে উঠলেন। ধ্যেৎ মশাই। আমি ঠাট্টা করছিলাম—

কল্যাণ—এই দেখুন—আপনি কি ভাবলেন আমিও সত্যি বলছি নাকি, না না—ও আমিও ঠাট্টা করছিলাম—

মৃন্ময়—কিন্তু শুনে মনে হচ্ছিল—আপনি seriously বলছেন—যেন ঠাট্টা বলছেন—যেন ঠাট্টা তামাসাটা আপনি বোঝেন্‌নি—

কল্যাণ—এই দেখুন। এইবার আপনি আমাকে seriously একটা ঠাট্টা করলেন। আচ্ছা চলি—

মৃন্ময়—দাঁড়ান দাদা দাঁড়ান—নিন সিগারেট খান। আচ্ছা আপনার কি মনে হয়—বীণা বিমলের ব্যাপারটা কি সত্যি নয়—

(দেশলাই জ্বালিয়ে মুখের কাছে ধরতে—কল্যাণ জ্বলন্ত কাঠিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে)

কল্যাণ—আমার কিছু মনে হয় না—

(বলেই কল্যাণ বেরিয়ে গেল। মৃন্ময় হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে টেলিফোনের রিসিভারটার কাছে গেল)

দ্বাদশ দৃশ্য

কমলার কক্ষ

[রুগ্না কমলা বিছানায় বসে আছে—বিমল তাকে গান শোনাচ্ছিল—]

(গান)

সকল দুঃখ জয় করে চল জয় করে
ভাবনা ভয়ের মেঘগুলি তোর
আকাশ থেকে যাক সরে॥

জানিস নাকি মাটির তলে মূল যে থাকে,
তার আশাতে ফাগুন বনে আলোক জাগে।
রাতের আঁধার দীর্ণ করে—
সূর্য ওঠে নতুন ভোরে ॥

আলো-আঁধার দুঃখ-সুখের এই ধরাতে,
অসহায়ের কান্না কেন চাস ছড়াতে ?
তোর জীবনে যৌবনেরই খড়্গ আছে
তোর নয়নে তিমির-হরা আলোক নাচে।
তোর আনন্দে জাগিয়ে কুসুম
কমলকলি যাক না সরে— ॥

বিমল—চমৎকার গান লিখেছিস তুই কমলা। কিন্তু সুরটা তো আমি পছন্দ সই দিতে পারলুম না।

কমলা—বাঃ। সুন্দর সুর হয়েছে তো—হাঁ দাদা, এই নিয়ে একটা ছবি আঁকা যায় না ?

বিমল—তা বোধ হয় যায়।

কমলা—তবে তাই আঁকো না দাদা।

বিমল—কিন্তু বীণা যে আমাকে কতকগুলো গল্পের বইয়ের ছবি আঁকতে দিয়েছিল।

কমলা—তাও তো বটে, তাহলে বিরাজবাবুর ছবির অর্ডারগুলোই তুমি এঁকে ফেল—

বিমল—ও কাজ যে আমার করতে ভাল লাগে না।

কমলা—কিন্তু ওঁরা যে বীণাকে তাগাদা দিচ্ছেন। ভাল না লাগলে চলবে কেন ?

বিমল—ঠিক বলেছিস, ভাল না লাগলেও আঁকতে চেষ্টা করতে হবে, সেগুলো না আঁকলে যে টাকা পাওয়া যাবে না—সংসার চলবে না—

কমলা—তবে তাড়াতাড়ি গিয়ে ও কাজ তুমি সেরে ফেল তারপর তুমি এঁকো। (গান ধরিল)

সকল দুঃখ জয় করে চল—জয় করে
ভাবনা ভয়ের মেঘগুলি তোর
আকাশ থেকে যাক সরে।

বিমল—তাই যাই—তাই যাই তাহলে—এ্যাঁ ?

(বিমল নিজের স্টুডিওর দিকে রওনা হইতেই কমলা গানটি গাইছিল কিন্তু শেষের দিকে গলা চড়ায় তুলতে গিয়ে কাশি এসে গেল, সে গান ছেড়ে অতি কষ্টে কাশি সামলাল)

বিমল—(ফিরে এসে) ও কিরে তোর কি আবার কাশি এলো না কিরে ?

কমলা—না দাদা—হঠাৎ বিষম লেগে গিছলো, তাই।

বিমল—দেখিস—ডাঃ সেনকে না হয় খবর দি।

কমলা—না না দাদা, আমি তো একেবারে সেরে গেছি।

বিমল—হ্যাঁ তোকে দেখেও তো তাই মনে হচ্ছে।

কমলা—তাহলে যাও দাদা ছবিগুলি এঁকে ফেল—

বিমল—হ্যাঁ যাই—তাই যাই—

(স্টুডিওর মধ্যে চলে গেল)

(যোগমায়ার প্রবেশ)

যোগমায়া—বিমল—বিমল।

কমলা—চুপ, দাদাকে ডেকো না, দাদা এখন ছবি আঁকতে বসেছে।

যোগমায়া—ছাই ছবি। সাত মাসে একটা ছবি শেষ করতে পারলো না।

কমলা—ওমা ওমা তোমার পায়ে পড়ি মা—দাদাকে তোমরা ভুল বুঝো না—(কাশি)

(মা শঙ্কিত হইয়া তাহাকে ধরিলেন, বুকে পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কমলা কাশি সামলাইল।)

কমলা—আমারই অসুখের জন্য দাদা মনস্থির করতে পারে না, নইলে দাদার মত আর্টিস্ট—(খুক খুক)

যোগমায়া—তুই চুপ ক'র মা কথা কোসনি।

কমলা—তোমার এ দুঃখ রাখবার আর ঠাঁই নেই নয় মা?

যোগমায়া—নেই-ই-তো।

কমলা—কিন্তু তোমার মেয়ে যে মা, অন্য ধাতুতে গড়া—

যোগমায়া—বুঝি না মা, তোদের আজকালকার মেয়েদের কি যে ধারা। স্বোয়ামীর সঙ্গে সমান তাল টক্কর দিয়ে চলতে চাস। আমরা তো হাজার পায়ে থেঁত্‌লালেও স্বোয়ামীর বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করতে সাহস করতুম না।

কমলা—ঐ সয়ে সয়েই না তোমরা পুরুষকে অত্যাচারী করে তুলেছ—

(দরজা ধাক্কানোর শব্দ শুনে)

—বীণা! বীণা এসেছে মা দরজা খুলে দাও।

(যোগমায়া দরজা খুলে দিতে সত্যই বীণা প্রবেশ ক'রল—বাইরে অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল তাইতেই বীণাও অল্প ভিজেছে—)

দেখ মা—আমি ঠিক বলিছি?

যোগমায়া—এই বৃষ্টিতে ভিজে এলে কেন মা?

বীণা—না তেমন তো ভিজিনি তবে আজ শীগগিরই পালাতে হবে—যা বৃষ্টি আসবে। (কমলার দিকে)—আমরা ইউনিয়নে সব কটা সিট জিতেছি কমলা। তোর জন্যে সন্দেশ এনেছি।

(বীণা এসে কমলার কাছে বসতেই যোগমায়া নিশ্চিন্ত মনে বাড়ীর ভেতরে চলে গেলেন।)

কমলা—তোর জয়ের আনন্দের চেয়ে কাউকে যে তুই হারাতে পেরেছিস্ এই আনন্দটাই যেন তোর বেশী মনে হচ্ছে।

বীণা—ঠিক বলেছিস—মিস চ্যাটার্জির মুখের ভাব যদি দেখতিস্, শুকিয়ে একটুকু হয়ে গেছে।

কমলা—তুই লোককে আঘাত দিয়ে এত আনন্দ পাস্ কেন বল দেখি?

বীণা—আঘাত দিয়ে আনন্দ পাই, আমি?

কমলা—হ্যাঁ, আর সেটা তুই নিজে বুঝিস না। মৃন্ময়ের আঘাত আজও তুই ভুলতে পারিসনি—

বীণা—কিসে বুঝলি ?

কমলা—তোর আত্মনিগ্রহ দেখে—

বীণা—আত্মনিগ্রহ আবার কোথায় দেখলি ?

কমলা—তোর ছাতি থাকতে ও এই ছেঁড়া ওয়াটার প্রুফ পরে এসেছিস কেন ? সেটা মৃন্ময়ের দেওয়া ছাতি এই না ?

বীণা—(নিরুত্তর)

কমলা—তোর হাতের চুড়ি দুগাছাও সেই দিন থেকে তোকে আর পরতে দেখিনি, সে দুটোও মৃন্ময়ের দেওয়া উপহার ছিল; বল্—না ?

বীণা—হ্যাঁ—কিন্তু যা নেই তা নিয়ে দুঃখ করা আমার ধাত নয়। মৃন্ময়কে আমার ভুলতেই হবে—তা নয়তো কি তোর মত এই ভাবে জীবন দিয়ে মাশুল যোগাব ?

কমলা—তুই ভুল করছিস্ বীণা—আমি সব ভুলেছি।—আর ভুলতে পেরেছি আমার দাদার জন্যে, ওই আমাকে বুঝিয়েছিল কি ভাবে নতুন করে জীবন গড়তে হয়। আমিও নিজের জীবনকে নতুন করে গড়ছিলাম শুধু তাড়াতাড়ি ক'রতে গিয়ে আর গড়ে তুলতে পারলাম না।

বীণা—তোর মনে কষ্ট দিলুম কমলা—

কমলা—তুই আর আমায় কি কষ্ট দিবি ?—জানিস্ আমার স্বামী আবার বিয়ে করেছে—

বীণা—সে কি ! বিনয়বাবু আবার বিয়ে করেছে।

কমলা—হ্যাঁ—তবু আঘাত আমায় দিতে পারেনি—। ও সব আমি ভুলেছি—

বীণা—আমিও ভুলবো। আমার মনের অনেক খবর তুই জানিস, আমিও তোরটা জানি। তুই ভাল হয়ে ওঠ, তুই যদি ভাল না হয়ে উঠিস্ তা হ'লে অতীতকে অস্বীকার ক'রে—এ বোঝা নিয়ে আমি চলব কি ক'রে ? ভাল হয়ে ওঠ কমলা—তুই ছাড়া আমার যে আর কোন বন্ধু নেই—তুই ভাল হয়ে ওঠ কমলা—ভাল হয়ে উঠবি না ? (কেঁদে ফেলতেই)

কমলা—দ্যাখ কি পাগল মেয়ে...... কেঁদেই ফেললি যে

(বিমলের প্রবেশ)

বিমল—কিছুতেই হ'ল না কমলা—কিছুতেই হ'ল না—সব চেষ্টা নষ্ট হয়ে গেল—

কমলা—হবে দাদা কেন হবে না—একটু পাইচারী ক'রে গিয়ে বোস—ঠিক হবে—

বিমল—না কমলা আমি মন স্থির করে ফেলেছি, জীবনে আর তুলি ধরবো না—এ-পথ আমার নয়। পছন্দমত রং পাচ্ছি না। পৃথিবীতে কোন রং নেই—সব কালো, সব অন্ধকার। আমি তোর কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম ফের যদি এ-পথ কোনদিন মাড়াই—

(কমলা চোখে আঁচল দিতেই)

বীণা—(বটে) পথ মাড়ান আর না মাড়ান, এ ঘর আর মাড়াবেন না। এখানে ঢুকে অনর্থক আর ওকে বিরক্ত করবেন না আপনি। জানেন ওর অসুখ—

কমলা—না-না দাদা—না, বীণা তোমার ওপর চটে গেছে কিনা তাই—

বিমল—কেন? কেন—চটে গেছ বীণা?

কমলা—তুমি ওর ছবি দাওনি যে?

বিমল—ওঃ সত্যি খুব অন্যায় হয়ে গেছে......বিরাজবাবু বোধ হয় বাকী কাজের জন্যে খুব তাগাদা দিচ্ছেন—না?

বীণা—তাগাদা আর দিচ্ছেন না—তবে বাকী কাজের ভরশাও তিনি আর রাখছেন না।

বিমল—নাঃ আমি ঠিক করে দেব—একটু ভেবে নিই......

বীণা—ভাববার কি আছে ওতে, আগা গোড়াই তো—কর্মশিথিল—যা হয়—দু'টানে শেষ করে দিন, আমিও হিসেবের দায় মুক্ত হই।

বিমল—তা দেওয়া যায় না। সব কাজই হয় গোড়ায়—নয়—শেষে কমার্শিয়াল। হয় যশ না হয় অর্থ; কাজেই কমার্শিয়াল আর্ট বা বা ফাইন আর্ট বলে আলাদা কোন বস্তু নেই। তুমি ঠিক বুঝতে পারছো?

বীণা—না, ওই ফাইন কিছুই আমি বুঝি না—আমি একটু রাফ্ কি না?

বিমল—কেন—তুমি রাফ্ কেন?

কমলা—ও তোমার ঐ ছবিটা তো দেখেনি দাদা—তাই বাজে যা-তা বলছে। ওই ছবিটা দেখলে—

বিমল—কোন্ ছবিটা রে—

কমলা—ওই 'শীত' ছবিটা—

বিমল—হ্যাঁ—হ্যাঁ—শীতটা ভারী চমৎকার হয়েছে। জামরুল গাছ থেকে কি রকম পাতা ঝরছে, তোরা দেখবি একবার? আচ্ছা থাক—আর একটু রিটাচ্ করতে হবে। কাল সকালেই দেখিস, বীণা কাল সকালে পার তো একবার এসো—সামান্য একটু বাকী আছে।

বীণা—এখনও বাকী, এক শীতের ছবি আঁকতে তো আপনার বসন্ত, গ্রীষ্ম, পার হয়ে বর্ষণ সুরু হয়েছে তবু আপনার শীত শেষ হল না?

বিমল—বর্ষা! (জানলা খুলতেই—গাঢ় অন্ধকারে বিদ্যুৎ চমকে উঠলো) তাইতো! চমৎকার, চমৎকার—কি সুন্দর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে!

বীণা—বিদ্যুৎ তো চমকাচ্ছে—

বিমল—হ্যাঁ—ভারী সুন্দর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—যাবি কমলা, চল এক-বার ঘুরে আসি—বহুদিন বর্ষা দেখিনি—

কমলা—খুব ভালো লাগছে না দাদা? তবে যে বলছিলে ছবি আঁকা ছাড়বে?

বিমল—হয়েছে—হয়েছে......যাবি ত ওঠ।

বীণা—আপনার মাথা কি একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছে? এই বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে ও রোগা মানুষ কোথায় যাবে? আপনার ইচ্ছে থাকে আপনি যান—

বিমল—ওর অসুখ কি বেড়েছে?

বীণা—তা আমি কি করে জানব?

বিমল—তাই তো......ঠিকই বলেছ......ওর অসুখ তা হলে—

কমলা—কমে গেছে দাদা—

বীণা—হ্যাঁ—কমে গেছে, এরপর একেবারে কমে যাবে। তখন মহানন্দে যাবেন—

বিমল—বেশ—তা হলে তখনই যাব। (প্রস্থান)

বীণা—অসম্ভব!

কমলা—বীণা! এই বোকা মেয়ে, এত রেগে যাস কেন?

বীণা—তুই মরবি, সেই ভয়ে।

কমলা—হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ—পাগল কোথাকার।

(কড় কড় করে বাজ পড়ার আওয়াজ সঙ্গে সঙ্গে)

বীণা—এই রে! বৃষ্টিটা চেপে আসবে মনে হচ্ছে—আমি আজ পালাই—আর খবরদার সেদিনকার হিম লাগানর মত ঘটনা যেন না শুনতে হয়। ওসব বৃষ্টিতে ভেজার বাজে খেয়াল-টেয়ালে কান দিবি না—রোগ কিন্তু আর্ট-আর্টিস্টের ধার ধারে না, একমাত্র মেডিক্যাল সায়েন্সকেই মানে—

কমলা—আরে না—না, তুই কি ক্ষেপেছিস! দাদা বললেই হলো। আমি আজ বিছানা ছেড়ে উঠলে তো?

বীণা—মনে থাকে যেন। এই মাসীমাকে বলিস—চললাম।

কমলা—বেশী বৃষ্টি দেখলে ফিরে আসিস—অনেকটা হাঁটতে হবে।

বীণা—হুঁ—একবার বেরুলে আর ফিরছি—

(তাড়াতাড়িতে ভ্যানিটি ব্যাগ ফেলে রেখে বীণার প্রস্থান)

(বিমলের প্রবেশ)

বিমল—(কমলাকে) বাইরে ভারী সুন্দর বৃষ্টি নেমেছে রে কমলা—কি অদ্ভুত বিদ্যুত চমকাচ্ছে—সেই যে একবাব মধুপুরে থাকবার সময় তুই আর আমি যেমন বৃষ্টিতে আম কুড়িয়েছিলুম—তার চেয়েও সুন্দর, আরও মিষ্টি। চলনা, বীণা তো বলে গেল তোর অসুখ কমে গেছে—কদিন বাদে আরও কমে যাবে। যাবি? না থাক, একেবারে ভাল হলে তারপর তুই যেতে পারবি—

কমলা—(উঠে বসে) তা হলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ো—এসে কিন্তু ছবি আঁকতে হবে।

বিমল—নিশ্চয়ই, বর্ষার একটা সুন্দর ছবি এঁকে দেব। কিন্তু তুইও সঙ্গে গেলে এত আনন্দ হোত—আচ্ছা থাক—

(বিমলের প্রস্থান—আলো নিভিয়ে কমলা তাকে অনুসরণ করল)

(যোগমায়ার প্রবেশ—হাতে দুধের গ্লাস—আলো জেলে টেবিলে গ্লাসটা রেখে ডাকতে লাগলেন)

যোগমায়া—বীণা—বীণা—কমলা—কমলা—একি এরা গেল কোথায়! (জানলা খুলে দেখলেন—বাইরে জল-ঝড়ের তাণ্ডব—আবার ডাকলেন) কমলা—কমলা—বীণা—বীণা; কোথায় গেলি তোরা? (ভিজে গায়ে বীণার প্রবেশ)

বীণা—উহুঁ-হুঁ—একদম ভিজে গেছি!

যোগমায়া—একি! এত ভিজে এলে কোত্থেকে?

বীণা—বাড়ী যাচ্ছিলাম ট্রাম রাস্তার কাছে গিয়ে দেখি ব্যাগটা ফেলে গেছি—

যোগমায়া—কমলা? কমলা কোথায় গেল?

বীণা—বিমলদার ঘরে নেই তো?

যোগমায়া—বিমলের ঘর তো অন্ধকার, সেখানে তো নেই—তাহলে?

বীণা—তাহলে হয়ত ফাইন আর্ট করতে বেরিয়েছেন—

যোগমায়া—ছিঃ ছিঃ ছিঃ—দেখ দিকি কি অন্যায়—

(বিমল ও কমলার টুকরো হাসির আওয়াজ শোনা গেল—ওরা বৃষ্টিতে ভিজে তাড়াতাড়ি এসে ঘরে ঢুকলো)

কমলা—(নেপথ্য থেকেই) কেমন দাদা—বললাম না এগুনো যাবে না—এই বৃষ্টির মধ্যে কি বার হওয়া যায়—এ্যাঁ—কে?

বীণা—ভাবতেও পারিসনি যে ফিরে আসব, না?

(বিমল আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছিল)

চলে যাচ্ছেন কেন? ষোল কলার সব কলা তো এখনো পূর্ণ হয়নি—বোনটাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন কেন? জন্মের মত শেষ করে আনতে পারলেন না!

বিমল—শেষ কেন করবো? বৃষ্টিতে ভিজতে ওর বরাবর ভাল লাগে। আর কি সুন্দর লাগছিল জানো—

বীণা—আপনার ভাল লাগার জন্যে বোনটি যে তিলে তিলে প্রাণ দিচ্ছে—সে বোধ যদি আপনার থাকতো—

যোগমায়া—তোদের জন্যে আমার এক এক সময় গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে—

বীণা—যাদের কাছে এই কান্না কাঁদছেন তাদের সে বোধটুকু নেই। আপনি গলায় দড়ি দিলে ওরা বোধ হয় খুসীই হবে।

বিমল—বীণা!

বীণা—থামুন—থামুন, স্বার্থপর, অপদার্থ সমস্ত—

কমলা—দাদা—তুমি যাও তো—জামা কাপড় পালটাও নয়তো ঠাণ্ডা লাগবে যে।

বিমল—হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঠিক—ঠিক। (বিমলের দ্রুত প্রস্থান)

বীণা—দাদার ঠাণ্ডা লাগবে—তুই যে মরবি—

কমলা—বেশ আমি মরি তো মরবো—তাতে তোর কি?

(যোগমায়া একটা তোয়ালে নিয়ে এসেছিলেন—কমলাকে মুছিয়ে দেবেন বলে—)

যোগমায়া—কমলা!

কমলা—হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি মরি বাঁচি তাতে কার কি—

বীণা—কি বললি কার কি? একশোবার আমার অধিকার আছে—দিনান্তের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর টাকা এনে তোর চিকিৎসার জন্যে ব্যয় করি। দিন রাত তোর এখানে পড়ে থাকি—যাতে তুই ভাল হয়ে উঠতে পারিস সে জন্যে। প্রতিদিন নিজে না খেয়ে যে পয়সা দিয়ে তোর জন্যে খাবার নিয়ে আসি—সেই তুই......

যোগমায়া—বীণা! কমলা অসুখে ভুগে ভুগে—

বীণা—রাখুন—রাখুন—, অসুখে ভুগে ভুগে।

কমলা—বীণা—দোহাই তোর, তুই চটিস না—তুই আগে বোঝ।

বীণা—অনেক বুঝেছি যদি সাধ করে মরতেই চাস তাহলে এতদিন

ধরে আমার রক্ত জল-করা টাকাগুলো অপচয় করালি কেন? কেন দিন-রাত তোর চিন্তায় আমাকে এ-ভাবে দগ্ধালি? কেন আমায় মিথ্যে বলেছিলি—যে তুই বাঁচতে চাস, তোরা মিথ্যুক—তোরা নিষ্ঠুর—তোরা স্বার্থপর—

(বীণা বেরোতে যাবার উপক্রম করতেই কমলা তাকে ধরে ফেলল)

কমলা—বীণা শোন, শোন—ওরে শোন, এভাবে রাগ করে বৃষ্টির মধ্যে যাসনে ভাই—আমায় একা ফেলে যাস না—

বীণা—(ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে) তোদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই—

কমলা—(পড়ে গিয়ে)—যাসনে বীণা তুই আমার মরা মুখ দেখবি—

(বীণা প্রস্থানোদ্যত)

যোগমায়া—(পথ আগলে) বীণা—

বীণা—সরুন, পথ দিন। (বীণা পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে চলে গেল)

কমলা—আমার দিব্যি রইল—ওরে আমার দিব্যি রইল—

বীণা—যত খুসী দিব্যি দে—

(বীণা তাকিয়ে দেখেও মুখ ফিরিয়ে চলে গেল—কমলা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে)

কমলা—আমার মরা মুখ দেখবি বীণা—বীণা।

(দু'বার বিদ্যুৎ চমকাল—যোগমায়া ছুটে এসে মেয়েকে ধরলেন)

যোগমায়া—কমলা—কমলা।

(কমলা তখনও কাঁদছিল)

ত্রয়োদশ দৃশ্য

[বীণাদের ঘর—রাত্রি—বাইরে ঝড়-বৃষ্টি চলছিল—সেড দেওয়া টেবিল ল্যাম্প-এর পাশে আধা-অন্ধকারে মৃন্ময় একা বসে আলোতে একটা বই উলটাচ্ছে]

(বীণার প্রবেশ)

বীণা—কে ?

মৃন্ময়—দেখে খুব চমকে গেছ না ? কিন্তু চমকাবার বিশেষ কোন কারণ নেই। আমি তোমার বাবার সঙ্গে মিটিয়ে নিলাম বীণা !

বীণা—ওঃ—

মৃন্ময়—আমি তাঁর কাছে সে-দিনকার রূঢ় ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি—আর—আর—গবর্নমেন্ট অফিসে তাঁর জন্যে একটা ভাল মাইনের চাকরীর বন্দোবস্তও করেছি—

(বীণা মৃন্ময়ের দিকে তির্যক ভঙ্গীতে চাইল)

আর তোমাদের কোন অভাব থাকবে না বীণা ! তোমার বাবা এবার থেকে তাঁর নিজের রোজগারেই সংসার চালাতে পারবেন।

বীণা—কিন্তু বাবা গেলেন কোথায় ? এরা সব কোথায় ? মঞ্জু—

মৃন্ময়—বিষ্ণুবাবুদের বাড়ী নেমন্তন্নে গেছেন।

বীণা—ওঃ তা হলে আমার কাছ থেকে কৃতজ্ঞতাটুকু আদায় করার জন্যেই তোমায় বসিয়ে রেখে গেছেন বুঝি ?

মৃন্ময়—বীণা ! তুমি অনেক বদলে গেছ বীণা—তোমার হাতের চুড়ি দুগাছি খুলে ফেলেছ কেন ?

বীণা—(নিজেকে সংযত করে)—নিজেব ইচ্ছেয় খুলিনি—ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু এতদিন বাদে এই কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্যে কি এত আয়োজন।

মৃন্ময়—অমন করে কথা বলছ কেন বীণা ! তোমার বাবাকে কাজ জুটিয়ে দেওয়াতে তুমি কি খুশী হওনি ?

বীণা—নিশ্চয়ই—

মৃন্ময়—বীণা—পরশু তোমার বিরুদ্ধে আমি কম্‌প্লেন করেছিলুম। ক্লার্ক-ইন-চার্জ তোমায় কিছু বলেছেন?

বীণা—এমন আর কি? এ-ধরনের কম্‌প্লেন আমাদের বিরুদ্ধে তো মাঝে মাঝে আসেই!

মৃন্ময়—কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি ইচ্ছে করে—

বীণা—বাঃ ইচ্ছে করে কেন করবে। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই ভেবেছিলে আমি ইচ্ছে করেই তোমায় নম্বর দিইনি।

মৃন্ময়—না—না তা কেন হবে।

বীণা—তাই তো হয়েছে, নালিশটা সেইভাবেই গেছে।

মৃন্ময়—আমি বুঝতে পারিনি যে যে তুমি—

বীণা—ওঃ তাহলে বুঝি আর নালিশ করতে না। কিন্তু এবার তোমার যাওয়া দরকার নইলে কোন দিক থেকে কেউ নালিশ করে বসবে—

মৃন্ময়—আর যারই নালিশ থাক, তুমি অন্তত এটুকু বিশ্বাস কোর যে নম্বর না পেয়েই—

বীণা—সেটুকু বিশ্বাস করি বই কি যে ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে তুমি কিছুই করনি—

মৃন্ময়—বিশ্বাস কর?

বীণা—হ্যাঁ করি।

(মৃন্ময় কাছে এল)

মৃন্ময়—বীণা! বীণা—

বীণা—কি, কি চাও তুমি। (সে মৃন্ময়কে ক্ষমা করবার জন্য প্রস্তুত হল)

মৃন্ময়—বিশ্বাস কর বীণা—

বীণা—কি—কি বিশ্বাস?

মৃন্ময়—তোমার কোন ক্ষতি হোক সেদিনও চাইনি বিশ্বাস করো। আজও চাইনা যে......(বীণার সমস্ত প্রস্তুতি নষ্ট হয়ে গেল)

বীণা—বলছি ত বিশ্বাস করি......বিশ্বাস করি যে, যে চাকরী তুমি

নিজে চেষ্টা করে জুটিয়ে দিয়েছ—সে চাকরী যাতে তোমার জন্যেই না যায়—সেই জন্যেই তুমি এসেছ—

মৃন্ময়—শুধু কি সেই জন্যেই আমি এসেছি।

বীণা—আর কিসের জন্য! শুধু করুণা, শুধু অনুকম্পা। কিন্তু কারো কাছ থেকে করুণা ভিক্ষার প্রয়োজন আর নেই আমার, মনের সে কাঙালপনার দিনও আমি পার হয়ে এসেছি—

মৃন্ময়—বীণা।

বীণা—তুমি ভাল চাকরী পেয়েছ, বিদুষী রূপসী মেয়ের সন্ধান পেয়েছ।—তুমি যা চেয়েছিলে, তাই পেয়েছ তুমি, আর কেন? বীণাকে করুণা ছাড়া আর কি দিতে পার তুমি?

মৃন্ময়—এমন বাজে কথাটা কার কাছে শুনলে তুমি?

বীণা—অস্বীকার করতে পার? তোমার বাবা আমার বাবাকে বলেছেন কীর্তিময় গুহর মেয়ে। নাম বোধ হয়—তুমিও গিয়ে আলাপ করে এসেছ—

মৃন্ময়—তাও জানো?

বীণা—হ্যাঁ জানি। চাকরী বাকরী ঘর সংসারের ফাঁকে ফাঁকে, ফের যদি আমার নামে জেনে কি না জেনে দু একবার নালিশ কর তুমি—সে দিনও হয়তো, আবার দেখা করতে ছুটে আসবে, অনুতাপ করবে। তারপর হয়তো ফের রেস্তোঁরায় নিয়ে এক কাপ চা খাওয়াতে চাইবে। সকাল সন্ধ্যায় একই রকম চা খেয়ে খেয়ে গৃহস্থ লোকের অমন এক একদিন মুখ বদলাবার সাধ হয়। কিন্তু তোমার মুখ বদলাবার চায়ের বাটী হয়ে থাকবার প্রবৃত্তি আর আমার নেই। আমার মন বদলে গেছে, হৃদয় বদলে গেছে, দিন বদলে গেছে—

মৃন্ময়—দিনই বদলে গেছে! তাই যে সুর বাজবে ভেবেছিলুম, সে সুর বাজলো না—যে মন দিয়ে মন ছোঁব ভেবেছিলুম বোধ হয় তার নাগাল আমি পেলাম না। বুঝতে পেরেছি—বুঝতে পেরেছি যে বিমল মুখুজ্জেই তোমার মনের সব জায়গা জুড়ে বসে আছে—সেখানে আমার ঠাঁই নেই—

বীণা—কি বললে ?

মৃন্ময়—আজ বিমলই তোমার সব—

বীণা—না। স্বপ্ন দেখার সময় আমার নেই। কারণ আমার মনের সমস্ত জায়গা জুড়ে আমার বন্ধু কমলা। তাছাড়া অন্য কিছু ভাববার অবসর আমার নেই।

মৃন্ময়—জানি—জানি আমার জন্যে সামান্য অবসরও নেই।

বীণা—না নেই। তোমাকে অস্বীকার করেই আমাকে বাঁচতে হবে—

মৃন্ময়—বীণা—

বীণা—হ্যাঁ—তোমাকে আমি অস্বীকারই করতে চাই। তোমাকে ভোলা ছাড়া আমার সামনে বাঁচবার আর কোন পথ নেই—

মৃন্ময়—পারবে, পারবে ভুলতে ?

(হাত ধরল—বীণা হাত ছাড়িয়ে)

বীণা—হয়তো পারবো না—হয়তো তোমাকে ভোলা সম্ভব নয়—কিন্তু যা মনে রাখবো সে তুমি নও—মনে রাখবো তোমার পুরুষোচিত দুষ্কৃতির কথা—অন্য কোন ভাবে তোমাকে মনে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি যাও—তুমি যাও—তুমি যাও—

(মৃন্ময় ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল)

হয়তো ছুটির পর—অফিস থেকে ফিরতে ফিরতে, কিম্বা রাত্রে ঘুমন্ত মঞ্জুর পাশে বিছানায় শুয়ে বার বার তোমারই মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠবে। হয়তো বার বার সেই মুখের মাঝে করুণার ছাপ ছাড়াও আমি অন্য কিছু খুঁজে বেড়াব। বার বার হয়তো নিজের মনকে প্রশ্ন করবো, করুণা ছাড়া সে মুখে কি আর কিছুই ছিল না ? আমি জানি—আমি জানি সেই আগামী দিনে হয়তো বহুবার এই অবাধ্য মনকে আমার শাসন করতে হবে—

(বীণা কথার শেষে ঘুরে তাকাল—মৃন্ময়ের দিকে । কিন্তু তাকিয়ে দেখল মৃন্ময় চলে গেছে—অবাক হয়ে সে ডাকল—)

—মৃন্ময় !

(তারপর ছুটে দরজা পর্যন্ত গিয়ে ডাকল)

মৃন্ময়!...........মৃন্ময়!!

(কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে—বীণা দরজা ধরে নিজেকে সামলাতে গিয়ে হতাশায় কেঁদে ফেলল)

চতুর্দশ দৃশ্য

[সুপ্রভাত সংবাদপত্রের অফিস—কল্যাণ ও নকুল ঢুকতে ঢুকতে]

কল্যাণ—মিছিমিছি সময়টা নষ্ট করালে নকুল—মিছিমিছি সময়টা নষ্ট করালে—

নকুল—আপনি বলছেন কি? একটা নতুন গ্রুপের আর্টিস্টদের ছবির এক্‌জিবিসন দেখালাম আর আপনি বলছেন মিছিমিছি সময় নষ্ট। ওদের ভেতর কি দারুণ প্রমিস আছে আপনি জানেন? এ ধরনের এক্‌জিবিসনের কত মর্যাদা আপনি বোঝেন?

কল্যাণ—মর্যাদা যাই হোক, লোক কিন্তু বেশী দেখলুম না। তবে একটা ছবি আমার খুব মন্দ লাগেনি। ওই 'রোগিণী' বলে ছবিখানা—

নকুল—আরে হ্যাঁ—হ্যাঁ—ওই তো আমার বন্ধু, যার জন্যে আপনার কাছে কয়েকবার চাকরীর উমেদারী করেছিলাম। আর করছি না—

কল্যাণ—কেন? প্রশংসা করলাম বলে?

নকুল—আপনি কেন? সবাই প্রশংসা করছে—আর ঐ ছবিটা সোল্ড বলে লেখা ছিল লক্ষ্য করেছেন?

কল্যাণ—না—তো—

নকুল—তা করবেন কেন? তা করবেন কেন? ওই রোগিণী ছবিটা মোটা দামে বিক্রি হয়েছে। এই তো নজরে পড়ে গেছে ব্যস্—এরপর তো ফিউচার মেড—চাকরী করবে কোন্ দুঃখে? এখন একটার পর একটা ছবি আঁকবে—আর—দুনিয়ার কাগজ গিয়ে সেধে সেধে নিয়ে

আসবে। বুঝেছেন কল্যাণদা, নকুল সেন কখনও বাজে মাল রেকমেণ্ড করে না—

(জগন্নাথ ঘরে ঢুকে নকুলবাবুকে বললো)

জগন্নাথ—নকুলবাবু। (দরজার দিকে দেখিয়ে)—ওই ভদ্রলোক আপনাকে খ‍ুঁজছেন—

নকুল—কে? আরে এসো এসো—ওঃ অনেক দিন বাঁচবে—অনেক দিন বাঁচবে—এই মাত্তর তোমার কথা হচ্ছিল বিমল—

(বিমলের প্রবেশ—হাতে কিছু স্কেচের বাণ্ডিল ও জগন্নাথের প্রস্থান)

এই মাত্তর কল্যাণদের সঙ্গে তোমার 'রোগিণী' ছবি নিয়ে কথা হচ্ছিল

(উত্তরের প্রতীক্ষায় না থেকে)

তারপর হঠাৎ কি মনে করে? একেবারে অফিসে এসে হাজির দিলে—ব্যাপার কি?

বিমল—বিশেষ কিছু নয়—এই নাও ভাই টাকা। (একতাড়া নোট দিল)

নকুল—(নোটের তাড়া নিয়ে)—টাকা—!

বিমল—হ্যাঁ তোমার কাছে যা ধার নিয়েছিলাম—সেই টাকা—

নকুল—তা সব টাকা দিয়ে দিচ্ছ কেন? আর এত টাকাই বা পেলে কোথায়?

বিমল—সব ছবি নামমাত্র দামে বিক্রি করে দিয়েছি, আমি বাইরে চলে যাব, তাই সব ঋণ শোধ করতে বেরিয়েছি। তোমারটাও শোধ হয়ে গেল, বাকী শুধু আর একজন—তাহলেই আমার মুক্তি—

নকুল—আচ্ছা—আচ্ছা ও সব কথা পরে হবে, পরিচয় করিয়ে দি; কল্যাণদা ইনি হচ্ছেন—বিমল মুখুজ্জে—যাঁর 'রোগিণী' ছবি—

কল্যাণ—(হাত জোড় করে) আমি বোধহয় ওঁকে জানি—

বিমল—(স-প্রশ্ন বিস্ময়ে)—কি করে?

কল্যাণ—আপনার বোন—

বিমল—(কিছু মনে পড়লো)—কে?

কল্যাণ—আপনার বোন কমলা—

বিমল—হ্যাঁ—

কল্যাণ—কেমন আছেন তিনি?

বিমল—(ধরাগলায়) নেই তো—

নকুল—তোমার বোন?

বিমল—(চেপে)—নেই, মারা গেছে।

কল্যাণ—মারা গেছে?

বিমল—উঁ—হ্যাঁ কমলা মারা গেছে। আচ্ছা চলি ভাই নকুল—দ্রুতপদে বিমলের প্রস্থান—নকুল মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল—নোটগুলি তাহার হাতে ধরা ছিল।)

কল্যাণ—কমলা মারা গেছে—বেচারা, বড় আশা করেছিল কবিতা শোনাবে।

নকুল—আপনি জানতেন কমলাকে?

কল্যাণ—জানতাম—নিমন্ত্রণ ছিল কবিতা শুনতে যাবার—কিন্তু একদিনও না দেখতে যাওয়ার জন্যে বড় অনুতাপ হচ্ছে—

নকুল—আমারও অনুতাপের কারণ আছে—কিন্তু আমি ছিলাম কেবল উপলক্ষ্য মাত্র—

কল্যাণ—জানি—

নকুল—জানেন? কমলা যে তার স্বামীর সঙ্গে বাস করতে পারলো না তার নিমিত্ত যে আমাকেই বলা যায় তা জানেন আপনি?

কল্যাণ—হ্যাঁ—কমলা দেবীর জীবনের সব কথাই বীণা আমাকে বলেছে—

নকুল—শুনেছেন তাহলে সব। কিন্তু সেই ঘটনার পর থেকে আমি আর ওদের ওখানে যাইনি। কমলাই বারণ করে বলেছিল "নকুলদা আপনি আর আসবেন না। আর এক সংসার ভাঙ্গবে আমি তা চাই না।"

কল্যাণ—বীণা বসুমল্লিক। সেই মেয়েটির সূত্রেই আমার পরিচয়—কিন্তু কি আশ্চর্য বীণা আজই একটা চিঠি লিখেছে—দেখা করবার জন্যে—অথচ কমলার মৃত্যু সংবাদটা পর্যন্ত এতে দেয়নি—

নকুল—মেয়েদের চেনা দায় কল্যাণদা। (নকুলের প্রস্থান)

কল্যাণ—ঠিক বলেছ নকুল—মেয়েদের চেনা দায়—।

(কীর্তিবাবুর প্রবেশ)

কীর্তি—এই যে কল্যাণ।

কল্যাণ—(অবাক হয়ে)—একি—আপনি! হঠাৎ—এখানে?

কীর্তি—আসতেই হলো—সেদিন তোমার চিঠি পেলাম. "মৃন্ময় বিয়েতে গররাজী"—আজ বিকেলে মৃন্ময় গিয়ে বললো "মনস্থির করে ফেলেছি—এখন বিয়ের দিন ঠিক করুন।"

কল্যাণ—(চিন্তিত)—তাই নাকি?

কীর্তি—হ্যাঁ—আমিও অমনি সোজা গিয়ে ওর বাবার সঙ্গে কথাটা পাকা করে নিলাম. এ মাসের ২৬শে আর ২৯শে দুদিনই বিয়ের ভাল দিন—এখন মৃন্ময়ের যে দিনটা সুবিধা হয়.........। অবিশ্যি মৃন্ময় উপস্থিত থাকলে আজই দিনটা ঠিক হয়ে যেতো—কিন্তু শেষপর্যন্ত বোধহয় লজ্জায় ও আর কথাবার্তার সময় উপস্থিত থাকেনি—

কল্যাণ—খুবই সম্ভব—

কীর্তি—তাই কাল সকালে তুমি আর আমি গিয়ে মৃন্ময়ের কোন্ তারিখটা সুবিধে জেনে আসবো। মৃন্ময়কে আমি নিজে গিয়ে বললে হয়তো লজ্জা পাবে, তাই তোমাকে কষ্ট দিলাম। তাছাড়া আজকালকার ছেলেদের কথাবার্তা আমরা বুড়োরা ঠিক বুঝি না তাই—

কল্যাণ—বেশ তো যাব'খন।

কীর্তি—তাহলে কাল সকাল সকাল আমার বাড়ীতে চলে এসো। —কেমন?

কল্যাণ—আজ্ঞে হ্যাঁ—

কীর্তি—তাহলে চলি—?

কল্যাণ—আচ্ছা—

(পরেশের প্রবেশ—কীর্তিবাবুর প্রস্থান)

পরেশ—ভদ্রলোকটি কে স্যার?

কল্যাণ—সুস্মিতার বাবা—

পরেশ—সুস্মিতা কে— ?

কল্যাণ—যার সঙ্গে মৃন্ময়ের বিয়ে হচ্ছে।

পরেশ—বলেন কি, আপনি যে বলেছিলেন মৃন্ময় শেষপর্যন্ত বীণাকেই বিয়ে করবে।

কল্যাণ—মৃন্ময়ের কথায় সেই রকমই মনে হয়েছিল,—তাছাড়া সুস্মিতাও আমাকে জানিয়েছিল যে, সে মৃন্ময়কে বিয়ে করতে ইচ্ছুক নয়। গল্পটাকে বেশ নতুন করে লিখবো ভাবছিলুম—আবার মৃন্ময়টা সব কাঁচিয়ে দিলে। ভাবছি একবার বেরিয়ে পড়ি—মনে হচ্ছে বীণা বোধ হয় এসব কথা বলবার জন্যেই দেখা করতে চিঠিটা লিখেছে। বিচ্ছেদের ঘটনাটা না শোনা পর্যন্ত মনে আর শান্তি পাচ্ছি না—

পরেশ—ঠিকই বলেছেন—বড়ই অশান্তি করে এরা—বড্ড অশান্তি করে। শেষ মওকায় এসে গল্পের জ্যান্ত চরিত্রগুলো এরকম বিট্রে করলে ভীষণ খারাপ লাগে আমার। । যান্ দুর্গা নাম স্মরণ করে বেরিয়ে পড়ুন দেখি—যান্—যান্ এগোন, শেষ চেষ্টা করেই দেখুন একবার। দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা, দুর্গা— (কল্যাণের প্রস্থান)

পঞ্চদশ দৃশ্য

(বীণাদের ঘর)

[বিমলেরঘরে চুপ করে বসেছিল—বীণা ঘরে ঢুকে—হঠাৎ বিমলকে দেখে]

বীণা—কে ? ওঃ বিমলদা—বসুন—

বিমল—বসবো না ভাই, তোমাকে কয়েকটা কথা বলেই চলে যাব—

বীণা—বলুন—

বিমল—কমলা মারা যাবার দিন পর্যন্ত আমাদের বাড়ীতেই তুমি বেশী সময় কাটিয়েছ—কিন্তু তারপর আর ওদিকে যাওনি—আমাদের সঙ্গে কি সব সম্বন্ধই তুলে দিলে ?

বীণা—সম্বন্ধ রেখে আর কি হবে বলুন! যাকে রাখবার জন্যে এত চেষ্টা—সেই যখন রইলো না—তখন আর কারো সঙ্গে দেখা করতে মন চায় না বিমলদা—

বিমল—আমার ওপর রাগ ক'রো না বীণা—

বীণা—কারো ওপরে রাগ ক'রতে চাই না। বিমলদা। কিন্তু যখন কমলার কথা মনে পড়ে, যখন অনুতাপে মন ভরে যায়, তখন নিজেকে দায়ী না করে পারি না। তখন বার বার মনে হয়, আমাদের অযোগ্যতার জনেই্য কমলা আর ভাল হয়ে উঠলো না।

বিমল—বীণা একথা মনে করিয়ে দিও না, জানি—জানি যে কমলার মৃত্যু—আমারই পরাজয়।

বীণা—আপনার পরাজয়?

বিমল—হ্যাঁ, যেদিন স্বামীর ঘর থেকে অপমানিত হয়ে কমলা ফিরে এল—সে দিন সবাই ওকে আত্মসমর্পণের উপদেশ দিল। ছল্ ছল্ চোখে ও আমায় এসে জিজ্ঞাসা করলো "দাদা তুমি কি বল?"—আমি ওকে স্বামীর কাছে যেতে—ফিরে যেতে বলতে পারলাম না—ওর অপমান আমার বুকে এসে বি'ধল—।

বীণা—তারপর?

বিমল—আমি বললাম, "অস্বীকার কর—এ গ্লানিময় জীবনকে অস্বীকার কর, নতুন করে বাঁচ—সুন্দর হয়ে বাঁচ।"—আমারই কথামত কমলাও তাই সুন্দর জীবনের আরাধনায় নিজেকে ডুবিয়ে দিল—কিন্তু —কিন্তু—

বীণা—কিন্তু কি?

বিমল—কিন্তু ও যখন অসুখে পড়লো পারলাম না তো ওকে বাঁচবার সন্ধান দিতে? জোর করে কমলা আমায় সরিয়ে দিত ওর কাছ থেকে। স্টুডিওতে বসে দরজার ফাঁক দিয়ে দিন রাত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আমার সমস্ত ছবি ঝাপ্‌সা অস্পষ্ট হয়ে যেত, আঁকতে পারতাম না।

বীণা—বিমলদা—!

বিমল—ইচ্ছে হতো জীবনের অন্ধকার দিকটাই সবার কাছে প্রকাশ ক'রে দিয়ে যাই—তাও পারতাম না। ওই কমলারই ক্ষমাসুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে—তাও পারতাম না। কিন্তু মনে হ'তো নিঃসঙ্গ কমলা বোধহয় দুঃখ কষ্ট লুকিয়ে রাখছে আমার সামনে থেকে, তাই ওর সেই অভাব-বোধ ভোলাতে আমি ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইতাম আমাদের সেই ছোটবেলায়। যে ছেলেবেলাকে মানুষের লোভ আর স্বার্থ বিকৃত করতে পারেনি—আনন্দময় সেই ছোটবেলায় ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইতাম—। তুমি রাগ করতে, বলতে এরকম ক'রলে ও মরে যাবে। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারতাম না রোগিণীকে আনন্দ দেওয়ার মাঝে অপরাধ কোথায় ?

বীণা—বিমলদা—থাক্ ভাই—ও সব কথা আজ থাক। আমি আপনাদের ভাই বোনকে সত্যি বুঝে উঠতে পারিনি—

বিমল—আজ কিন্তু আমি বুঝেছি যে, ও আমাকে খুসী করতে পলে পলে নিজে শেষ করেছে। তোমাদের কাছে আমার অসীম অপরাধ। তবে, কমলা চিরদিনই স্নেহপরায়ণা—দিদির মত আমাকে আগলে বেড়িয়েছে—আমি জানি আজও সে তার হতভাগ্য দাদাকে ক্ষমা করবে। কিন্তু তোমার বন্ধুপ্রীতি, তোমার সেবাকে আমি যেভাবে বিফল করেছি তার জন্যে তুমিও আমাকে অপদার্থ ভাই বলে ক্ষমা করো। সুন্দর করে গড়তে চেয়েছিলুম—কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে শেষ করে উঠতে পারলুম না। (হাতে মুখ ঢাকল)

বীণা—বিমলদা, আমার দিকে তাকান দেখি—এইত আমি কমলা, এইতো আমি কমলা আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছি! কান্নাকাটি ক'রবেন কেন ? সহ্য করুন, আপনি পুরুষ মানুষ আরও কত আঘাত আপনাকে সহ্য করতে হবে—আপনি শিল্পী—

(সান্ত্বনা দিতে বিমলের মাথায় হাত বুলচ্ছিল)

(মৃন্ময়ের প্রবেশ—মুহূর্তে মুখ বিবর্ণ হল—সামলে নিয়ে চলে যাওয়ার ক্ষণেই বিমলের চোখ সে দিকে পড়লো—)

বিমল—কে ?

বীণা—(দরজার দিকে ঘুরে)—মৃন্ময়।

মৃন্ময়—(ঘরের দিকে ঘুরে) মাপ করো বীণা—তোমাদের মাঝখানে ইচ্ছে করে বাধা হতে চাইনি—আমি যাচ্ছি—

বীণা—দাঁড়াও—

মৃন্ময়—কেন?

বীণা—বিমলদাকে ভুল বুঝে তুমি যেতে পারবে না—এ ভুল করতে তোমাকে আমি দেব না—

মৃন্ময়—ভুল? নিজের চোখে দেখলাম—

বীণা—তবু ভুল দেখেছ—ভুল বুঝেছ—

মৃন্ময়—ভুল আমার এতদিন হয়েছিল বীণা, আজ আর ভুল হয়নি—কত জনে কত কি তোমার নামে বলেছে, আমি কানে তুলিনি। সেদিন অপমানিত হয়ে ফিরে যাওয়ার পরেও—অনেক সঙ্কোচ দ্বিধা কাটিয়ে আজ আবার তোমার কাছেই উপযাচক হয়ে এসেছিলাম। প্রথমদিন আমার মানসিক অপ্রস্তুতি যে আঘাত তোমাকে দিয়েছিল আজ তোমার অপ্রস্তুতি আমাকে ঠিক সে আঘাতই দিয়েছে বীণা—

বীণা—কিন্তু এ যে নিজের সর্বনাশ করতে চাইছ তুমি?

মৃন্ময়—সর্বনাশের কিছুই বাকী নেই বীণা। আমার ভবিষ্যৎ আমি নিলামে তুলে দিয়ে এসেছি—আমারও সব যাবে—(মৃন্ময় রওনা হতেই)

বীণা—তুমি যাবে না—সব কথা না শুনে বিমলদার ওপর অপবাদ দিয়ে—তুমি যেতে পার না—কিছুতেই যেতে পার না—

মৃন্ময়—বীণা, তোমার শক্ত সত্যি কথা আঘাত দিয়েছে ঠিক, আকর্ষণও বাড়িয়েছে, তাই আজ তোমার মুখ থেকে মনগড়া কোন মিষ্টি মিথ্যে কথা আমি শুনতে চাই না—তুমি সরে যাও—আমায় যেতে পথ দাও—

বীণা—মিথ্যে? বেশ! বেশ!!! (চকিতে মৃন্ময়ের দিকে তাকিয়ে আবেগ সামলাবার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যাচ্ছিল)

বিমল—(যেন হঠাৎ স্বপ্ন ভেঙে ছুটে গিয়ে বীণার হাত ধরে বললো)—দাঁড়াও—

বীণা—ছেড়ে দিন আমাকে—ছেড়ে দিন বিমলদা—

বিমল—না—

বীণা—(ঝটকায় ঘুরে গিয়ে) না—মানে ? এ মিথ্যে অপমান আমি সহ্য করবো না—এ মিথ্যে—মিথ্যে—এ মিথ্যে অপবাদ—

বিমল—মিথ্যে হোক্ বা না হোক্ তাতে কিছু এসে যায় না—

বীণা—(ব্যঙ্গ স্বরে) এসে যায় না ? আপনি কি পাগল ?

বিমল—না—আমি পাগল নই। কিন্তু বিয়ে করতে আপত্তি কি ?

বীণা—বিয়ে ?

বিমল—হ্যাঁ—তুমি ভালবাস বলেই—

বীণা—কিন্তু আপনাকে তো আমি ভালবাসি না—বরং ঘৃণা করি—

বিমল—আমিও তো তোমাকে ভালবাসি না, আর আমাকে যে ঘৃণা করে তাকে আমি ভালবাসবো এতবড় মহৎ আমি নই। কিন্তু কমলাকে যে ভালবাসতো তাকে যে আমি ভাল না বেসে পারি না, তাই কমলার জীবন থেকে যে অনুভূতি আমি সঞ্চয় করেছি তাই তোমাকে দিয়ে যেতে চাই।

বীণা—মানে ?

বিমল—(মৃন্ময়ের হাতে ধরে) মৃন্ময়বাবু অনুরাগ আর ঈর্ষা—ভালবাসারই রূপ। কিন্তু মিথ্যা সন্দেহের বশে বীণার জীবনেও কমলার জীবনের রিক্ততা সৃষ্টি করতে আমি দেব না—।

মৃন্ময়—তাই বুঝি আমায় সাক্ষী রেখে বীণাকে আপনি বিয়ে করতে চান ?

বিমল—আপনি আমায় ভুল বুঝুন তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু কমলা আমার ছোট বোন—বীণা তারই প্রিয় বান্ধবী—আমার ভগিনীসমা। তাই আমি ভাই এর মন দিয়ে জানি যে, কমলার মৃত্যুর পর এই পৃথিবীতে বাঁচবার জন্য আপনি ছাড়া বীণার আর কোন অবলম্বন নেই—তাই বলছিলাম আপনার আর বীণার বিয়ে করতে আপত্তি কোথায় ?

বীণা—(অবাক) বিমলদা !

(বীণার চোখ ঢাকতেই)

বিমল—ওরে, চলে যাবার আগে বিরাজবাবুর ছবিগুলো দিতে এসে তোর লাঞ্ছনাই আবার আমি বাড়িয়ে গেলাম। পারিস যদি মৃন্ময়ের সঙ্গে মিটিয়ে নিস্—আর পারিস্ যদি আমাকে ক্ষমা করিস দিদি—

(বিমল চলে যাচ্ছিল—যাওয়ার মুখেই)

মৃন্ময়—আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?

বিমল—কোথায় তা জানি না—তবে এখানে—কোলকাতায় আর থাকবো না—

মৃন্ময়—কিন্তু আপনার ছবি আঁকা— ?

বিমল—এখন সম্ভব নয় মৃন্ময়বাবু। আগে বীণার চোখের জল শুকোক—আপনারা সুখী হোন্—মানুষ আবার মানুষকে বিশ্বাস করতে শিখুক—সেই দিন ছবি আঁকবো—তার আগে সম্ভব নয়—

(বিমলের প্রস্থান)

মৃন্ময়—বিমলবাবু! বিমলবাবু!! (ঘুরে বীণাকে দেখল—ধীরে ধীরে বীণার কাছে গিয়ে)

মৃন্ময়—বিমলবাবু চলে গেলেন বীণা।

বীণা—যারা যাবার তারা সবাই যাবে—

মৃন্ময়—তুমি বারণ করবে না ?

বীণা—না—

মৃন্ময়—কিছুই বলবে না ?

বীণা—না কাউকে আর কিছু বলবো না—কেন বলবো ? কেন ভাবতে দেব যে আমি মিথ্যে বানিয়ে বলছি।

মৃন্ময়—তবু কিছু বল বীণা।

বীণা—অনেক কথা বলতে চেয়েছিলাম। অনেক কথা বলার ছিল—কিন্তু আর বলা হলো না, বিশ্বাস যেখানে নেই, সেখানে তো কিছু গড়ে তোলা যায় না।

মৃন্ময়—জানি, অনেক আঘাত তোমাকে দিয়েছি—তোমাকে ব্যথা দিতে গিয়ে আমিও ব্যথা পেয়েছি। কিন্তু যদি জান্তে, যে আঘাত

তোমাকে আমি দিয়েছি—সে শুধু তোমাকে ভালবেসেই, তোমার ভাল
বাসা পাবার জন্যেই—

বীণা—ও কথা তুলে লাভ কি? আজ এত কাছে থেকেও আমাদে
মন বহু দূরে, দুটি মাত্র হাত সম্বল করে আপন ভেবে যাদের আঁকে
ধরতে গিয়েছি—তারা সবাই এক এক করে চলে গেছে—কেউ ফি
তাকায়নি। যাদের প্রতি বিশ্বাস নিয়ে এগুতে চেয়েছি—তারাই বা
বার করে আমাকে অপবাদ দিয়েছে। আমি আজ বড় রিক্ত বড় ক্লা
মৃন্ময়, তুমি যাও—আমায় একটু একা থাকতে দাও—

মৃন্ময়—বেশ তাই যাচ্ছি আজ আমার লজ্জার সীমা নেই— অপর
ধের শেষ নেই। যাবার আগে অনুতপ্ত হয়ে বলছি—পারতো ক্ষ
ক'রো, আর না পারতো অনুযোগ দাও। আমি যে তোমার কত ব
শত্রু, আমি যে তোমার কত বড় ক্ষতি করে গেলাম, তার জন্যে আমা
অভিশাপ দিয়ো, আমি যেন জীবনে সুখী না হই—তার জন্যে আমা
অভিশাপ দিও—

বীণা—না—না অভিশাপ নয়, অভিশাপ নয়! 'তুমি সুখী হয়ে
মৃন্ময়'—এছাড়া আজ আর বলার কিছু নেই—

মৃন্ময়—আমাকে আর কিছুই বলার নেই?

বীণা—না, তোমাকে বলার আর কিছু নেই—কেন তোমাকে বলবো
—কেন তোমাকে বলবো—তুমি আমার কে? তুমি আমার কেউ না-
কেউ না—কেউ না—

মৃন্ময়—বীণা—

বীণা—(নিরুত্তর)

মৃন্ময়—বীণা—

বীণা—কি?

মৃন্ময়—বিশ্বাস করো—

বীণা—কি—কি চাও তুমি?

মৃন্ময়—তোমাকে। একান্ত করে তোমাকে পেতে চাই বীণা—

(মৃন্ময় বীণার হাত ধরতেই বীণা চোখ নামিয়ে নিল — গিরীনবাবুর প্রবেশ — মৃন্ময় বীণা লজ্জিত হয়ে পড়ে)

গিরীন—ওঃ মৃন্ময় নাকি— ? —আচ্ছা—আচ্ছা—

(ঘরের ভেতরে চলে যাচ্ছিল)

মৃন্ময় — দাঁড়ান —

গিরীন—(সামনে ঘুরে দাঁড়ালেন) এ্যাঁ—

(দুজন দুজনের দিকে কয়েকপল স্থির তাকিয়ে রইল আর মৃন্ময় ধীর পায়ে এগিয়ে এসে বললো)

মৃন্ময়—আপনার কাছে আমি বীণাকে ভিক্ষা চাইছি, আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন আর মনে কোন ক্ষোভ না রেখে আমার অসৌজন্য ক্ষমা করুন—

(মৃন্ময় ও বীণা গিরীনবাবুকে প্রণাম করতে যেতেই গিরীনবাবু তাদের জড়িয়ে ধরলেন)

গিরীন—এই দেখ দিকি—কি আশ্চর্য—কি আশ্চর্য করে এরা—(চোখ মুছতে মুছতে)—বিবাদের সময় দেওয়ানী ফৌজদারী—মাথা ফাটাফাটি হয়ে যায় কিন্তু ক্ষমা চাইলে পর ও-সব আর মনে থাকে নাকি বাবা! বনেদী বংশের লোক আর ও-সব মনে রাখতে পারে? আশীর্বাদ করবো বই কি—চিরকাল তোমাদের আশীর্বাদ করে আসছি।

(বীণা ও মৃন্ময়কে জড়িয়ে ধরেন—কল্যাণের প্রবেশ)

কল্যাণ—বীণা দেবী আছেন— ?

গিরীন—আরে আসুন—আসুন—আসুন—দোর গোড়া থেকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন,—ভেতরে আসুন—

কল্যাণ — ওহো — মৃন্ময়ও আছ দেখছি? ভালই হয়েছে, তোমার কাছে, আমি ভাই পাকা কথা নিতে যেতাম......

গিরীন—পাকা কথা? পাকা কথা আমার কাছ থেকে নিন। বনেদী বংশে কথার নড়চড় হয় না — মৃন্ময় আর বীণার বিয়ের কথা আমিই পাকা করে দিলাম......

কল্যাণ — তাই নাকি — মৃন্ময়?

মৃন্ময় — হ্যাঁ —

কল্যাণ—একটা গল্পের পরিণতির জন্যে তুমি আমায় ভীষণ ভোগালে মৃন্ময়।

বীণা—কেন? গল্পের শেষও তো পেয়ে গেলেন—

কল্যাণ—হ্যাঁ—গল্প শেষ হয়ে গেল। কিন্তু কীর্তিবাবুর বাড়ীর ভোজটা, মৃন্ময় বরাবর বানচাল করে দেয়—আচ্ছা নমস্কার। (ঘুরতে যাবে)

গিরীন—সে কি মশাই! এই আনন্দের দিনে মিষ্টিমুখ না করে চলে যাবেন, তাকি হয়? গৌর নগরের বসুমল্লিক বংশের সে রেওয়াজই নেই মোটে, বসুন—বসুন। ওরে—মঞ্জু—মঞ্জু—

(গিরীনবাবু ডাকতে ডাকতে ভিতরে চলে গেলেন)

কল্যাণ—নাঃ, এইবারে আপনাদের নিয়ে সত্যিকারের গল্প লেখবার প্রেরণা পাচ্ছি.. ...

বীণা—যদি সত্যিই লেখেন—লিখবেন কমলার কথা—লিখবেন আমাদের কথা; যা আমরা করেছি—যা আমরা হয়েছি—শুধু তাই নয়,—যা আমাদের করতে হবে—যা আমাদের হতে হবে—আপনার লেখা যেন সে কথায় ভরে ওঠে—

(কল্যাণ বীণার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে—সেদিকে চোখ পড়াতে বীণা লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিয়ে—একটু সপ্রতিভ হয়ে তাকাতেই—)

মৃন্ময় — (কল্যাণকে — কি দেখছেন?

কল্যাণ—দেখছি দুরভাষিণীকে, দেখছি আমাব আগামী উপন্যাসের নায়িকাকে—।

(কল্যাণ হাত জোড় করিয়া নমস্কার করতেই — বীণা নমস্কার বিনিময় করল —)

—— যবনিকা ——